

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়



বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

উপদেষ্টা

ড. মো: আকরাম হোসেন চৌধুরী
চেয়ারম্যান, বিএমডিএ, রাজশাহী

সার্বিক সহযোগিতায়

জনাব মো: আব্দুর রশীদ
নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বিএমডিএ, রাজশাহী

সম্পাদনায়

জনাব মো: শামসুল হোদা
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), বিএমডিএ, রাজশাহী

কারিগরী সহায়তা

- ১। জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (গবেষণা), বিএমডিএ, রাজশাহী।
- ২। জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, মনিটরিং অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), বিএমডিএ রাজশাহী।
- ৩। জনাব মোঃ মোজাফফর হোসেন, উচ্চতর উপ-সহকারী প্রকৌশলী, বিএমডিএ রাজশাহী।

প্রকাশক

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজশাহী

তথ্যকাল

জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮

প্রকাশকাল

১৫ অক্টোবর, ২০১৮

মুদ্রণ

সরকার প্রিন্টিং
রাণীবাজার, রাজশাহী

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম



বাণী

বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির আলোকে জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের যে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে খরা প্রবণ বরেন্দ্র এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতঃ তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিএমডিএ অত্যন্ত দক্ষতা ও স্বার্থকতার সাথে কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রক্ষ, ঠাঠা বরেন্দ্র ভূমিকে ইতোমধ্যে সবুজের বেষ্টনীতে পরিণত করেছে।

বিএমডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে ২০১৭-১৮ এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বন্ধে জানতে বইটি বেশ সহায়ক হবে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং অত্র অঞ্চলের জনগণের কল্যাণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

(ড. মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী)

চেয়ারম্যান

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।



বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম



মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃষি। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, সামগ্রিক আয়বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির জন্য কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ক্রমহ্রাসমান কৃষিজমিতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক খাদ্য উৎপাদন, ফসল নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গভীর নলকূপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রদানের পাশাপাশি ভূ-পরিষ্ক পানির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন শস্যের উচ্চ ফলনশীল ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সহজ পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের জন্য গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ভূ-পরিষ্ক পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য খাল ও পুকুর ও বড় বড় জলাশয় খনন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সার্বিকভাবে বলা যায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কৃষি উৎপাদন তথা কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নীতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সার্বিক অগ্রগতি এবং বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকান্ডের সার সংক্ষেপ এ বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(মোঃ আব্দুর রশীদ)

নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার অধিকাংশ এলাকা এবং নাটোরসহ রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার কিয়দংশ এলাকা জুড়ে বরেন্দ্র অঞ্চল অবস্থিত। দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে এসব এলাকার ভূ-প্রকৃতি এবং আবহাওয়া অত্যন্ত রক্ষ। বরেন্দ্র এলাকার ভূ-স্তরের ভিন্ন গঠন প্রকৃতি এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের সীমা বদ্ধতার কারণে প্রচলিত গভীর নলকূপ দ্বারা সেচকাজ সম্ভব হতো না। শুধু বৃষ্টি নির্ভর আমন ফসল চাষ হতো। ১৯৮৫ সনে তৎকালীন বিএডিসির প্রকৌশলীবৃন্দ এক বিশেষ ধরনের (ওহাবৎবফ) গভীর নলকূপ উদ্ভাবন করে ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচের সুযোগ সৃষ্টি করেন। এর প্রেক্ষিতে বরেন্দ্র এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলাকে সম্পৃক্ত করে বিএডিসির অধিনে “বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প” (বিআইএডিপি) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ছিল সেচের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের জন্য খাল ও পুকুর খনন, পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বৃক্ষরোপন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গ্রামীন সড়ক নির্মাণ। প্রকল্পটির সাফল্যের কারণে ১৯৯২ সালে রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) গঠিত হয় এবং বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)-২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলে বছরে ২-৩টি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে এবং পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতায় গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প -২য় পর্যায়, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প, বৃষ্টির পানি সংরক্ষন ও সেচ প্রকল্প, খালে পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ প্রকল্প, ভূ-পরিষ্ক পানি উন্নয়ন প্রকল্প, খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ প্রকল্প, গামীন সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ প্রকল্পসহ মোট ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

সূচিপত্র

এক নজরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন প্রকল্প ।
বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ প্রতিবেদন ।
বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) ।
গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) ।
সেচের গভীর নলকূপ হতে পাইপের মাধ্যমে খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প-৩য় পর্যায় ।
রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প ।
বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।
ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প ।
শস্য উৎপাদনে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প ।
নওগাঁ জেলায় ভূ-পরিষ্কৃত পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প
সেচ শাখা ।

এক নজরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

ভূমিকাঃ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপটঃ

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপটঃ

বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলাকে নিয়ে বিএডিসি'র অধীনে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি) গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, হাজা/মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ। ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারী রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার মোট ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে “বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)” গঠিত হয় এবং বরেন্দ্র সমন্বিত

এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)-২য় পর্যায় অনুমোদিত হয়। এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ষাটের দশকে স্থাপিত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় অঞ্চলে ১২১টি অকেজো গভীর নলকূপ সচল করার জন্য ২০০৩ সালে বিএমডিএ'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক বছরের মধ্যে নলকূপগুলো সচল করা হয় এবং এসব এলাকা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত হয়। কর্তৃপক্ষের কাজের সফলতার ধারাবাহিকতায় নাটোর জেলাসহ বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায় দীর্ঘ দিনের অকেজো ২৪১৫টি গভীর নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

রূপকল্প (Vision) :

বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

অভিলক্ষ্য (Mission) :

সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদী জমি সম্প্রসারণ, মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ।

লক্ষ্যঃ

- ১) বরেন্দ্র অঞ্চলকে বাংলাদেশের শস্যভান্ডারে রূপান্তর।
- ২) মরুশয়তা রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন এবং সম্পূর্ণক সেচের জন্য খাল ও দিঘী পুনঃখনন।
- ৩) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ।
- ৪) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্যঃ

- ১) ভূ-পরিষ্ক পানির উৎস বৃদ্ধির জন্য খাস মজা খাল ও পুকুর/দিঘী এবং অন্যান্য জলাধার পুনঃখনন করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং মৎস্য চাষ।
- ২) গভীর নলকূপ খনন এবং আবাদযোগ্য জমি নিয়ন্ত্রিত সেচ সুবিধার আওতায় আনয়ন।
- ৩) সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন ও প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাসকরণ।
- ৪) ফসল বাজারজাতকরণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ সড়ক পাকাকরণ।
- ৫) প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়ন ও মরুকরণ রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন ও নার্সারী সম্প্রসারণ।
- ৬) সেচ এলাকা বৃদ্ধিকল্পে পাকা ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ।
- ৭) স্থাপিত গভীর নলকূপ হতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ।
- ৮) ফসলের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি।
- ৯) অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা।

কার্যাবলিঃ

কার্যাবলি	অগ্রগতি	
	২০১৭-১৮ অর্থ বছর	জুন ২০১৮ পর্যন্তক্রমোপূর্ণিত
খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	১২৪	১৯৬৩.১২
খাস পুকুর পুনঃখনন (টি)	২০	৩০৯৮
পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ (টি)	১৯	৭৪৫
নদীতে পন্টুন স্থাপন (টি)	২	১১
পাতকুয়া খনন (টি)	১৪৫	২০৬
সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত সেচযন্ত্রে সোলার প্যানেল স্থাপন (টি)	৬৬	১০৬
নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে এলএলপি স্থাপন (টি)	৯৬	৩১৭
অচালু গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (টি)	৬৯	৪৩৩২
সেচনালা নির্মাণ (কিঃ মিঃ)	৬৪৪.৬০	১২০১৯.৪৩
সেচনালা বর্ধিতকরণ (কিঃ মিঃ)	১০৩.৩৫	১১০৭.৬০

বীজ উৎপাদন (মেট্রিক টন)	৬০০	৪৬০০
পাকা সড়ক নির্মাণ (কিঃমিঃ)	১৯	১১৪৩.৭১
বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	১.১০	২৫৭.৩২
কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	২৩৫০	১৪৫৭৪৭
গভীর নলকূপ স্থাপন (টি)	--	১৫৫১৭
সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (টি)	৮৯	১৫৮৩৪

জনবলঃ

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত জনবল, কর্মরত জনবল, শূন্যপদের তথ্যঃ

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড -১	--	--	--	# গ্রেড-৪ এ কর্তৃপক্ষের সচিব পদে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার এর একজন কর্মকর্তা প্রেষণে নিযুক্ত আছেন।
২	গ্রেড -২	১	১	--	
৩	গ্রেড -৩	--	--	--	
৪	গ্রেড -৪	১	১	--	# কর্তৃপক্ষে চুক্তিভিত্তিক ০১ জনসহ মোট ৮৯৩ জন। তন্মধ্যে রাজস্ব খাতভুক্ত ৬৫০ জন এবং ১ম শ্রেণী-৪৮, ২য় শ্রেণী-২৬, ৩য় শ্রেণী-১৫৬ এবং ৪র্থ শ্রেণী-১৩ জন সর্বমোট-২৪৩ জন জনবল কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন চলমান প্রকল্পে কর্মরত আছে। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের আয় হতে নির্বাহ হয়ে থাকে।
৫	গ্রেড -৫	১০	১০	--	
৬	গ্রেড -৬	--	--	--	
৭	গ্রেড -৭	--	--	--	
৮	গ্রেড -৮	--	--	--	
৯	গ্রেড -৯	৩০	৩০	--	
১০	গ্রেড -১০	১১০	১১০	--	
১১	গ্রেড -১১	২৬	২৬	--	
১২	গ্রেড -১২	১২৪	১২৪	--	
১৩	গ্রেড -১৩	২৮	২৮	--	
১৪	গ্রেড -১৪	২১০	২১০	--	
১৫	গ্রেড -১৫	--	--	--	
১৬	গ্রেড -১৬	৪	৪	--	
১৭	গ্রেড -১৭	--	--	--	
১৮	গ্রেড -১৮	--	--	--	
১৯	গ্রেড -১৯	১০৬	১০৬	--	
২০	গ্রেড -২০	--	--	--	
	মোট=	৬৫০	৬৫০		

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতিঃ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি হয়নি।

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

ছক-২ : (ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		আভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	
১	গ্রেড -১-৯	৩৭	০৫	১৮১	--	২২৩
২	গ্রেড -১০	০৫	--	৭৭	--	৮২
৩	গ্রেড -১১-২০	১০	--	১২২	--	১৩২
	মোট=	৫২	০৫	৩৮০	--	

ছক-২ : (খ) মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা	মন্তব্য
---------	----------	------------	---------

		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড -১-৯	০৩	--	--	০৩
২	গ্রেড -১০	--	--	--	--
৩	গ্রেড -১১-২০	--	--	--	--
মোট =		০৩	--	--	০৩

ছক-২ : (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড -১-৯	--	০১	০৩	০৪	
২	গ্রেড -১০	--	--	--	--	
৩	গ্রেড -১১-২০	--	--	--	--	
মোট=		--	০১	০৩	০৪	

ছক-৩ : ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের উৎপাদন
--	--	--	--

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপঃ

খাল, পুকুর/দীঘি ও অন্যান্য জলাধার পুনঃখনন এবং ক্রসড্যাম নির্মাণঃ

১২৪ কিঃমিঃ খাল ও ২০টি পুকুর পুনঃখনন এবং খালে পানি সংরক্ষনের জন্য ১৯টি ক্রসড্যাম নির্মাণ করে ভূ-উপরিষ্ক পানি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৩৭০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করে প্রায় অতিরিক্ত প্রায় ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।



রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় পুনঃখননকৃত আখিরা খাল



নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলায় খননকৃত খাল



নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় বনগ্রাম মৌজায় পুনঃখননকৃত দিঘী



নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলায় মনসুর খালে নির্মিত
ফুটওভার ব্রীজসহ ক্রসড্যাম

রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় নারোদ খালে
নির্মিত ফুটওভার ব্রীজসহ ক্রসড্যাম

নদীতে পন্টুন স্থাপনঃ

সেচকাজে ভূ-পরিষ্ক পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে
নদীতে ২টি পন্টুন স্থাপন করে খাল ও পুকুরে
স্থানান্তর এবং সেচকাজে ব্যবহার করা হয়েছে।



নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলায় আত্রাই নদীতে স্থাপিত পন্টুন

পাতকূয়া (Dugwell) খননঃ

১৪৫টি পাতকূয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফানেল আকৃতির কাঠামোতে সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল যেমনঃ আলু, পটল, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পিয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, ছোলা ইত্যাদি আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।



নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় উমরপুর মৌজায় পাতকূয়া হতে খাবার পানি সংগ্রহ



নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় নুরপুর মৌজায় পাতকূয়ার পানিতে কচু আবাদ

সৌরশক্তি দ্বারা সেচযন্ত্র পরিচালনাঃ

সেচ কার্যক্রমে Renewable Energy কে কাজে লাগিয়ে খাল/পুকুরের পানি সেচকাজে ব্যবহারের জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করে সেচের পাম্প পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খাল ও পুকুরের মধ্য ৬৬টি স্থানে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত এলএলপি (লো লিফট পাম্প) স্থাপন করা হয়েছে এবং ২২০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।



চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলায় খালে স্থাপিত সোলার প্যানেল



রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত এলএলপি'র মাধ্যমে জমিতে ফসল উৎপাদন

এলএলপি স্থাপনঃ



সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃখননকৃত খাল ও নদীর পাড়ে মোট ৯৬টি এলএলপি স্থাপন করে প্রায় ৪০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

গোদাগাড়ী উপজেলায় পুনঃ খননকৃত খাল ও খালের পাড়ে
এলএলপি

অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসনঃ

দীর্ঘদিনের ৬৯টি অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে প্রায় অতিরিক্ত প্রায় ১৬০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রায় ১২৫০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।



অকেজো পুনর্বাসনকৃত গভীর নলকূপ

ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ ও বর্ধিতকরণঃ

স্থাপিত সেচযন্ত্রে ৬৪৪.৬০কিঃমিঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও ১০৩.৩৫কিঃমিঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিত করে সেচের পানির অপচয় রোধ, কৃষি জমির সাশ্রয়সহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় অতিরিক্ত ১৫০০০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে প্রায় ৪৪০০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।

সেচযন্ত্রের ব্যবহারঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১৫৮৩৪টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ও এলএলপি) সেচকাজে ব্যবহার করে রবি/বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে প্রায় ৫.১৭৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানসহ প্রায় ৪০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।



বীজ উৎপাদনঃ

৬০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতির বীজ উৎপাদন করে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।

সংযোগ সড়ক নির্মাণঃ



করমজাই মাদ্রাসা হতে মান্দাইন সড়ক, পল্লীতলা, নওগাঁ

১৯ কিঃমিঃ পাকা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কৃষকের উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে সহায়ক হয়েছে।

বনায়নঃ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে ১.১০ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধী বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।



নওগাঁ জেলার রাণীনগর উপজেলায় পুনঃখননকৃত খালের পাড়ে রোপিত বৃক্ষ

কৃষক প্রশিক্ষণঃ



বীজ প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ

ফসলের বহুমুখীকরণ (Crop diversification), সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, অডউ পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে ২৩৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্পঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলোঃ

১।	প্রকল্পের নাম প্রকল্প মেয়াদ প্রাক্কলিত ব্যয় মূল উদ্দেশ্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর ব্যয় ভৌত অগ্রগতি	ঃ গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প-২য় পর্যায়; ঃ জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত; ঃ ২৭৪০৩.৯৬ লক্ষ টাকা; ঃ ৩৯৭২০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান নিশ্চিত করা ও সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদান করা। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ১৬৭০.০০ লক্ষ টাকা; ঃ ১৬৬৬.৭৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৮১%); ঃ ১০০%।
২।	প্রকল্পের নাম প্রকল্প মেয়াদ প্রাক্কলিত ব্যয় মূল উদ্দেশ্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর ব্যয় ভৌত অগ্রগতি	ঃ কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প; ঃ অক্টোবর/২০১০ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত; ঃ ৩৩৬৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা; ঃ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। ঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ১৫২২.০০ লক্ষ টাকা; ঃ ১৫২১.৬৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৮%); ঃ ১০০%।
৩।	প্রকল্পের নাম প্রকল্প মেয়াদ প্রাক্কলিত ব্যয় মূল উদ্দেশ্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর ব্যয় ভৌত অগ্রগতি	ঃ বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প -২য় পর্যায়; ঃ মার্চ/২০১১ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত; ঃ ১৯৯৯৯.৫৭ লক্ষ টাকা; ঃ খাস পুকুর ও খাল ও দীঘি পূর্ণাংকন এবং ক্রসড্যাম নির্মাণ করে ভূ-পরিষ্ক পানি সংরক্ষণ ও ৩৮০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান। ঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ১৯৫২.০০ লক্ষ টাকা; ঃ ১৯৪৯.৭৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৮৮%); ঃ ১০০%।
৪।	প্রকল্পের নাম প্রকল্প মেয়াদ প্রাক্কলিত ব্যয় মূল উদ্দেশ্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর ব্যয় ভৌত অগ্রগতি	ঃ রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প; ঃ ফেব্রুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত; ঃ ৭৭২৪.৯০ লক্ষ টাকা; ঃ পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে ১৮০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণ। ঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ৬৯২.০০ লক্ষ টাকা; ঃ ৬৮৯.৩৭ লক্ষ টাকা (৯৯.৬২%); ঃ ১০০%।
৫।	প্রকল্পের নাম প্রকল্প মেয়াদ প্রাক্কলিত ব্যয় মূল উদ্দেশ্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর ব্যয় ভৌত অগ্রগতি	ঃ বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; ঃ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত; ঃ ১১৬১৩.০০ লক্ষ টাকা; ঃ ভূ-পরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ৩৭৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা আনয়ন এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। ঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ৩৭১৪.০০ লক্ষ টাকা; ঃ ৩৭১৩.৮৮ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%); ঃ ১০০%।
৬।	প্রকল্পের নাম প্রকল্প মেয়াদ প্রাক্কলিত ব্যয় মূল উদ্দেশ্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর ব্যয়	ঃ শস্য উৎপাদনে মান সম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প; ঃ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত; ঃ ৯৮৬.২৩ লক্ষ টাকা; ঃ উন্নত বীজ উৎপাদন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষরা সহিষ্ণু, অল্প পানির ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। ঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ৭৬.০০ লক্ষ টাকা; ঃ ৭৫.৭০ লক্ষ টাকা (৯৯.৬১%);

	ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%।
৭।	প্রকল্পের নাম প্রকল্প মেয়াদ প্রাক্কলিত ব্যয় মূল উদ্দেশ্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর ব্যয় ভৌত অগ্রগতি	: ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প; : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত; : ১৩৬১৬.২০ লক্ষ টাকা; : ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি। : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ৫৪০০.০০ লক্ষ টাকা; : ৫৩৯৬.০৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%); : ১০০%।
৮।	প্রকল্পের নাম প্রকল্প মেয়াদ প্রাক্কলিত ব্যয় মূল উদ্দেশ্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর ব্যয় ভৌত অগ্রগতি	: নওগাঁ জেলায় ভূ-পরিষ্ক পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প; : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত; : ৭৯১২.৫০ লক্ষ টাকা; : খাল ও দিঘী খনন এর মাধ্যমে ভূ-পরিষ্ক পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ। : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা; : ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); : ১০০%।
৯।	প্রকল্পের নাম প্রকল্প মেয়াদ প্রাক্কলিত ব্যয় মূল উদ্দেশ্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর ব্যয় ভৌত অগ্রগতি	: বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের সবজী চাষ প্রকল্প; : জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত; : ৪৭৪৪.২৫ লক্ষ টাকা; : পাতকুয়া খনন করে কম পানি ব্যবহার হয় এরকম শস্য উৎপাদন ও গৃহস্থালীর কাজে পানি সরবরাহ। : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ১১৫০.০০ লক্ষ টাকা; : ১১৪৬.১৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৬৭%); : ১০০%।

মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ১৯১.৭৬ কোটি টাকা, ব্যয় ১৯১.৫৯৩ কোটি টাকা (৯৯.৯১%) এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%।

বর্নিত বছরে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা ৫টিঃ

- ১। গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত);
- ২। কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প;
- ৩। বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত);
- ৪। রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প ও
- ৫। বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপ :

- ১) ১৪৫টি পাতকুয়া খনন ও সৌরশক্তি দ্বারা পাম্প পরিচালনা করে পানি উত্তোলন এবং প্রায় ১৩০ হেক্টর জমিতে সবজি (আলু, বেগুন, টমেটো, ছোলা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি) চাষে ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- ২) সেচকাজে Renewable Energy কে কাজে লাগিয়ে নদী, খাল/পুকুরের পানি ব্যবহারের জন্য খাল/পুকুর পাড়ে ৬৬টি স্থানে সোলার প্যানেল স্থাপনপূর্বক প্রায় ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ২ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন এলএলপি পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ২২০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।
- ৩) নদীতে ২টি পনটুন স্থাপন করে পাম্পের মাধ্যমে নদীর পানি খাল/পুকুরে স্থানান্তর ও সেচকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়নের উপরই দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলায় সেচ কার্যক্রমসহ সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বরেন্দ্র অঞ্চলের জনসাধারণের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণসহ কার্যক্রম আরো বেগবান হওয়া প্রয়োজন।

বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন প্রকল্প

প্রকল্পের নামঃ বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন প্রকল্প।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ০৭/০৮/২০১৬ ইং

বাস্তবায়ন কাল : জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত।

প্রকল্পের অর্থায়ন : সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান

অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৪৭৪৪.২৫ লক্ষ টাকা (জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় ২৫২৮.০০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫৩.২৯%)।

পটভূমি :

ভূ-গর্ভস্থ সম্পৃক্ত পানির স্তর (Saturated Water table) এর নিম্ন পর্যন্ত গোলাকার আকৃতিতে মাটি খনন করে চারপাশ থেকে চুয়ানো পানি (Leaching water) ধরে রাখার আধারকে পাতকুয়া (Dug well) বলে। পাতকুয়া হাজার বছরের পুরানো একটি প্রযুক্তি যা ব্যবহার করে মানুষ তার জীবন ধারণের জন্য বালতির সাথে রশি বেঁধে পানি উত্তোলন করে তা খাবার ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার করতো। এ পদ্ধতিতে পাতকুয়া খননে মানুষকে ভূ-গর্ভের অনেক গভীরে যেতে হয় বিধায় পাশ থেকে মাটি ধসে জীবন হানির সম্ভাবনা থাকে। পাতকুয়া খননে আধুনিক ও



লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের পরিবর্তে যান্ত্রিক পাওয়ার রিগ, দৈহিক শক্তির পরিবর্তে সোলার শক্তি ব্যবহার করে পানি উত্তোলন, ফানেল আকৃতির কাঠামোতে বৃষ্টির পানি ধরে তা পাতকুয়ায় নির্গমন করে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের মজুদ বৃদ্ধিসহ পাতকুয়াকে খাবার পানির পাশাপাশি সেচকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পটি একটি নতুন উদ্ভাবন।

এ উদ্ভাবনটি বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এম পি'র। ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য তিনি বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলে তাঁর নির্দেশক্রমে পাতকুয়া খনন করা হয়েছে এবং উক্ত পাতকুয়া হতে জনসাধারণ খাবার পানি ব্যবহারের পাশাপাশি সেচকাজে ব্যবহার করার সুফল ভোগ করছে।

প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাজশাহী	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর, গোমস্তাপুর ও নাচোল।
	নওগাঁ	নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর, পত্নীতলা, ধামুইরহাট, সাপাহার ও পোরশা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ১৯৭ টি গ্রামে ৪৫০টি পাতকুয়া খনন করে প্রায় ১৩৫০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন রকমের শাক সজি চাষ করা;
- ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে ভূ-পরিষ্ক পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার;
- ২২৫০ জন কৃষককে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৩৩৭৫০ জন গ্রামীন জনসাধারণের পানি সরবরাহ করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে প্রকল্প এলাকার বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করা;

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম :

- পাতকুয়া খনন ৪৫০ টি।
- সোলার প্যানেল স্থাপন ৪৫০ টি।
- পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ ৪৫০ টি
- কৃষক প্রশিক্ষণ ২২৫০ জন।
- ড্রিপ-ইরিগেশনসহ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন-২২৫ টি।

জুন/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি :

কাজের বিবরণ	চাষকৃত জমি (হেক্টর)	ফসল উৎপাদন (মেঃ টন)	উপকৃত কৃষক (জন)	মন্তব্য
পাতকুয়া খনন ১৭০টি	৩৬২	৬১৯৫	৯৫৫১	বাৎসরিক
পাতকুয়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন ১৪০ টি				
পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ ১৩৬টি				



পত্নীতলা উপজেলার রামরামপুর মৌজায় পাতকুয়ার পানিতে
মটরসুটি চাষ

পত্নীতলা উপজেলার চকশহবত-২ মৌজায় পাতকুয়ার
উৎপাদিত সরিষা ক্ষেতে মধু চাষ



সাপাহার উপজেলার বাহাপুর-২ মৌজায় পাতকুয়ার পানি দ্বারা
করলার চাষ

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ

পটভূমি :

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমের রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম চালু হবার ফলে উক্ত এলাকায় ব্যাপক কৃষি উৎপাদন হতে থাকে। পর্যাপ্ত যোগাযোগের অভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও পচনশীল দ্রব্যাদি দ্রুত বাজারজাত করতে না পারায় কৃষক ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত “বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন”(১ম ও ২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় ১৯৮৫ হতে ১৯৯৫ পর্যন্ত বিটুমিনাস সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে জনগণের চাহিদা ও সড়ক নির্মাণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার আলোকে “বরেন্দ্র গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পসহ (১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়)” ৫টি পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ২৫ টি উপজেলায় জুন, ২০০৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৭২৪ কিঃমিঃ বিটুমিনাস সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। একইভাবে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বরেন্দ্র এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত ৩টি জেলার সাথে নাটোর, পাবনা ও বগুড়াসহ মোট ৬ জেলার ৪২ উপজেলায় ৪২০ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণের জন্য ৩৩৬.৯৫৬৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে “কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প”টি বাস্তবায়ন হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা ও বগুড়া জেলার ৪২ টি উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলকে সংযোগ সড়ক ও সেতু/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ নেট ওয়াকের আওতায় আনা।
- প্রকল্প এলাকার কৃষি ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণসহ উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সহজ বাজারজাতকরণ ও কৃষকের পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান।
- প্রকল্প এলাকার মরুভূমি রোধে নির্মিত রাস্তার উভয় পাশে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়ন।
- স্বল্প মেয়াদে প্রকল্পের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

সমাপ্ত প্রকল্পের কয়েকটি স্থির চিত্র নিম্নে দেয়া হলো :



বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার ধর্মকুল হতে নিমের পাড়া পর্যন্ত ভায়া কালুরঘাট ব্রীজ।



বেড়াহাওলিয়া পাকা রাস্তা হতে দিঘিরভিটা সড়ক, ফরিদপুর, পাবনা



কুদ্দুসের মোড় হতে মখমলপুর স্কুল সড়ক, নওগাঁ সদর,
নওগাঁ



ছোট জামবাড়িয়া পূর্ব পাড়ার মোড় হতে মাটিয়া বান্দগামী
পাকা রাস্তা ভায়া সেখাইখালি মসজিদ হয়ে নথুর মোড়ের
নিকট খিরের বিলগামী রাস্তা, ভোলাহাট চাঁপাইনবাবগঞ্জ

করমজাই মাদ্রাসা হতে মান্দাইন সড়ক, পত্নীতলা,
নওগাঁ



দপ্তর ভবন, নওগাঁ জোন ও রিজিয়ন, নওগাঁ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সমাপ্ত কাজের অগ্রগতি :

অংগের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট লক্ষ্যমাত্রা	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি
গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ	৪২০ কিঃমিঃ	৪২০ কিঃমিঃ
গ্রামীণ সড়ক মেরামত	৭৪৪ কিঃমিঃ	৭৪৪ কিঃমিঃ
ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	১০৮ টি	১০৮ টি
যানবাহন ক্রয়	জীপ-১টি, পিক আপ-৪টি, মটর সাইকেল-২০টি	জীপ-১টি, পিক আপ-৪টি, মটর সাইকেল-২০টি
বনায়ন	৩.৬৬ লক্ষ (৩.১৪ লক্ষ বনজ ও ০.৫২ লক্ষ ফলজ)	৩.৬৬ লক্ষ (৩.১৪ লক্ষ বনজ ও ০.৫২ লক্ষ ফলজ)
অফিস ভবন নির্মাণ	০২ টি (১২০০০ বঃফুঃ)	০২ টি (১২০০০ বঃফুঃ)

প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব :

নির্মিত সংযোগ সড়কের পার্শ্ব হাট, বাজার, দোকানপাট ও কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প ও বেকার সমস্যা সমাধানে নির্মিত সড়ক অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও কৃষি ভিত্তিক এলাকা হেতু দ্রুত কৃষি উৎপাদন, ও কৃষি পণ্য ভিত্তিক কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। ফলে দুস্থ ও গরীব মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যে সকল প্রভাব পড়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হলো :

- ১। স্থানীয় হাটবাজার ও গ্রোথ সেন্টারের সাথে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ফলে কৃষক তাঁদের উৎপাদিত ফসল সহজে বাজারজাত করে ফসলের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন।
- ২। যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠায় বিভিন্ন কাঁচামাল ও কৃষিপণ্যের পচন রোধসহ বাজারজাতকরণ খরচ হ্রাস পেয়ে কৃষকের ফসলের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ৩। গ্রামীণ এলাকায় হাটবাজার, স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে।
- ৪। রাস্তার পাশে কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কোল্ড স্টোরেজ ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।
- ৫। এলাকাভুক্ত জনগণের কর্মক্ষেত্রসহ কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ৬। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ব্যবসায়িক কাজে জনগণ প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করার সুযোগ পেয়েছে।
- ৭। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ৮। গ্রামীণ জনপদের কর্মসংস্থানের অধিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- ৯। কর্মসৃজনের ফলে গ্রামঞ্চলে দিন মজুরের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।
- ১০। শ্রমশক্তি ও শ্রম ঘন্টা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে কৃষকসহ স্থানীয় জনগণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ১১। দুস্থ ও আদিবাসী মহিলাদের কর্মস্থান সৃষ্টি হওয়ায় তাঁরাও প্রয়োজনমত কাজ পাচ্ছেন ও চাহিদা অনুযায়ী আয় করে লাভবান হচ্ছেন।
- ১২। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হওয়ায় এলাকায় গরুর গাড়ীর সংখ্যা কমেছে। ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অনেকেই নছিমন, করিমন, অটোরিক্সা কিনে পরিবহন কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। এতে করে এলাকায় বেকারত্ব অনেকাংশে কমে গেছে। সর্বোপরি এলাকার জনগণের পরিবহন খরচ কমে সময়ের সাশ্রয় হয়েছে। যা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে কার্যকরী সময়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে।
- ১৩। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন ক্রিয়াদি সহজ হওয়ায় জনগণের শহরমুখী হবার প্রবণতা কমে এসেছে এবং আসছে। ক্ষেত্র বিশেষে অনেকে এখন গ্রামমুখী হচ্ছেন।
- ১৪। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হওয়ায় এলাকায় সকল জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। ফলে এলাকায় শিক্ষার হার উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ১৫। সর্বোপরি নির্মিত সড়কের উভয় পার্শ্বে বনজ ও ফলদ বৃক্ষ রোপণ করায় পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষিত হচ্ছে।

উপসংহার :

বিটুমিনাস সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণসহ উন্নততর যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হবার ফলে এতদাঞ্চলের জনগণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুফল পেতে শুরু করেছে। নির্মিত রাস্তার পার্শ্বে হাট, বাজার, দোকানপাট ও কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প ও বেকার সমস্যা সমাধানে নির্মিত সড়ক অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ফলে নতুন নতুন সড়ক নির্মাণে গ্রামীণ জনগণের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ দেশ গঠনে তাঁদের আশা আকাংখাও বাড়ছে। তাই বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামঞ্চলের সাথে সড়ক যোগাযোগ স্বল্পসময়ে সম্পন্ন করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর “সোনার বাংলা” গঠন করে বাংলাদেশকে মেগাসিটির আওতায় আনা একান্ত প্রয়োজন। তবেই এদেশ বিশ্বের দরবারে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে গর্বের সাথে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পাবে।

বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)

১। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি :

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, বগুড়া, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট জেলা তুলনামূলক শুল্ক জেলা হিসেবে চিহ্নিত। এ ৯টি জেলার ৬৮ টি উপজেলা বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত, যেখানে শুল্ক আবহাওয়া বিরাজ করে এবং ভূ-উপরিস্থ পানির



অভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুমে যখন বৃষ্টি কম হয় বা দীর্ঘায়িত খরা থাকে তখন সেচের অভাবে আমন ধান চাষ করা যায়না। আবার, ফুল আসার সময় অথবা ফসলের দানা হবার সময় সম্পূরক সেচের (supplementary irrigation) অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে, গমসহ রবি শস্য চাষেও বিঘ্ন ঘটে। প্রকল্প এলাকার আয়তন ১৯,৯৫৯ বর্গ কিঃমিঃ, যেখানে প্রায় দেড় কোটি মানুষ বাস করে। সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ১৫.৮০ লক্ষ হেক্টর হলেও ১২.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপ এর মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশিষ্ট ৩.৩০ লক্ষ হেক্টর সেচযোগ্য জমিতে সেচ দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। এসব জমি সম্পূরক সেচের (supplementary irrigation) আওতায় আনার লক্ষ্যে ২৩৮.৯৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য “বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)”-শীর্ষক প্রকল্পটি ২৯-০৩-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে, প্রকল্পের scope of work কমানো এবং বিভিন্ন আইটেম এর ব্যয় বৃদ্ধি, কিন্তু মোট সংখ্যা/পরিমাণ কমিয়ে সার্বিক ব্যয় হ্রাসকরণ ইত্যাদি কারণে মোট প্রকল্প ব্যয় হ্রাস ও প্রকল্পের মেয়াদ ৩ বছর বৃদ্ধি করে মোট ২০৪.০৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ১৩-০৮-২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প এলাকায় খাল/খাড়ী/পুকুর/জলাশয়পুনঃখননকালে কয়েকটি স্থানে সামাজিক কোন্দল সহ মাঠ পর্যায়ে কিছু বাস্তব সমস্যা সৃষ্টির কারণে বর্ণিত কতিপয় ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ডিপিপি অনুযায়ী অগ্রগতি না হওয়া, ভৌত কাজের পরিধি হ্রাস/বৃদ্ধি করা, ডিপিপি’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবশিষ্ট খাল/পুকুর/ পুনঃখননের জন্য দুটি শুষ্ক মৌসুম প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা আনা ইত্যাদি কারণে মোট প্রকল্প ব্যয় হ্রাস ও প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি (জুন ২০১৮) করে মোট ১৯৯.৯৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ৩১/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুমোদিত হয়।

বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার পুনঃখননকৃত বড়খাল

২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ভূ-উপরিষ্ক পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলধারাগুলোতে বৃষ্টির পানি/ভূ-উপরিষ্ক পানি সংরক্ষণ করে ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদানের মাধ্যমে বহুমুখী কাজে ব্যবহার;
- ভূ-উপরিষ্ক পানির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ;
- কূপ খননের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে তা খাবার ও সম্পূরক সেচ কাজে ব্যবহার করা;
- বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য আনয়ন;
- দিনমজুর/প্রান্তিক কৃষকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

৩। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম :

- খাস মজা পুকুর এবং ছোট ও বড় জলাশয় পুনঃখনন- ২০০টি
- খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন- ৬০০ কিঃমিঃ
- দীঘি পুনঃখনন- ৬ টি
- কূপ খনন- ১১০ টি
- Recharge ওয়েল স্থাপন- ০৫টি (পাইলট ভিত্তিতে)
- সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ-৯৭ টি
- রাবার ড্যাম নির্মাণ- ১ টি (৬২ মিঃ)
- এলএলপি স্থাপন- ৬৯টি
- বৃক্ষ রোপণ (ফলদ/বনজ)- ৮ লক্ষ টি

৪। বাস্তবায়নকাল : মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত (মূল)।
মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত (২য় সংশোধিত)।

৫। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৯৯৯৯.৫৭ লক্ষ টাকা।

৬। প্রকল্পের অর্থায়ন : সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান।

৭। জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি : আর্থিক ১৯৯৯৫.৮৭ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৮%) বাস্তব অগ্রগতি- ১০০%

৮। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাজশাহী	রাজশাহী	পবা, গোদাগাড়ী, তানোর, বাগমারা, মোহনপুর, পুঠিয়া, দুর্গাপুর এবং চারঘাট =০৮টি
	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, এবং নাচোল = ০৩টি
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, মহাদেবপুর, রাণীনগর, বদলগাছী, মান্দা, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার, আত্রাই, ধামুইরহাট, এবং পত্নীতলা = ১১টি
	নাটোর	নাটোর সদর, সিংড়া, বড়াইগ্রাম এবং লালপুর = ০৪টি
	বগুড়া	শেরপুর, ধুনট, দুপচাঁচিয়া, আদমদীঘি, নন্দীগ্রাম, শিবগঞ্জ, গাবতলী এবং শাহজাহানপুর = ৮টি
	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট, আক্কেলপুর এবং পাঁচবিবি = ০৩টি
রংপুর	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর এবং তেতুলিয়া = ০২টি
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর এবং হরিপুর = ০২টি
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, বিরল, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর এবং ঘোড়াঘাট = ০৫টি
বিভাগ - ০২টি	জেলা- ০৯টি	উপজেলা ৪৬টি

৯। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত (জুন/২০১৮) ৬০০ কিঃমিঃ খাস খাল/খাড়ী পুনঃ

খনন ২০০টি খাসমজা পুকুর পুনঃ খনন, ৯৭টি সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ, ৬৯ টি এলএলপি স্থাপন, ১১০টি পাতকুয়া নির্মাণ, ৮.০০ লক্ষ বৃক্ষ রোপন, ১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা	খাল পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	পুকুর পুনঃখনন (টি)	সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ (টি)	এলএলপি (টি)	পাতকুয়া (টি)	বৃক্ষরোপন (টি)	রাবারড্যাম (টি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	রাজশাহী	গোদাগাড়ী-১	২০.১১	৩১	৩	২	০	৯৩০০০	০
২		গোদাগাড়ী-২	৯.১৩	০	৬	০	০	০	০
৩		পবা	১৮.৯	০	২	০	০	০	০
৪		তানোর	৯.২২	১৩	১	০	০	২৫০০০	০
৫		মোহনপুর	৫	৪	০	০	০	১৫৭০০	০
৬		চারঘাট	২.৯	০	০	০	০	০	০
৭		পুঠিয়া	২	০	০	১০	০	০	১
৮		বাগমারা	১৫.২	৬	০	১২	০	০	০
৯		দুর্গাপুর	৭.৭	০	৩	০	০	৯৪০০	০
রাজশাহী			৯০.১৬	৫৪	১৫	২৪	০	১৪৩১০০	১
১০	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	৮.৫	১৮	৪	০	১১	২৮৪০০	০
১১		নাচোল	৮.২৫	২০	৩	০	০	৩৬৬০০	০
১২		নবাবগঞ্জ	০	৫	০	০	০	০	০
চাঁপাই নবাবগঞ্জ			১৬.৭৫	৪৩	৭	০	১১	৬৫০০০	০
১৩	নওগাঁ	বদলগাছী	২৩.০৩	৩	৭	০	০	৬০০০০	০
১৪		নিয়ামতপুর	৫৫.৭৯	৩০	১৩	০	১	১০৬৫০০	০

নবনির্মিত নওগাঁ রিজিয়ন অফিস ভবন

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা	খাল পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	পুকুর পুনঃখনন (টি)	সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মান (টি)	এলএলপি (টি)	পাতকুয়া (টি)	বৃক্ষরোপন (টি)	রাবারড্যাম (টি)
১৬		রানীনগর	৬৪.৬৯	১১	১২	০	০	৮৮২০০	০
১৭		আত্রাই	২৩.৫৫	৬	৪	১৬	০	৩৮৮০০	০
১৮		মান্দা	১২.৮	০	১	০	০	০	০
১৯		মহাদেবপুর	৩৬.৬৯	০	৯	৬	০	৪৮৯০০	০
২০		পত্নীতলা	৩০.২১	২৩	৭	৮	৩৮	৯৩৯০০	০
২১		ধামুইরহাট	১.৮৮	২	১	২	২	১৩৮০০	০
২২		সাপাহার	১৩.৩	১৩	৩	৫	২৫	২৫৫০০	০
২৩		পোরশা	১২.২	৯	৩	০	২৩	২৬২০০	০
নওগাঁ			৩২৬.০৭	১০৩	৬৮	৩৭	৮৯	৫৪০১০০	০
২৪	নাটোর	নাটোর	৩.৮০	০	০	০	০	০	০
২৫		সিংড়া	১.৭০	০	০	০	০	০	০
২৬		বড়াইগ্রাম	১.২৬	০	০	০	০	৮০০০	০
২৭		লালপুর	০৬৫	০	০	০	০	০	০
নাটোর			৭.৪১	০	০	০	০	৮০০০	০
২৮	বগুড়া	ধুনট	৫	০	০	০	০	০	০
২৯		দুপচাচিয়া	৮	০	১	০	০	১৮৫০০	০
৩০		আদমদীঘি	২৯.৩০	০	৪	০	০	০	০
৩১		শিবগঞ্জ	৩৮.৫৪	০	০	০	০	০	০
৩২		শাহজাহানপুর	৯	০	১	০	০	০	০
৩৩		শেরপুর	৮.৫০	০	০	০	০	০	০
৩৩		গাবতলী	৫	০	০	০	০	০	০
৩৪		নন্দীগ্রাম	১৭.৮০	০	০	০	০	০	০
বগুড়া			১২১.১৪	০	৬	০	০	১৮৫০০	০
৩৫	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	৭.১৩	০	০	০	৫	০	০
৩৬		আক্কেলপুর	১৪.০৩	০	১	০	০	১৩৩০০	০
৩৭		জয়পুরহাট সদর	০	০	০	০	৫	০	০
জয়পুরহাট			২১.১৬	০	১	০	১০	১৩৩০০	০
৩৮	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	৮.৩২	০	০	০	০	১২০০০	০
৩৯		দিনাজপুর	৫	০	০	২	০	০	০
৪০		বিরল	১.৬০	০	০	০	০	০	০
৪০		চিলিরবন্দর	০	০	০	৩	০	০	০
দিনাজপুর			১৪.৯২	০	০	৫	০	১২০০০	০
৪১	ঠাকুরগাঁও	হরিপুর	২.৪	০	০	১	০	০	০
ঠাকুরগাঁও			২.৪	০	০	১	০	০	০
৪২	পঞ্চগড়	পঞ্চগড়	০	০	০	১	০	০	০
৪৩		তেতুলিয়া	০	০	০	১	০	০	০
পঞ্চগড়			০	০	০	২	০	০	০
সর্বমোট =			৬০০	২০০	৯৭	৬৯	১১০	৮০০০০০	০১

বর্ণিত কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৩৯৫০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ৪.৮২ লক্ষ মেঃ টন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২৮০ কোটি টাকা এবং উপকার ভোগীর সংখ্যা

প্রায় ১১২৮৮৫ জন কৃষক পরিবার। তাছাড়া খাল ও পুকুরের সংরক্ষিত পানি ভূ-গর্ভস্থ পানি রিচার্জে সহায়তা করছে। অপরদিকে খাল ও পুকুর পাড়ে বনায়নের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। খননকৃত পুকুর ও খালে মাছ ও হাঁস চাষের মাধ্যমে আমিষ ও প্রোট্রিনের চাহিদা পূরনসহ মানুষের অর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এপর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ১৯৭২ কিঃমিঃ খাল/খাড়া ও ৩০৯৮ টি খাস মজা পুকুর পূনঃ খনন এবং ৭৪৫ টি ক্রসড্যাম নির্মান কাজ সম্পন্ন করেছেন। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

কাজের বিবরণ	উন্নয়নকৃত জলাশয়(হেঃ)	পানি ধারণক্ষমতা (লক্ষ ঘন মিটার)	চাষকৃত জমি (হেক্টর)	ফসল উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	উপকৃত কৃষক (জন)	মন্তব্য
পূনঃ খননকৃত খাস খাল- ১৯৭২কিঃ মিঃ ও ৭৪৫টি ক্রসড্যাম	৪০২৫.০০	৬০৫.০০	৯৮২১৫.০০	৪.৫২	১০৮৫০০	বাৎসরিক
পূনঃ খননকৃত পুকুর-৩০৯৮ টি	১৩৭৫.০০	২১২.০০	১৭২১৫.০০	০.৯৫	৫১২০৫	বাৎসরিক
সর্বমোট =	৫৪০০.০০	৮১৭.০০	১১৫৪৩০.০০	৫.৪৭	১৫৯৭০৫	



নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার পুনঃখননকৃত খালের পানি দ্বারা রবি শস্য উৎপাদন



নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার রসুলপুর খাড়ীতে নির্মানকৃত সাব-মার্জড ওয়্যার

১০. উপসংহারঃ

বর্ণিত প্রকল্পটির বাস্তবায়িত এলাকা বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা হতে ভূ প্রকৃতিগতভাবে একেবারেই ভিন্নতর। এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগতভাবেই উঁচু নীচু জমি এবং আবহাওয়া রক্ষতর ছিল। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাল/পুকুর/দীঘি পুনঃখনন ও খননকৃত পাড়ে বৃক্ষরোপনের ফলে ব্যাপক জলবায়ুজনিত পরিবর্তন ঘটেছে। এছাড়া খাল/পুকুরের সংরক্ষিত পানি এলএলপির মাধ্যমে সেচ কাজে ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদন করায় এলাকার দারিদ্র বিমোচন তথা আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এলাকার জনগনের চাহিদার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে জলবায়ু জনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও দেশের অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখা সহ সার্বিক প্রয়োজনে এ ধরনের আরো প্রকল্প গ্রহন করা প্রয়োজন।



নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার পুনঃখননকৃত খালের পাড়ে বৃক্ষ রোপন

প্রকল্পের নামঃ গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

১। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

বরেন্দ্র এলাকাসহ উত্তরাঞ্চলে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত মেয়াদে “গভীর নলকূপ স্থাপন”-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬৫০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্প এলাকায় আরো গভীর নলকূপ স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট জমির পরিমাণ ১৪,৭৯,৪০৯ হেক্টর। তন্মধ্যে, আবাদযোগ্য জমি ১১,৬৬,৬২৩ হেক্টর, যার মধ্যে সেচকৃত জমি ৮,২৬,৬৭১ হেক্টর। অবশিষ্ট ৩,৩৯,৯৫২ হেক্টর আবাদযোগ্য জমি সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে ১২৫০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ২৪৭.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে “গভীর নলকূপ স্থাপন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প ২১-০১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ বরাদ্দ কম হওয়ায় মূল অনুমোদিত ডিপিপি’র সংস্থান অনুযায়ী যথাসময়ে বার্ষিক কার্যক্রম সম্পাদন না হওয়ার ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং নির্মাণ কাজ, সম্পদ সংগ্রহ, সরবরাহ ও সেবা ইত্যাদি খাতে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ০৫/০২/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ সেচের পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাস মজা খাল পুনঃখনন, পাতকুয়া খনন, শক্তিকালিত পাম্প অন্তর্ভুক্ত করে এবং স্থাপিত সেচ যন্ত্রের সেচের পানি অপচয় রোধে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা বৃদ্ধির সংস্থান রেখে প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ০৪/১২/২০১৬ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২। প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলি :

- ২.১) প্রকল্পের নাম : গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।
- ২.২) উদ্দেশ্যী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।
- ২.৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।
- ২.৪) প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	উপজেলার সংখ্যা
রাজশাহী	১। পাবনা	পাবনা সদর, আটঘরিয়া, ঈশ্বরদী, চাটমোহর, ভাংগুরা, ফরিদপুর, বেড়া, সাঁথিয়া, সুজানগর।	৯টি
	২। সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, বেলকুচি, কামারখন্দ, চৌহালী।	৯টি
	৩। বগুড়া	বগুড়া সদর, আদমদিঘি, দুপচাচিয়া, ধুনট, গাবতলী, কাহালু, নন্দিগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শেরপুর, শিবগঞ্জ, শাজাহানপুর, সোনাতলা।	১২টি
রংপুর	৪। গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সাদুল্লাপুর, পলাশবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, ফুলছড়ি।	৭টি
	৫। রংপুর	রংপুর সদর, কাউনিয়া, গঙ্গাচড়া, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পীরগাছা, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ।	৮টি
	৬। কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চিলমারী, ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি, রাজারহাট।	৭টি
	৭। নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ।	৬টি
	৮। লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালিগঞ্জ, হাতিবান্ধা, পাটগ্রাম।	৫টি
	জেলা- ৮টি	উপজেলা-	৬৩টি

- ২.৫) বাস্তবায়নকাল : মূল অনুমোদিতঃ জানুয়ারি/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত।
১ম সংশোধিতঃ জানুয়ারি/২০১০ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত।
২য় সংশোধিতঃ জানুয়ারি/২০১০ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত।
- ২.৬) প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায় : ২১-০১-২০১০ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
০৫/০২/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত অনুমোদিত হয়।

	০৪/১২/২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত অনুমোদিত হয়।
২.৭) প্রকল্পের অর্থায়ন	: সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান।
২.৮) প্রাক্কলিত ব্যয়	: মূল- ২৪৭৮৫.০০ লক্ষ টাকা। ১ম সংশোধিত- ২৭১৯৩.০০ লক্ষ টাকা। ২য় সংশোধিত- ২৭৪০৩.৯৬ লক্ষ টাকা।
২.৯) জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	: আর্থিক-২৭৪০০.৫৮ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%); বাস্তব অগ্রগতি-১০০%।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ৩.১) ১১১৫ টি গভীর নলকূপ ও ২৫ টি এল এল পি স্থাপন পূর্বক ৩৯৭২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- ৩.২) সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য ৪০ কিঃ মিঃ মজা খাল পুনঃ খনন ও ২টি সাবমারজডওয়্যার নির্মাণ পূর্বক ভূ উপরিস্থ পানির আধার তৈরী করা;
- ৩.৩) জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা;
- ৩.৪) ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি জমির অপচয় হ্রাস ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- ৩.৫) কৃষি কাজে জড়িত মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ৩.৬) কর্মসংস্থান ও অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

৪। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ :

- ৪.১) ১১১৫ টি গভীর নলকূপ স্থাপন, বিদ্যুতায়ন ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার);
- ৪.২) ২৫ টি এল এল পি স্থাপন ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১০০০ মিটার);
- ৪.৩) বৈদ্যুতিক মালামাল গুদামজাতকরণের জন্য ৬টি (প্রতিটি ২০০ বর্গমিটার আয়তনের) গুদাম নির্মাণ;
- ৪.৪) ৪০ কিঃ মিঃ খাল পুনঃ খনন ও ২ টি সাবমারজড ওয়্যার নির্মাণ;
- ৪.৫) সোলার অপারেটিং সিস্টেমসহ ২০ টি ডাগওয়েল নির্মাণ।

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-১৮ সালের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-১৮ সালের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন/২০১৮ পর্যন্ত)		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	ব্যয়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) রাজস্বঃ									
	সরবরাহ ও সেবা									
১	ভ্রমন ব্যয়	থোক	১৭.০০	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৫০	থোক	১৭.০০	
২	ডাক	থোক	০.৫০	-	-	-	-	থোক	০.৫০	
৩	টেলিফোন / টেলিগ্রাফ	থোক	১৫.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক	১৫.০০	
৪	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	৫.০০	থোক	০.৪০	থোক	০.৪০	থোক	৫.০০	
৫	বিদ্যুৎ	থোক	২২.৫০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক	২২.৫০	
৬	তৈল ও জ্বালানী	থোক	২৬.০০	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	থোক	২৬.০০	
৭	মুদ্রন ও প্রকাশনা	থোক	২.০০	থোক	০.৩৯	থোক	০.৩৯	থোক	২.০০	
৮	মনোহারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	৩.০০	থোক	০.৭০	থোক	০.৭০	থোক	৩.০০	
৯	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	১৩.০০	থোক	১.৮০	থোক	১.৮০	থোক	১৩.০০	
১০	প্রশিক্ষণ ভাতা	৩০০০ জন	৯.০০	-	-	-	-	৩০০০ জন	৯.০০	
	প্রশিক্ষণ সম্মানী	থোক	২.৫০	-	-	-	-	থোক	২.৫০	
	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	থোক	৫.০০	-	-	-	-	থোক	৫.০০	
১১	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	১০.০০	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	থোক	১০.০০	
১২	সম্মানী	থোক	২.০০	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	২.০০	
	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	১৮.০০	-	-	-	-	থোক	১৮.০০	
১৩	পানির উৎস এবং পরিবেশের উপর জরীপ অনুসন্ধান	থোক	৩৯৯.০০	-	-	-	-	থোক	৩৯৯.০০	
	খাল জরিপ	৪০ কিঃ মিঃ	২.০০	-	-	-	-	৪০ কিঃ মিঃ	২.০০	
১৪	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	৪.৫০	থোক	২.৬৫	থোক	২.৬৫	থোক	৪.৫০	
১৫	বিবিধ ব্যয়	থোক	৩.০০	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫	থোক	৩.০০	
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ									
১৬	যানবাহন মেরামত	থোক	৩৫.০০	থোক	২.৫৬	থোক	২.৫৬	থোক	৩৫.০০	

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-১৮ সালের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-১৮ সালের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন/২০১৮ পর্যন্ত)		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	ব্যয়	
	উপ-মোট (ক) রাজস্ব		৫৯৪.০০		২৪.০০		২৪.০০		৫৯৪.০০	
	(খ) মূলধন									
	সম্পদ সংগ্রহ									
১৭	পিকআপ (ডাবলকেবিন)	৩ টি	৬৩.৩৯	-	-	-	-	৩ টি	৬৩.৩৯৩	
	মোটর সাইকেল ক্রয়	৩০ টি	৩২.০০	-	-	-	-	৩০ টি	৩২.০০	
১৮	মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি	থোক	৫০.০০	থোক	১১.০০	থোক	১১.০০	থোক	৪৯.৯৮	
১৯	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়	২৫ টি	১৫.০০	-	-	-	-	২৫ টি	১৫.০০	
	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	৩ টি	১.৯১	-	-	-	-	৩ টি	১.৯১	
২০	ফটোকপিয়ার মেশিন	৮ টি	৫.৯০	-	-	-	-	৮ টি	৫.৯০	
২১	ফ্যাক্স মেশিন	৭ টি	২.১০	-	-	-	-	৭ টি	২.১০	
২২	অফিস আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	২২.০০	থোক	০.৫৫	থোক	০.৫৫	থোক	২২.০০	
২৩	গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়নে জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	১১১৫ সেট	৫৩৬১.২০	-	-	-	-	১১১৫ সেট	৫৩৬১.১৯৭	
	এল এল পি বিদ্যুতায়নে জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	২৫ সেট	১৫০.০০	১০ সেট	৬০.০০	১০ সেট	৬০.০০	২৫ সেট	১৫০.০০	
২৪	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় (প্রতিটি ৬১০ মিটার)	১১১৫ সেট	৪৮১৭.৮০	-	-	-	-	১১১৫ সেট	৪৮১৭.৮০	
২৫	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় (প্রতিটি ৩৯০ মিটার)	১১১৫ সেট	২৪৫০.০০	২৪০ সেট	৫৬০.০০	২৪০ সেট	৫৫৯.৫৫	১১১৫ সেট	২৪৪৯.৯৫	
২৬	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের (এলএলপি)র জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	২৫ সেট	১৫৬.২৫	২৫ সেট	১৫৬.০০	২৫ সেট	১৫৬.০০	২৫ সেট	১৫৬.০০	
২৭	গভীর নলকূপ খনন মালামাল ক্রয়	১১১৫ সেট	৫১৮৬.৭৭	-	-	-	-	১১১৫ সেট	৫১৮৬.৭৭	
২৮	এল এল পির মালামাল ক্রয়	২৫ সেট	১১২.৫০	-	-	-	-	২৫ সেট	১১২.৫০	
২৯	পাতকুয়ার জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদিসহ সোলার প্যানেল ও পাম্প ক্রয় (৯০০-১৫০০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন)	২০ টি	৮৩.৪৯	২০ টি	৮৩.৪৯	২০ টি	৮৩.৪৯	২০ টি	৮৩.৪৯	
	নির্মাণ ও পূর্ত									
৩০	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সংরক্ষণের জন্য গুদাম	৬ টি	২৩০.০০	১ টি	৩৫.৩৫	১ টি	৩৫.৩৫	৬ টি	২৩০.০০	

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-১৮ সালের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-১৮ সালের অগ্রগতি		ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি (জুন/২০১৮ পর্যন্ত)		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	ব্যয়	
	ঘর নির্মাণ (২০০ ঘন মিঃ)									
৩১	খাল পুনঃ খনন (৪০ কিঃ মিঃ)	৪০ কিঃ মিঃ	১২০০.০০	৫ কিঃ মিঃ	১৫০.০০	৫ কিঃ মিঃ	১৪৯.৫০	৪০ কিঃ মিঃ	১১৯৯.৪০	
	বৃক্ষ রোপন	থোক	৩০.০০	০.৮০ লক্ষ	৩০.০০	০.৮০ লক্ষ	২৯.৫৪	০.৮০ লক্ষ	২৯.৫৪	
	সাবমারজড ওয়্যার নির্মাণ (২টি)	২ টি	১২৫.৬০	২ টি	১২৫.৬০	২ টি	১২৫.৩৭	২ টি	১২৫.৩৭	
৩২	ভূ-গর্ভস্থ পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ (প্রতিটি ৬১০ মিটার)	১১১৫ টি	২০৮৭.৯০	-	-	-	-	১১১৫ টি	২০৮৭.৯০	
	ভূ-গর্ভস্থ পানি বিতরণ ব্যবস্থা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ৩৯০ মিটার)	১১১৫ টি	১০৫৪.০০	২৬৫ টি	২৩০.০০	২৬৫ টি	২২৮.৮৬	১১১৫ টি	১০৫২.৭০	
	ভূ-গর্ভস্থ পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ (এলএলপি'র জন্য) (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	২৫ টি	৭৫.০০	২৫ টি	৭৫.০০	২৫ টি	৭৪.৫৪	২৫ টি	৭৪.৫৪	
	গনকু খনন ও কমিশন	১১১৫ টি	২৬৩৪.৮৪	-	-	-	-	১১১৫ টি	২৬৩৪.৮৪	
৩৩	গভীর নলকূপের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	১১১৫ টি	৬২২.২০	-	-	-	-	১১১৫ টি	৬২২.২০	
	ট্রান্সফরমার স্থাপন	১১১৫ টি	১১১.১০	-	-	-	-	১১১৫ টি	১১১.১০	
	এলএলপি'র জন্য বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	২৫ টি	১২.৫০	২৫ টি	১২.৫০	২৫ টি	১২.৫০	২৫ টি	১২.৫০	
	পাতকুয়া খনন (ডায়া ৪০-৫০ ইঞ্চি, গভীরতা ৯০-১২০ ফুট)	২০ টি	৯১.৫১	২০ টি	৯১.৫১	২০ টি	৯১.৫০	২০ টি	৯১.৫০	
	পানি সরবরাহ লাই নির্মাণ (দৈর্ঘ্য ৩৬০ মিটার, ডায়া ১.৫০ ইঞ্চি)	২০ টি	২৫.০০	২০ টি	২৫.০০	২০ টি	২৫.০০	২০ টি	২৫.০০	
	উপ-মোট (খ) মূলধন		২৬৮০৯.৯৬		১৬৪৬.০০		১৬৪২.৭৫		২৬৮০৬.৫৮	
	সর্বমোট (ক+খ)ঃ		২৭৪০৩.৯৬		১৬৭০.০০		১৬৬৬.৭৫		২৭৪০০.৫৮	

৬। অনুমোদিত ডিপিপি'র বছর ভিত্তিক প্রাক্কলন, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	
২০০৯-২০১০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	
২০১০-২০১১	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	
২০১১-২০১২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	
২০১২-২০১৩	২৩১৫.০০	২৩১৫.০০	২৩১৫.০০	
২০১৩-২০১৪	২৯৯৮.৯৫	৩০০০.০০	২৯৯৮.৯৫	
২০১৪-২০১৫	৪৬৯৭.৫৩	৪৭০০.০০	৪৬৯৭.৫৩	
২০১৫-২০১৬	৪৫৪৮.৪৫	৪৫৪৯.০০	৪৫৪৮.৪৫	
২০১৬-২০১৭	২৩০৪.২২	২৪৭৪.০০	২৪৭৩.৯০	
২০১৭-২০১৮	১৮৩৯.৮১	১৬৭০.০০	১৬৬৬.৭৫	
মোট=	২৭৪০৩.৯৬	২৭৪০৮.০০	২৭৪০০.৫৮	

৭। জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক গভীর নলকূপ খনন, বিদ্যুতায়ন ও সেচনালা নির্মাণের (প্রতিটি ১০০০ মিটার) তালিকা :

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	মোট লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫
১	রংপুর	রংপুর	৩০	৩০
২		পীরগাছা	৩১	৩১
৩		কাউনিয়া	১৭	১৭
৪		মিঠাপুকুর	৪২	৪২
৫		পীরগঞ্জ	২৮	২৮
৬		তারাগঞ্জ	২৬	২৬
৭		গঙ্গাচড়া	১৮	১৮
৮		বদরগঞ্জ	২৩	২৩
রংপুর জেলা			২১৫	২১৫
৯	নীল ফামারী	নীলফামারী	২৫	২৫
১০		জলঢাকা	১১	১১
১১		কিশোরগঞ্জ	৪	৪
১২		সৈয়দপুর	২৭	২৭
১৩		ডোমার	২৩	২৩
১৪		ডিমলা	৭	৭
নীলফামারী জেলা			৯৭	৯৭
১৫	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম	১৪	১৪
১৬		রাজারহাট	২৮	২৮
১৭		ফুলবাড়ী	৩৬	৩৬
১৮		নাগেশ্বরী	৩৩	৩৩
১৯		ভুরুঙ্গামারী	২৮	২৮
২০		উলিপুর	৪৬	৪৬
২১		চিলমারী	১৩	১৩

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	মোট লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫
কুড়িগ্রাম জেলা			১৯৮	১৯৮
২৪	লালমনির হাট	লালমনিরহাট	১৩	১৩
২৫		আদিতমারী	১৭	১৭
২৬		কালীগঞ্জ	৩৩	৩৩
২৭		হাতিবান্ধা	৩৭	৩৭
২৮		পাটগ্রাম	১৬	১৬
লালমনিরহাট জেলা			১১৬	১১৬
২৯	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৩৫	৩৫
৩০		ফুলছড়ি	৫	৫
৩১		সাঘাটা	৪৪	৪৪
৩২		গোবিন্দগঞ্জ	৩৬	৩৬
৩৩		পলাশবাড়ী	২৬	২৬
৩৪		সাদুল্যাপুর	২৫	২৫
৩৫		সুন্দরগঞ্জ	১৩	১৩
গাইবান্ধা জেলা			১৮৪	১৮৪
৩৬	বগুড়া	বগুড়া	৩	৩
৩৭		গাবতলী	১৮	১৮
৩৮		সোনা/তলা	৪২	৪২
৩৯		শেরপুর	৫৭	৫৭
৪০		ধুনট	১৯	১৯
৪১		শাহজাহানপুর	৬	৬
৪২		সারিয়াকান্দি	১৯	১৯
৪৩		শিবগঞ্জ	৯	৯
৪৪		কাহালু	০	০
৪৫		দুপচাঁচিয়া	৯	৯
৪৬		আদমদীঘি	৩	৩
৪৭		নন্দীগ্রাম	২৭	২৭
বগুড়া জেলা			২১২	২১২
৪৮	পাবনা	পাবনা	৮	৮
৪৯		সাথিয়া	২	২
৫০		সুজানগর	১	১
৫১		বেড়া	১	১
৫২		ইশ্বরদী	০	০
৫৩		আটঘোরিয়া	১	১
৫৪		চাটমোহর	৪	৪
৫৫		ফরিদপুর	৩	৩
৫৬		ভাঙ্গুড়া	৩	৩
পাবনা জেলা			২৩	২৩

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	মোট লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫
৫৭	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	৫	৫
৫৮		কামারখন্দ	১২	১২
৫৯		কাজীপুর	৬	৬
৬০		রায়গঞ্জ	৭	৭
৬১		তাড়াস	১৪	১৪
৬২		উল্লাপাড়া	২২	২২
৬৩		শাহাজাদপুর	৪	৪
সিরাজগঞ্জ জেলা			৭০	৭০
ডিটিআইপি ২য় পর্যায় সর্বমোট =			১১১৫	১১১৫

৮। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গুদাম/অফিস এর তালিকা :

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	সংখ্যা
১	২	৩	৪
১।	রংপুর	রংপুর সদর	১ টি
২।	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	১ টি
৩।	নীলফামারী	নীলফামারী সদর	১ টি
৪।	নীলফামারী	ডোমার	১ টি
৫।	গাইবান্ধা	সাদুল্যাপুর	১ টি
৬।	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	১ টি

৯। প্রকল্পের আওতায় খাল পুনঃ খনন :

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার আখিরা খাল-৩০ কিঃ মিঃ, পীরগঞ্জ উপজেলার আখিরা খাল-৩ কিঃ মিঃ এবং তারাগঞ্জ উপজেলার দোয়ালীপাড়া খাল-০৭ কিঃ মিঃ খনন করা হয়েছে।



চিত্রঃ খননকৃত খাল

১০। এল এল পি স্থাপনঃ

প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলায় ৭টি এবং গাইবান্ধা জেলায় ১৮টি এলএলপি স্থাপন করা হয়। স্থাপিত এলএলপি'র মাধ্যমে ভূ-উপরিষ্ক নদীর পানি ব্যবহার করে প্রায় ৭৫০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। সেচ কাজে ভূ-উপরিষ্ক পানি ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস পেয়েছে।



স্থাপিত এল এল পি

১১। সোলার পাতকুয়া স্থাপন :

প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় ২টি, রংপুর জেলায় ৯টি, গাইবান্ধা জেলায় ২টি এবং বগুড়া জেলায় ৭টি মোট ২০টি সোলার প্যানেল যুক্ত পাতকুয়া স্থাপন করা হয়। স্থাপিত পাতকুয়ার আওতায় প্রায় ৬৫ হেক্টর জমিতে স্বল্প সেচের সজি জাতীয় ফসল চাষাবাদ হচ্ছে। অন্য দিকে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কুয়ায় সংরক্ষিত হচ্ছে। যা সেচ কাজে ও ভূ-গর্ভস্থ পানি রিচার্জ সহায়তা করছে।

১২। প্রকল্পের সুবিদাধিঃ

“গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প -২য় পর্যায়” শীষক প্রকল্পটি, প্রকল্প এলাকায় সেচ সুবিধা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে



চিত্রঃ খননকৃত গভীর নলকূপ ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা

(৩০/৬/১৮ইং পর্যন্ত) ১১১৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন, বিদ্যুতায়ন ও প্রতিটি নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার) এবং ২৫ টি এল এল পি স্থাপন ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের (প্রতিটি ১০০০ মিটার) মাধ্যমে প্রায় ৩৯,৮৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিটি জমিতে বছরে ২/৩টি করে ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। সার্বক্ষণিক সেচ সুবিধা



চিত্রঃ খননকৃত বিদ্যুতায়িত গভীর নলকূপ ও সেচকৃত এলাকা



চিত্রঃ খাল পাড়ে রোপিত বৃক্ষ



চিত্রঃ গোড়াউন কাম জোনাল অফিস ভবন

নিশ্চিত হওয়ায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ হওয়ায় ভূ-উপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ জনিত আবাদী জমির ও সেচের পানির অপচয় হ্রাস পেয়েছে। অন্য দিকে গভীর নলকূপ সমূহ বিদ্যুতায়ন হওয়ায় নলকূপের জ্বালানী ও পরিচালনা ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় কৃষকদের ফসল উৎপাদন ব্যয় কম হচ্ছে। গভীর নলকূপ সমূহ বিদ্যুতায়ন করার জন্য বিএমডিএ কর্তৃক বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করা হয় যা পরবর্তীতে গ্রাম বিদ্যুতায়নে সহায়তা করে থাকে। প্রকল্পের আওতায় ৩০০০জন কৃষককে কৃষি সংক্রান্ত আধুনিক কলা কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষকগণ তাদের লব্ধ জ্ঞান ব্যক্তিগত জীবনে কৃষি কাজে ব্যবহার করে অধিক লাভবান হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৮টি জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদ অনুসন্ধান ও জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপ কাজের মাধ্যমে উপজেলা ওয়ারী পানি সম্পদের পরিমাণ, রিচার্জ এবং ব্যবহৃত ও ব্যবহার যোগ্য পানির পরিমাণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। উক্ত প্রতিবেদন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ৪০ কিঃ মিঃ মজা খাল পুনঃ খনন করা হয়েছে। খাল খননের ফলে খালের আশে পাশের বিস্তৃত এলাকার জমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে। এছাড়া খালে জমাকৃত পানি দ্বারা সম্পূরক সেচ প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

উপসংহার :

আলোচ্য প্রকল্পটি কৃষিপ্রধান উত্তরাঞ্চলের আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের আওতাধীন কৃষকগণ স্বল্প খরচে সার্বক্ষণিক সেচ সুবিধা পাচ্ছে। সেচের দক্ষতা ও সেচের পানির অপচয় হ্রাসের জন্য ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সেচ-ব্যবস্থা আরো সম্প্রসারণ এখন সময়ের দাবী।

সেচের গভীর নলকূপ হতে পাইপের মাধ্যমে খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প-৩য় পর্যায়

সার-সংক্ষেপ :

পৃথিবী পৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগ পানি। পরিমাণে বেশী হলেও প্রায় ৯৭.৫০% পানিই লবনাক্ততার কারণে পানের অযোগ্য যা সমুদ্র ও সাগরে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট পানির মাত্র ১% নিরাপদ পানি বা পানের উপযোগী ও ব্যবহারযোগ্য যা ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে এবং পুকুর, লেক ও নদীতে পাওয়া যায়। এমনিতেই বরেন্দ্র এলাকায় ব্যতিক্রমী ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি বিদ্যমান। তাছাড়া অত্রাঞ্চলে ভূ-পরিষ্ণ ও ভূ-গর্ভস্থ উভয় ক্ষেত্রে পানির দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে। অত্র এলাকার জনগণ খাবার ও গৃহস্থালি কাজে দূরবর্তী পুকুর, কুয়া, খাল-খাড়ি ইত্যাদি জায়গা হতে দূষিত পানি সংগ্রহ করত। বরেন্দ্র এলাকায় এটাই ছিল সাধারণ চিত্র। উক্ত পরিস্থিতির নিরশনকল্পে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ গ্রামাঞ্চলে সমন্বিত এলাকা উন্নয়নকল্পে ১৯৮৫ সনে অত্র অঞ্চলে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কৃষি কাজে সেচ সুবিধার জন্য বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ গভীর নলকূপ স্থাপন শুরু করে। প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের অধীনে ১৫৭০০ এর অধিক গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। বর্ধিত গভীর নলকূপের মধ্যে গ্রামের অতি সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় সেখান থেকে অতিসহজেই বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা সম্ভব। চলতি প্রকল্পসহ প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের ১৬টি জেলায় সর্বমোট ১৫৭৯টি খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার প্রায় ১৩ লক্ষাধিক জনসাধারণ বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছে এবং প্রকল্প এলাকায় জনগনের বিভিন্ন ধরনের রোগ বলাই বিশেষ করে পানিবাহিত রোগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসছে। বর্তমানে উক্ত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সেচের গভীর নলকূপ হতে পাইপের মাধ্যমে খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প-৩য় পর্যায় এর আওতায় ৫৫০টি স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ৩০ শে জুন/২০১৮ ইং পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদকাল রয়েছে। প্রকল্পটির কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল :



একই সাথে সেচ কাজ ও খাবার পানি সরবরাহ

মন্ত্রণালয়	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), রাজশাহী।
প্রকল্প ব্যয়	:	১১০৪৫.০০ লক্ষ টাকা (অনুমোদিত)। ১০৬৯৯.০০ লক্ষ টাকা (প্রকৃত ব্যয়)।
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৮।
প্রকল্প এলাকা	:	রাজশাহী বিভাগের ৫টি জেলা : রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, বগুড়া ও জয়পুরহাট (পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলা বাদে) জেলা। রংপুর বিভাগের ৮টি জেলা : রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা। সর্বমোট ১৩টি জেলা।

পটভূমি :

পূর্বে বরেন্দ্র এলাকায় প্রচুর পুকুর, কুয়া, জলাধার ছিল এবং এ সকল জলাধার দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মজা/বন্ধ ছিল। এলাকার জনগণ এই সমস্ত পুকুর, নালা, কুয়ার দূষিত পানি ব্যবহার করত। এলাকার মহিলারা দূর-দূরান্ত হতে পানি বহন করে নিয়ে



আসতো যা ছিল অতি সাধারণ একটি দৃশ্য। শুষ্ক মৌসুমে পানির দুস্থাপ্যতা এত প্রকট হতো যে, পানি সংগ্রহকালে কখনো কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হতো এমনকি কোন কোন সময় আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি ঘটতো।



প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে

বরেন্দ্র এলাকায় বছরে বৃষ্টিনির্ভর একটি ফসল হলেও অনেক সময় সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সরকারী সহায়তায় ১৯৮৫ সাল হতে গভীর নলকূপ স্থাপনপূর্বক ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে সেচ কাজে ব্যবহার করা শুরু হয় বর্তমানে কর্তৃপক্ষ অধ্যুষিত এলাকায় আবাদযোগ্য জমিতে বছরে তিনটি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। বরেন্দ্র এলাকার ভূ-প্রকৃতির কারণে বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট থাকায় এলাকার জনগণ গ্রাম সংলগ্ন গভীর নলকূপ হতে পানি সংগ্রহ করে খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার শুরু করে। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের গভীর নলকূপগুলির প্রায় ১৫%-২০% গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত। কাজেই গ্রামসংলগ্ন গভীর নলকূপের পাশে একটি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এইরূপ চিন্তা চেতনায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পের শুরু হতে কর্তৃপক্ষের আওতায় সর্বমোট ১৫৭৯টি খাবার পানি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে এবং ক্ষীমভুক্ত এলাকাসী উপকৃত হচ্ছে।

প্রকল্প গ্রহণের সাথে এলাকাসী সম্পৃক্ততা :

ভৌগলিক অবস্থার কারণে বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ স্তরের পানির অবস্থান বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় নীচে অবস্থিত। এই অঞ্চলের অনেক স্থান হতে স্বাভাবিক নিয়মে পানি উত্তোলন করা যায় না। এখানে হস্তচালিত নলকূপের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা যায় না বললেই চলে। স্থান ভেদে বছরে সর্বোচ্চ ২-৩ মাস পানি পাওয়া যায়। এ সকল স্থানে সরকারীভাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে তারা পাম্প, সেমি ডিপসেট নলকূপ স্থাপন করে ভূ-গর্ভস্থ স্তরের পানি উত্তোলন করে খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবুও বছর জুড়ে অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল নলকূপ কার্যকরী থাকে না। এছাড়া পানিতে আয়রন ও আর্সেনিকের মাত্রা বেশী থাকায় তা খাবার উপযোগী হয় না। এ সমস্ত কারণে এলাকার জনগণ খাবার পানিসহ গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্য সেচকাজে ব্যবহৃত গভীর নলকূপ হতে পানি সংগ্রহ করে অথবা গভীর নলকূপ না থাকলে নিকটস্থ পুকুর, নালা বা কুয়া হতে পানি সংগ্রহ করে।



উপকারভোগীদের সম্পৃক্ততা

বরেন্দ্র এলাকায় উপরোক্ত বিষয়বলী বিবেচনাকরতঃ বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ স্থাপিত গভীর নলকূপ হতে সেচের পানির পাশাপাশি গ্রামের জনসাধারণকে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টির চিন্তা ভাবনা করে। এক পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রকল্প হিসাবে গভীর নলকূপের পার্শ্বে ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা শুরু হয়। শুরুতে উপকারভোগীদের নিকট হতে কোন অংশীদারিত্ব (পার্টিসিপেশন) ফি নেওয়া হতো না। পরবর্তীতে পানি সরবরাহের এই পদ্ধতির উপকারিতা, উপকারভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, এই পদ্ধতির সুষ্ঠু

রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালনার লক্ষ্যে বৃহৎ আকারে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প এলাকার গ্রামবাসী/ব্যবহারকারীদের নিকট হতে অংশীদারিত্ব ফি হিসাবে স্থাপনা প্রতি একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ গ্রহণ করা হয়।

পানির দুস্থাপ্যতা, এলাকাবাসীর ব্যয়ভার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনা করে অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (DPP) এর আলোকে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের প্রতিটি জেলায় এলাকাভিত্তিক অংশীদারিত্ব ফি এলাকাভেদে ২০,০০০/- টাকা হতে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে। এলাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত ধার্যকৃত টাকা জমা প্রদান করেন এবং খাবার পানি প্রকল্পের সুবিধাদি ভোগ করে থাকেন। এছাড়া গ্রামবাসী বা পানি ব্যবহারকারীগণ প্রাথমিকভাবে Water User Association (WUA) নামে একটি সমিতি গঠন করে এবং উক্ত সমিতি গ্রামবাসীর নিকট হতে ট্যাপ প্রতি এককভাবে অথবা সমন্বিতভাবে পানি ব্যবহার বাবদ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এই ক্ষেত্রে WUA এর সদস্যগণ এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা, গীর্জা, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি অংশে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সাধারণত পানি বাবদ কোন বিল গ্রহণ করে না।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫-৯৭ সালে প্রাথমিকভাবে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৩টি উপজেলায় গ্রামসংলগ্ন প্রতিটি গভীর নলকূপের পাশে ১টি ২৫০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় জনসাধারণ/জনপ্রতিনিধিদের চাহিদার প্রেক্ষিতে “সেচের গভীর নলকূপ হতে খাবার পানি সরবরাহ ১ম পর্যায়” প্রকল্পের আওতায় ২০০২-২০০৭ মেয়াদে ৬টি জেলায় (রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, বগুড়া, নাটোর ও জয়পুরহাট) ২৮২টি স্থাপনা, ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ২০০৮-২০১২ মেয়াদে কর্তৃপক্ষের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলায় ৬৯৫টি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়। এছাড়া UNDP এর আর্থিক সহায়তায় ১৩টি ও ঠাকুরগাঁও ইউনিট-২ প্রকল্পের আওতায় আরো ১৩টি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়।

প্রকল্পের কারিগরী বিষয়সমূহ :

খাবার পানি স্থাপনা নির্মাণের পূর্বেই প্রকল্প এলাকার সেচের গভীর নলকূপ হতে পানি পরীক্ষার নিমিত্তে পানি সংগ্রহ করা হয়। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে পানির গুণগতমানের যাচাই কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। সেখানে আর্সেনিক, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, পিএইচ, হার্ডনেস, কনডাকটিভিটি, ডিও, টিডিএস ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য সহায়ক যন্ত্রপাতি রয়েছে। কোন একটি স্থাপনা যদি গ্রহণযোগ্য মাত্রা হতে বেশী হয় তবে সে পানি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ফলে গ্রহণযোগ্য মাত্রা/পানি পানির উপযোগী হওয়া সাপেক্ষে এলাকাবাসীর সহায়তায় প্রায় ৮০০০ ফুট পাইপ লাইন নির্মাণসহ উক্ত ক্ষীমে ওভারহেড ট্যাংক স্থাপনের নিমিত্তে সার্ভেয়িং কাজ করা হয়। সার্ভেয়িং এর প্রাপ্ত তথ্য ও নক্সার আলোকে উক্ত ক্ষীমে মূল কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।



পানি পরীক্ষার গবেষণাগার

সেচকাজে ব্যবহৃত গভীর নলকূপের নিকটবর্তী স্থানে ১টি আরসিসি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণসহ প্রায় ৮০০০ (ফুট) পাইপ লাইন নির্মিত হয়ে থাকে যার বর্ণনা নিম্নরূপ :

- ওভার হেড ট্যাংক এর উচ্চতা ভূমি হতে প্রায় ৩৩'-০"।
- ধারণ ক্ষমতা ২৫০০০ লিটার।
- বিতরণ লাইনের দৈর্ঘ্য (ইউপিভিসি পাইপ)
 - ক) মেইন লাইন - ২৩০০' (৪" ব্যাস)
 - খ) সেকেন্ডারী লাইন - ২৩০০' (৩" ব্যাস)
 - গ) টারসিয়ারী লাইন - ১১৫০' (২" ব্যাস)

- ঘ) বিতরণ লাইন - ২৩০০ (১" ব্যাস)
- ট্যাপ/ফসেট এর সংখ্যা : ন্যূনতম ৫০টি।

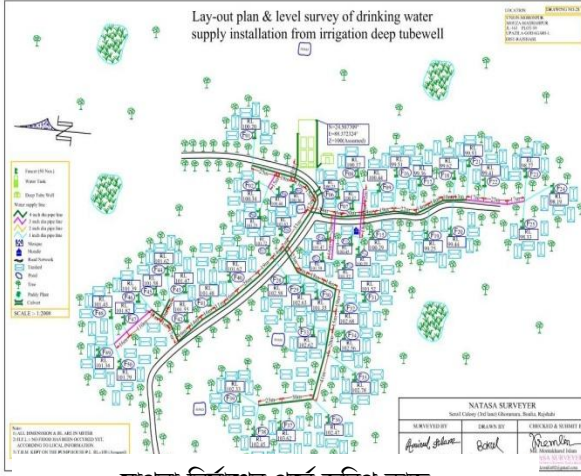
প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু চিত্র



স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে জরিপ কাজ।



স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে জরিপ কাজ।



স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে জরিপ কাজ



স্থাপনা নির্মাণের কার্যক্রম



কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন



স্থাপনা নির্মাণের কার্যক্রম



প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও কাজের অগ্রগতি :

খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা প্রকল্পে মূল কার্যক্রম হলো গভীর নলকূপের নিকটবর্তী স্থানে একটি ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণকরতঃ ৮০০০ (ফুট) পাইপ লাইন নির্মাণ ও ৫০-৬৫ টি ফসেটের মাধ্যমে স্কীম এলাকায় প্রায় ১০০০ জন উপকারভোগীকে স্বল্প ব্যয়ে বিশুদ্ধ নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। বর্ধিত প্রকল্পে এলাকাবাসীর চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পে সংস্থান থাকা সাপেক্ষে ক্ষেত্র বিশেষে ১৫-২০টি ফসেট নির্মাণসহ ২০০০ (ফুট) পাইপ লাইন সম্প্রসারণের কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

জেলাওয়ারী চলতি প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নেবর্ণিত হ'ল এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট বরাদ্দ প্রাপ্তি এবং ব্যয়ের বিভাজন বিবরণী আইএমইডি : ০৫/২০০৩ মোতাবেক 'পরিশিষ্ট-ক' তে উপস্থাপিত হল :

ক্রঃ নং	জেলার নাম	চলতি প্রকল্পের আওতায় মোট নির্মিত (টি)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নির্মিত (টি)	চলতি প্রকল্পসহ কর্তৃপক্ষের মোট সংখ্যা (টি)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	রাজশাহী	১২৭	২৭	৪৩৯	
২।	নওগাঁ	১৫৯	৬৩	৪৮৪	
৩।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	৭৩	২০	২১২	
৪।	নাটোর	--	--	২৭	
৫।	পাবনা	--	--	২৩	
৬।	সিরাজগঞ্জ	--	--	১৭	
৭।	বগুড়া	১৫	৩	২০	
৮।	জয়পুরহাট	১৫	৩	৪৯	
৯।	রংপুর	২৫	৪	৪৮	
১০।	নীলফামারী	৬	--	১৩	
১১।	লালমনিরহাট	৫	--	৭	
১২।	কুড়িগ্রাম	৯	--	১১	

ক্রঃ নং	জেলার নাম	চলতি প্রকল্পের আওতায় মোট নির্মিত (টি)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নির্মিত (টি)	চলতি প্রকল্পসহ কর্তৃপক্ষের মোট সংখ্যা (টি)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১৩।	গাইবান্ধা	৭	--	১৪	
১৪।	দিনাজপুর	৭৫	১২	১৩৫	
১৫।	ঠাকুরগাঁও	২৯	--	৫৩	
১৬।	পঞ্চগড়	৫	--	২৪	
সর্বমোট =		৫৫০	* ১৩২	১৫৭৯	

* প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪৪টি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিদর্শন :

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বৈদেশিক কুটনৈতিক বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং নির্মিত বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্ভোধন করেন। সেচের গভীর নলকূপ হতে খাবার পানি সরবরাহের এইরূপ কার্যক্রমে তাঁরা তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে কিভাবে পানি সরবরাহের কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেটাও তাঁরা অবলোকন করেন। পরিদর্শনের ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আইএমইডি এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন এবং সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন।



মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও মত বিনিময়



মাননীয় সাংসদ মহোদয়ের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও মত বিনিময়



ভৌত অবকাঠামো বিভাগের যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের প্রকল্প পরিদর্শন



আইএমইডি মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্প বাস্তবায়নের সূফলগত দিকসমূহ :

- উপকারভোগীগণ স্বল্প ব্যয়ে বিশুদ্ধ নিরাপদ খাবার পানি সংগ্রহ করার সুযোগ পাচ্ছে।
- প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকালে এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনিয়মিত শ্রমিক হিসাবে অংশগ্রহণের ফলে বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এলাকার জনগণ সুপেয় ও আর্সেনিকমুক্ত পানি প্রাপ্তির ফলে রোগজীবানু রোধ এবং বিস্তার হতে রক্ষা পাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিক রোগ/বালাইয়ের ব্যয়ভার হ্রাস পেয়ে অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে।
- বাস্তবায়নধীন প্রকল্প গ্রাম সংলগ্ন বিধায় খাবার পানিসহ গৃহস্থালী কাজে পানি প্রাপ্তি সহজলভ্য হওয়ায় একদিকে যেমন সময়ের অপচয় কম হচ্ছে অপর দিকে ঐ সময়ে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ করে মহিলারা নিজেদের অন্য কাজে নিয়োজিত করতে পারছে। ফলে এলাকায় বসবাসরত দুস্থ পরিবারের মহিলারা নিজেদেরকে বিভিন্নভাবে আয়ের উৎসের সাথে সম্পৃক্ততা করতে পারছে।

উপসংহার :

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের গভীর নলকূপ হতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কার্যক্রমটি আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানির চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ জনগণের জীবন ব্যবস্থা উন্নতকরনে এ ধরনের কার্যক্রম ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। বিশুদ্ধ খাবার পানির দুর্প্রাপ্যতা ও গ্রাম্য সাধারণ জনগোষ্ঠীর এ ধরনের কার্যক্রমে স্বতস্কৃত অংশগ্রহণের আলোকে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গ, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এই কার্যক্রমকে দ্রুত বিস্তারের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। বর্তমানে চালুকৃত স্থাপনা হতে গ্রামের প্রায় ১৩ লক্ষাধিক জনগণ বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছে যা গ্রামবাসীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি সফল কার্যক্রম এবং একবিংশ শতকে সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বটে। তাছাড়া সরকারের ভিশন ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করার ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পরিশিষ্ট-ক
আইএমইডি-০৫/২০০৩
(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	অঙ্গসমূহ	একক	আরডিপিপি অনুসারে কর্মসূচী		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা এবং বরাদ্দ		চলতি অর্থবছরে জুন'২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
সরবরাহ ও সেবা												
১	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	থোক	২৩.০০	থোক	১২.৫০	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	থোক	২২.৫০০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	৬.০০	থোক	৩.৬৫	থোক	২.৩৫	থোক	২.৩৫	থোক	৬.০০০
৩	কেমিক্যাল	থোক	থোক	৪.০০	থোক	২.৪৪	থোক	১.৫৬	থোক	১.৫৬	থোক	৪.০০০
৪	সম্মানী/ভাতা	থোক	থোক	৫.০০	থোক	২.৩৬	থোক	২.৬৪	থোক	২.১৪	থোক	৪.৫০০
৫	সার্ভে	টি	৫৫০	৩০.৫০	থোক	২২.০৫	থোক	৮.৪৫	থোক	৮.৪৫	থোক	৩০.৫০০
রাজস্ব উপমোট :				৬৮.৫০		৪৩.০০		২৫.০০		২৪.৫০		৬৭.৫০০
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়												
১	১০০ এমএম ডায়া ইউপিভিসি পাইপ	মিটার	৩৮৬১০০	৯৬৫.০০	৩১৫৯২৪মিঃ	৭১৩.৫৮	৭০১৭৬মিঃ	২৫১.৪২	৭০১৭৬মিঃ	২৫১.৪২	৩৮৬১০০মিঃ	৯৬৫.০০০
	৭৫ এমএম ডায়া ইউপিভিসি পাইপ	মিটার	৩৮৬১০০	৭৭২.০০	৩১৫৯২৪মিঃ	৫৫৫.৮৬	৭০১৭৬মিঃ	২১৬.১৪	৭০১৭৬মিঃ	২১৬.১৪	৩৮৬১০০মিঃ	৭৭২.০০০
	৫০ এমএম ডায়া ইউপিভিসি পাইপ	মিটার	১৯৪৭০০	২৯২.০০	১৫৯৩০০মিঃ	১৯৩.৬৭	৩৫৪০০মিঃ	৯৮.৩৩	৩৫৪০০মিঃ	৯৮.৩৩	১৯৪৭০০মিঃ	২৯২.০০০
	২৫ এমএম ডায়া ইউপিভিসি পাইপ	মিটার	৩৮৬১০০	২৮৯.০০	৩১৫৯২৪মিঃ	১৬৭.৭০	৭০১৭৬মিঃ	১২১.৩০	৭০১৭৬মিঃ	১২১.৩০	৩৮৬১০০মিঃ	২৮৯.০০০
	১০০ এমএম ডায়া জিআই পাইপ	মিটার	২৬৪০০	৪৭৫.০০	১৫৫০৪মিঃ	২৯০.২৬	১০৮৯৬মিঃ	১৮৪.৭৪	১০৮৯৬মিঃ	১৮৪.৭৪	২৬৪০০মিঃ	৪৭৫.০০০
	১৫০ এমএম ডায়া সিআই গেট ভালু	টি	৫৫০	৪৪.০০	৪১৮টি	৩৩.৪৫	১৩২টি	১০.৫৫	১৩২টি	১০.৫৫	৫৫০টি	৪৪.০০০

ক্রমিক নং	অঙ্গসমূহ	একক	আরডিপিপি অনুসারে কর্মসূচী		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা এবং বরাদ্দ		চলতি অর্থবছরে জুন'২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২	নির্মান ও পূর্ত											
ক)	পাইপ লাইনসহ সাবমারসিবল পাম্পের মাধ্যমে খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ	টি	৫৫০	৮০২৪.৫০	৪১৮টি	৫২৫৫.৪৮	১৩২টি	২৪৬৯.৫২	১৩২টি	২৪২৩.৬ ২	৫৫০টি	৭৬৭৯.০৯৫
খ)	নির্মিত স্থাপনার পানির লাইন সম্প্রসারণ	টি	৫০	৬৫.০০	৫০টি	৬৫.০০					৫০টি	৬৫.০০০
৩	রিভলভিং ফান্ড	থোক		৫০.০০	থোক	৩২.০০	থোক	১৮.০০	থোক	১৮.০০	থোক	৫০.০০০
	মূলধন উপমোট :			১০৯৭৬.৫০		৭৩০৭.০০		৩৩৭০.০০		৩৩২৪.১০		১০৬৩১.০৯৫
৪	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০০
৫	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০০
	সর্বমোট :			১১০৪৫.০০		৭৩৫০.০০		৩৩৯৫.০ ০		৩৩৪৮.৬০		১০৬৯৮.৫৯৫

বিঃদ্রঃ প্রকল্পের সাশ্রয়কৃত ৪৬.৪০৫ লক্ষ টাকা (রাজস্ব খাতে ০.৫০ লক্ষ এবং মূলধন খাতে ৪৫.৯০৫ লক্ষ) যথাযথভাবে সরকারী কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

অর্থবছরভিত্তিক খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণের প্রতিবেদন

পরিশিষ্ট-খ

ক্রঃ নং	গনকূঁর তফশীল					টেডার নং
	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জেএল নং	দাগনং	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১৭-১৮						
১	গোদাগাড়ী-১	গোদাগাড়ী	ভূষনা-১	৮৬	১১৪	১০৩
২	গোদাগাড়ী-২	দেওপাড়া	পালপুর-২	৩৮৪	১০৪৩	১০৩
৩	গোদাগাড়ী-২	দেওপাড়া	পালপুর-৪	৩৮৪	১১৩৯	১০৩
৪	তানোর	কামারগাঁ	মালশিরা	২৪০	১২০	১০৩
৫	তানোর	কলমা	আজিজপুর	১৭২	১৩১৬	১০৩
৬	পুঠিয়া	শিলমাড়িয়া	মঙ্গলপাড়া	৮৯	১৫০১	১০৩
৭	পুঠিয়া	ভালুকগাছি	ডাঙ্গাপাড়া	৫৩	২০৪	১০৩
৮	চারঘাট	নিমপাড়া	বালাদিয়াড়-৮	৮৭	৮৬৭	১০৩
৯	বাগমারা	কাচারী কোয়ালিপাড়া	মানসিংহপুর	১৩৩	১৭০৭	১০৩
১০	বাগমারা	বড়বিহানালী	বড়বিহানালী	১৯৩	৯৫৯	১০৩
১১	পবা	দর্শনপাড়া	বাকশৈল-২	৯	৩০৭	১০৩
১২	পবা	দর্শনপাড়া	বাকশৈল-১	৭	৭২৮	১০৩
১৩	পবা	হরিপুর	গোপালপুর-৫	৪১	২৫০৩	১০৩
১৪	পবা	হরিপুর	মদনপুর-২	৪২	৭৫	১০৩
১৫	শিবগঞ্জ	চককীর্তি	চককীর্তি	১১৬	১৬৫০	১০৩
১৬	নাচোল	নাচোল	নাসিরাবাদ-২	৫৩	২৪৭	১০৩
১৭	নাচোল	নাচোল	দুলাহার-৫	৫২	২৬১	১০৩
১৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোবরাতলা	নাধাইকুঞ্চপুর	১৫	২৬৪	১০৩
১৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোবরাতলা	আগনা	৪৯	১০৬	১০৩
২০	ভোলাহাট	দলদলী	মধুপুর	২৫	১৬১৯	১০৩
২১	মান্দা	তেতুলিয়া	কাঞ্চনপুর	১৯৬	৫৪৭	১০৩
২২	মান্দা	তেতুলিয়া	সিংগা	১৭৩	৬০০	১০৩
২৩	মান্দা	মৈনম	বদপুর	১০২	২০৪৮	১০৩
২৪	মান্দা	মান্দা	ঘাটকৈর	৩৪	৯৭৪	১০৩
২৫	নিয়ামতপুর	হাজীনগর	নরসিংহপুর	১১১	৫৭	১০৩
২৬	নিয়ামতপুর	রসুলপুর	কানুরা	১৬৮	১২০	১০৩
২৭	নিয়ামতপুর	বাহাদুরপুর	কোচড়া	৩২১	৯৫	১০৩
২৮	নিয়ামতপুর	পাড়ইল	জোতআলী	২৮৮	৪৫	১০৩
২৯	নিয়ামতপুর	রসুলপুর	মদনাকান্দর(কাশিনাথপুর)	১৫৫	৩৪	১০৩
৩০	রাণীনগর	একডালা	নারায়নপাড়া	১৫০	৩৮৭	১০৩
৩১	সাপাহার	শিরন্ডি	গোপালপুর	৩২	৯৩৯	১০৩

ক্রঃ নং	গনকু'র তফশীল					টেডার নং
	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জেএল নং	দাগনং	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩২	সাপাহার	আইহাই	নওপাড়া	৮	১৫৬	১০৩
৩৩	মহাদেবপুর	চেরাগপুর	স্বরূপপুর	২৮২	৭১১	১০৩
৩৪	ধামুইরহাট	খেলনা	শিশু	৪৬	৪১০	১০৩
৩৫	পোরশা	মুর্শিদপুর	শুড়িপুকুর	২৮৫	৩৫	১০৩
৩৬	শাহজাহানপুর	আমরুল	নগরকান্দি	২৬১	৬০৪২	১০৩
৩৭	সৈয়দপুর (নীল)	বোতলাগাড়া	সোনাখুলি	৯	৭৭৫৫	১০৩
৩৮	বীরগঞ্জ	মরিচা	ডাঃ জিনেশ্বরী	৭০	৩০৫৪	১০৩
৩৯	বীরগঞ্জ	নিজপাড়া	নিজপাড়া	১৪৬	২৪০	১০৩
৪০	পার্বতীপুর	হামিদপুর	পুবসুকদেবপুর	১৫৭	৩০৭৭	১০৩
৪১	পার্বতীপুর	হাবড়া	শেরপুর	১২৭	২২১১	১০৩
৪২	গোদাগাড়া-১	মোহনপুর	ছলং-১	৫৯	১৬৫	১০৩০৯৫ এবং ২৬৩, ১৪/০৫/১৭
৪৩	গোদাগাড়া-১	গোত্রাম	বাজেউৎপুর	৩২৩	১৪১	১০৩০৯৫ এবং ২৬৩, ১৪/০৫/১৭
৪৪	গোদাগাড়া-১	মোহনপুর	মাধাইপুর-২	১৬৩	৫৯	১১১৬৬৩ এবং ৪২, ২০/৭/১৭
৪৫	গোদাগাড়া-১	মোহনপুর	খয়রা-১	২৯	৩৩৬	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৪৬	গোদাগাড়া-২	পাকড়া	বিলী-২	১২০	৪৪	১০৩০৯৫ এবং ২৬৩, ১৪/০৫/১৭
৪৭	তানোর	কলমা	দিব্যছলী	২৮	৬২৬	১০৩০৯৫ এবং ২৬৩, ১৪/০৫/১৭
৪৮	দুর্গাপুর	ঝালুকা	চৌপুকুরিয়া	৭১	৪১২৯	১০৩০৯৫ এবং ২৬৩, ১৪/০৫/১৭
৪৯	বাগমারা	গোবিন্দপাড়া	দামনাশ	৮	১১১০	১০৩০৯৫ এবং ২৬৩, ১৪/০৫/১৭
৫০	বাগমারা	বড়বিহানালী	বেড়াবাড়া	১৮২	১০৮৮	১০৩০৯৫ এবং ২৬৩, ১৪/০৫/১৭
৫১	পবা	পারিলা	দুর্গাপারিলা-১	১৭৩	৬৩৭	১১১৬৬৩ এবং ৪২, ২০/৭/১৭
৫২	পবা	দর্শনপাড়া	বিলনেপালপাড়া-৫	১১	২০৮	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৫৩	পবা	দর্শনপাড়া	দর্শনপাড়া (তালতলা)	৬	১০১০	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৫৪	পবা	দর্শনপাড়া	দর্শনপাড়া-২	৩	৫০	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৫৫	পুঠিয়া	শিলমাড়িয়া	মঙ্গলপাড়া	৮৯	৩৫৩৯	১১১৬৬৩ এবং ৪২, ২০/৭/১৭
৫৬	পুঠিয়া	ভালুকগাছি	ভালুকগাছি	৫২	৪১৯৩	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৫৭	চারঘাট	শলুয়া	ফতেপুর-২	২৩	৯৮৩	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৫৮	গোমস্তাপুর	গোমস্তাপুর	অভিমান্যপুর	১৪৯	১৩২	১১০৪২৭ এবং ১, ৩/৭/১৭
৫৯	গোমস্তাপুর	বান্দাবাড়ী	দাড়িপাতা	৬	৪৫০	১১০৪২৭ এবং ১,

ক্রঃ নং	গনকূ'র তফশীল					টেডার নং
	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জেএল নং	দাগনং	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						৩/৭/১৭
৬০	গোমস্তাপুর	বোয়ালিয়া	সাহাপুর	১৩৬	১০৪০	১১০৪২৭ এবং ১, ৩/৭/১৭
৬১	নাচোল	নাচোল	পূর্বমির্জাপুর-২	৫৭	৩৮২	১১০৪২৭ এবং ১, ৩/৭/১৭
৬২	নাচোল	নাচোল	মোহাম্মদপুর-৫	১৭২	৯০	১১২১৬৯ এবং ৪৩, ২০/৭/১৭
৬৩	নাচোল	ফতেপুর	আছড়া	১২০	৮৬	১১২১৬৯ এবং ৪৩, ২০/৭/১৭
৬৪	নাচোল	ফতেপুর	বাজেন্দ্রপুর-১	৮৫	২৫২৭	১১২১৬৯ এবং ৪৩, ২০/৭/১৭
৬৫	নাচোল	ফতেপুর	মাধবপুর-৩	৮২	৩৫৫	১১২১৬৯ এবং ৪৩, ২০/৭/১৭
৬৬	ভোলাহাট	জামবাড়িয়া	বড়জামবাড়িয়া	৪৫	২৭৮	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৬৭	ভোলাহাট	জামবাড়িয়া	হাড়িয়াবাড়ি	৩৯	১৩৬	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৬৮	শিবগঞ্জ	দাইপুকুরিয়া	চকদিলালপুর	৩৭	১৭৯	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৬৯	শিবগঞ্জ	নয়ালাডাঙ্গা	বিরাহিমপুর	১৯৭	৫৩৮	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৭০	শিবগঞ্জ	চককীর্তি	চন্ডিদাসপুর	১৭৪	৩৪১৯	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৭১	নিয়ামতপুর	বাহাদুরপুর	বজারপুর	৩০৫	৩৩৫	১১০৭৮১ এবং ২৮, ৬/৭/১৭
৭২	নিয়ামতপুর	রসুলপুর	দামপুরা	১৮৮	২৪৩২	১১০৭৮১ এবং ২৮, ৬/৭/১৭
৭৩	নিয়ামতপুর	রসুলপুর	মদনাকান্দর	১৪৭	২৯৬	১১২৫১৮ এবং ৪৪, ২০/৭/১৭
৭৪	নিয়ামতপুর	রসুলপুর	দামপুরা	১৮৮	১৬৪৯	১১২৫১৮ এবং ৪৪, ২০/৭/১৭
৭৫	নিয়ামতপুর	রসুলপুর	শাহলালপুর	১৩২	২৬২	১১২৫১৮ এবং ৪৪, ২০/৭/১৭
৭৬	নিয়ামতপুর	ভাবিচা	আশনদী	৯১	২৪৮	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৭৭	নিয়ামতপুর	বাহাদুরপুর	আদমপুর	৩০১	১২০	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৭৮	নিয়ামতপুর	ভাবিচা	গোড়াই	৫৪	১২১৬	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৭৯	নিয়ামতপুর	বাহাদুরপুর	বড়িয়া	২৬৮	১১৪৯	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৮০	নিয়ামতপুর	হাজিনগর	নুরপুর	১০০	২৮৯	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৮১	নিয়ামতপুর	বাহাদুরপুর	রামগাঁ	৩১২	১৩৮৭/৯৪	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৮২	নিয়ামতপুর	রসুলপুর	পুস্তইলসাহাপুর	১৩১	৩১৬	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৮৩	মান্দা	ভারশো	কালিশফা	২১৫	৫৩৭	১১০৯১২ এবং

ক্রঃ নং	গনকূ'র তফশীল					টেভার নং
	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জেএল নং	দাগনং	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						২৬, ৬/৭/১৭
৮৪	মান্দা	তেতুলিয়া	সিংঙ্গা	১৭৩	১৪১	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৮৫	মান্দা	ভারশো	ছুটিপুর	৬৭	৪৫৫	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৮৬	মান্দা	তেতুলিয়া	সিংঙ্গা	১৭৩	২৫৭৫	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৮৭	মান্দা	তেতুলিয়া	চৌজা	১৯১	১৩৮৬	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৮৮	বদলগাছী	মিঠাপুর	পরোড়া	৯৪	৪১৯	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৮৯	আত্রাই	শাহাগোলা	মাগুরা-২	৫৮	৩২৩	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
৯০	পত্নীতলা	মাটিন্দর	গিদিশা	১২৭	২৫৯	১১০৭৮১ এবং ২৮, ৬/৭/১৭
৯১	পত্নীতলা	আকবরপুর	কুতুরা-২	১১৩	১৭১	১১০৭৮১ এবং ২৮, ৬/৭/১৭
৯২	পত্নীতলা	মাটিন্দর	বোয়ালী-৪	১২৪	৩৯	১১০৮৪৮ এবং ২৫, ৬/৭/১৭
৯৩	পত্নীতলা	মাটিন্দর	পার্বতীপুর-২	১২৫	৬০৬	১১০৮৪৮ এবং ২৫, ৬/৭/১৭
৯৪	পত্নীতলা	কৃষ্ণপুর	মানাষী-১	১০৮	৪৭০	১১০৮৪৮ এবং ২৫, ৬/৭/১৭
৯৫	পত্নীতলা	নির্মহিল	হাটশাওলী-৮	১	২৬৮	১১০৮৪৮ এবং ২৫, ৬/৭/১৭
৯৬	পত্নীতলা	নির্মহিল	হাটশাওলী-৫	১	১৩৮	১১০৮৪৮ এবং ২৫, ৬/৭/১৭
৯৭	পত্নীতলা	কৃষ্ণপুর	বরইল-১	১৬৮	২৩৮	১১০৮৪৮ এবং ২৫, ৬/৭/১৭
৯৮	পত্নীতলা	মাটিন্দর	উমামহেশপুর	১৩০	১৩২	১১০৮৪৮ এবং ২৫, ৬/৭/১৭
৯৯	পত্নীতলা	আকবরপুর	নান্দুরা	৮৫	৯৩৯	১১২৫১৮ এবং ৪৪, ২০/৭/১৭
১০০	পত্নীতলা	আকবরপুর	কমলপুর	১১৮	৩৩৪	১১৪০৩২ এবং ৭০, ২/৮/১৭
১০১	পত্নীতলা	মাটিন্দর	কড়ইবাড়ি-২	১৯৬	২৬৯	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১০২	পত্নীতলা	নির্মহিল	পাড়াশাউলী-১	৯	১২২	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১০৩	পত্নীতলা	কৃষ্ণপুর	সুবর্ণপুর	৯৯	৪২৯	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১০৪	সাপাহার	পাতাড়ী	রামাশ্রম	১৯	১৫৪৩	১১০৯১২ এবং ২৬, ৬/৭/১৭
১০৫	সাপাহার	শিরন্টি	বাখরপুর	৪১	৮০	১১০৯১২ এবং ২৬, ৬/৭/১৭
১০৬	সাপাহার	আইহাই	মালিপুর	৩৪	২০৬	১১০৯১২ এবং ২৬, ৬/৭/১৭
১০৭	সাপাহার	তিলনা	তিলনা	১৫২	৩৭৬০	১১০৯১২ এবং

ক্রঃ নং	গনকূ'র তফশীল					টেড্ডার নং
	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জেএল নং	দাগনং	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						২৬, ৬/৭/১৭
১০৮	সাপাহার	আইহাই	গৌরিপুর	৩১	২৮০	১১০৯১২ এবং ২৬, ৬/৭/১৭
১০৯	সাপাহার	গোয়ালা	বিরামপুর	৯১	১৭	১১০৯১২ এবং ২৬, ৬/৭/১৭
১১০	সাপাহার	গোয়ালা	সেনপুর	৬৬	৩৫২	১০৪২৩৬ এবং ২৬৬, ১৮/৫/১৭
১১১	সাপাহার	শিরন্টি	বাখরপুর	৪১	৫১২	১০৪২৩৬ এবং ২৬৬, ১৮/৫/১৭
১১২	সাপাহার	আইহাই	মুংরইল	২৪	২৮৩	১০৪২৩৬ এবং ২৬৬, ১৮/৫/১৭
১১৩	সাপাহার	তিলনা	চান্দুরা	১৪৯	৪৮৯	১০৪২৩৬ এবং ২৬৬, ১৮/৫/১৭
১১৪	সাপাহার	সাপাহার	খোদরামবাটি	৫৭	১৩৬	১০৪২৩৬ এবং ২৬৬, ১৮/৫/১৭
১১৫	সাপাহার	আইহাই	রসুলপুর	৯	১২৭	১০৪২৩৬ এবং ২৬৬, ১৮/৫/১৭
১১৬	সাপাহার	আইহাই	আশরন্দ	২৫	৪৮৩	১০৪২৩৬ এবং ২৬৬, ১৮/৫/১৭
১১৭	সাপাহার	তিলনা	শিহলী	১৫১	১৯	১১৪০৩২ এবং ৭০, ২/৮/১৭
১১৮	সাপাহার	আইহাই	রসুলপুর	৯	২৯৪	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১১৯	পোরশা	ছাওড়	ধাপগ্রাম	২৪১	১	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১২০	পোরশা	ঘাটনগর	ঘাটনগর	১৮৩	২১৮৪	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১২১	মহাদেবপুর	ভীমপুর	ভীমপুর	২৯৩	৫৩৭	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১২২	ধামুইরহাট	ইসবপুর	বৈদ্যবাটি	১৭২	১৬৪৭	১১৪০৩২ এবং ৭০, ২/৮/১৭
১২৩	ধামুইরহাট	আগ্রাদ্বিগুন	আওয়ালদীঘি	১২	৪৭৭	১১৪০৩২ এবং ৭০, ২/৮/১৭
১২৪	জয়পুরহাট	ভাদশা	ফরিদপুর	৭৬	৭২৭	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১২৫	আক্কেলপুর	গোপিনাথপুর	হরিপুর-২	৪২	১৩৪০	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১২৬	জয়পুরহাট	মোহাম্মদপুর	মাংনীপাড়া	৩৩০	১৩০	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১২৭	বগুড়া/ শেরপুর	খানপুর	গোপালপুর	১৪৫	৯৯৭/২৯২	১০৪৯৩৯ এবং ২৬৯, ২২/৫/১৭
১২৮	বগুড়া/ শেরপুর	ভবানীপুর	বেলগাড়ি	১৬	৫৯৩	১০৪৯৩৯ এবং ২৬৯, ২২/৫/১৭
১২৯	বীরগঞ্জ	শিবরামপুর	ভেলাপুকুর		বিজি-২৯	১১২৬০৫ এবং ৪৬, ২০/৭/১৭
১৩০	বীরগঞ্জ	মোহনপুর	চিলাকুড়া		বিজি-৫৭	১১২৬০৫ এবং ৪৬, ২০/৭/১৭

ক্রঃ নং	গনকূ'র তফশীল					টেভার নং
	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জেএল নং	দাগনং	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩১	বীরগঞ্জ	শতগ্রাম	দেবারুপাড়া	১০৮	৩৩১২	১১২৬০৫ এবং ৪৬, ২০/৭/১৭
১৩২	বীরগঞ্জ	সাতের	চৌপুকুরিয়া	বীর-৫৮		রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১৩৩	বীরগঞ্জ	শতগ্রাম	প্রসাদপাড়া	৯৪	৩৭১১	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১৩৪	বোচাগঞ্জ	রনগাও	সাদামহল	৭৮	৯২৪	১১২৬০৫ এবং ৪৬, ২০/৭/১৭
১৩৫	বোচাগঞ্জ	আটগাঁও	শ্রীপুর	৯৫	২৬০	১০৩৩৫২ এবং ২৬৪, ১৫/৫/১৭
১৩৬	পার্বতীপুর	পলাশবাড়ী	হাবড়া	৫৩	৪০২৪	১০৩৩৫২ এবং ২৬৪, ১৫/৫/১৭
১৩৭	নবাবগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	বড়ঘুনাথপুর	৪৪	২০০৩	১০৩৩৫২ এবং ২৬৪, ১৫/৫/১৭
১৩৮	নবাবগঞ্জ	দাউদপুর	হরিরামপুর	১৬৪	১০৫	১০৩৩৫২ এবং ২৬৪, ১৫/৫/১৭
১৩৯	রংপুর	পৌরসভা	হরিরামমল	৫৪	১১৫৭	১০৪৯৩৯ এবং ২৬৯, ২২/৫/১৭
১৪০	রংপুর	পৌরসভা	তালুকবকসী	১৪৪	৩১৫০	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১৪১	মিঠাপুকুর	ময়েনপুর	ময়েনপুর	১৭	৫০৬৮	১০৪৯৩৯ এবং ২৬৯, ২২/৫/১৭
১৪২	মিঠাপুকুর	খোড়াগাছ	জারুল্লাপুর	১৬	১১২৯	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১৪৩	মিঠাপুকুর	লতিবপুর	রশিদপুর	১৪০	৭৪৬	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭
১৪৪	মিঠাপুকুর	চেংমারী	কিসমতহাতুরপাড়া	১১০	৮৪	রাজ-১০৬, ১২/০৯/২০১৭

প্রকল্পের নামঃ রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প

১। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার বরেন্দ্র অঞ্চল, ভূ-গঠন ও প্রাকৃতিক কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। পূর্বে এ অঞ্চলে বৃষ্টি নির্ভর একটি মাত্র আমন ফসল আবাদ হতো। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে এতদঅঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১৯৭০-১৯৯১ সাল পর্যন্ত ১৯২০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) গঠনের পর থেকে স্থাপিত নলকূপ সমূহ বিএমডিএ কর্তৃক পরিচালিত হতে থাকে।

বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত এবং বিএমডিএ কর্তৃক পরিচালিত এসব নলকূপের বয়স ইতিমধ্যে ৩৫-৪০ বছর হওয়ায় নলকূপ সমূহের লাইফ টাইম অতিক্রান্ত হয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত এসব নলকূপে নানা ধরনের সমস্যা যেমন: ফিল্টার ব্লক হওয়া, ফিল্টার হাউজিং পাইপ নষ্ট হওয়ায় বালি পাথর নির্গত হওয়া এবং ডিসচার্জ কমে যাওয়া, পাম্প নষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে চলমান সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হতে থাকে। সেচ প্রদানকালীন সময়ে নলকূপ সমূহের বড় ধরনের সমস্যা বিএমডিএ তার নিজস্ব বাজেটে তাৎক্ষণিকভাবে নিরসন অর্থাৎ নলকূপসমূহ পুনঃখনন পূর্বক চলমান সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রেখে মাঠের ফসল রক্ষা করে। কিন্তু নষ্টের ধারা অব্যাহত থাকায় বিএমডিএ'র নিজস্ব আয় থেকে পূর্ববাসন কার্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব নয়।



চিত্রঃ উত্তোলিত মালামাল



চিত্রঃ পুনর্বাসিত গভীর নলকূপ

স্থাপিত গভীর নলকূপ সমূহে ইতিপূর্বে বিদ্যুৎ সংযোগসহ ২০০০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় কৃষকগণ দীর্ঘকাল ধরে এসব গভীর নলকূপ হতে নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার সুফল ভোগ করে আসছেন। গভীর নলকূপের চলমান সেচ ব্যবস্থাপনা যাতে বিঘ্নিত না হয় সে লক্ষ্যে ইতিপূর্বে স্থাপিত পুরাতন ১৯২০টি গভীর নলকূপের মধ্য হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬০০ টি গভীর নলকূপ জরুরী ভিত্তিতে পুনর্বাসনের জন্য উল্লেখিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১৮০০০ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব হবে। এতে বছরে প্রায় ১.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হবে।

২। প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলি :

২.১) প্রকল্পের নাম

ঃ রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প।

- ২.২) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।
 ২.৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।
 ২.৪) প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১	২	৩
রাজশাহী	রাজশাহী	(১) গোদাগাড়ী, (২) তানোর, (৩) পবা, (৪) মোহনপুর, (৫) বাগমারা, (৬) দুর্গাপুর, (৭) পুঠিয়া, (৮) চারঘাট, (৯) বাঘা।
	নওগাঁ	(১) মহাদেবপুর, (২) পত্নীতলা, (৩) ধামুইরহাট, (৪) পোরশা, (৫) সাপাহার, (৬) মান্দা, (৭) বদলগাছি, (৮) নিয়ামতপুর, (৯) নওগাঁ, (১০) রানীনগর, (১১) আত্রাই।
	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(১) চাঁপাই নবাবগঞ্জ, (২) শিবগঞ্জ, (৩) গোমস্তাপুর, (৪) নাচোল, (৫) ভোলাহাট।

- ২.৫) বাস্তবায়নকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮।
 ২.৬) প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায় : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক ০৪/০২/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়।
 ২.৭) প্রকল্পের অর্থায়ন : সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান।
 ২.৮) প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৭২৪.৯০ লক্ষ টাকা।
 ২.৯) জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : আর্থিক-৭৬২২.৫৭ লক্ষ টাকা (৯৮.৬৮%); বাস্তব অগ্রগতি-১০০%।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ৩.১) পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসনের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা অব্যহত রাখা;
 ৩.২) প্রায় ১৮০০০ হেক্টর জমিতে বর্তমান সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা;
 ৩.৩) প্রতিবছর প্রায় ১.৫৩ লক্ষ মেগটন খাদ্যশস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করা;
 ৩.৪) ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিয়মিত মনিটরিং করা;
 ৩.৫) প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণঃ

- ৪.১) মালামাল ক্রয়সহ ৬০০টি গভীর নলকূপ পূর্ববাসন;
 ৪.২) সাবমারসিবল পাম্প ক্রয়- ৬০০ টি;
 ৪.৩) ১০ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ক্রয় -৪০০ সেট;
 ৪.৪) বৈদ্যুতিক লাইন/পাইপ লাইন সংযোগ-৪০০ টি;
 ৪.৫) ওয়াটার লেভেল ডাটা লগার ক্রয় ও স্থাপন- ২৫টি।

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-১৮ সালের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-১৮ সালের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন/২০১৮ পর্যন্ত)		মন্তব্য
		সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) রাজস্ব :										
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	লট	১০.০০	লট	১.৬৫	লট	১.৬৫	লট	১০.০০	
৪৮১৬	টেলিফোন	লট	২.০০	লট	০.২০	লট	০.২০	লট	১.৮০	
৪৮২১	বিদ্যুৎ	লট	৫.০০	লট	০.৪৫	লট	০.৪৫	লট	৪.৯৯	
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	লট	৮.০০	লট	১.৮০	লট	১.৮০	লট	৮.০০	
৪৮২৮	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	লট	২.০০	লট	০.০০	লট	০.০০	লট	২.০০	
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপণ	লট	৪.০০	লট	০.১০	লট	০.১০	লট	৪.০০	
৪৮৫১	অনিয়মিত শ্রমিক	লট	৩.০০	লট	০.৫৫	লট	০.৫৫	লট	৩.০০	
৪৮৮৩	সম্মানি/মূল্যায়ন	লট	৩.০০	লট	০.২৫	লট	০.২৫	লট	৩.০০	
৪৮৮৩	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	লট	৮.০০	লট	০.০০	লট	০.০০	লট	৮.০০	
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	লট	২.০০	লট	০.১০	লট	০.১০	লট	২.০০	
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	লট	৫.০০	লট	১.৫৫	লট	১.৫৫	লট	৫.০০	
৪৯০১	যানবাহন ও আসবাবপত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (টি)	২০	২০.০০	২	০.৩৫	২	০.৩৫	২০	২০.০০	
ক) রাজস্ব : উপ-মোট										
খ) মূলধন										
৬৮২৭	১০ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ক্রয় (সেট)	৪০০	৮০০.০০	৫০	১০০.০০	৫০	১০০.০০	৪০০	৭৯৯.৫০	
৬৮৫০	ক) এম এস হাউজিং পাইপ ক্রয় (মিটার)	১৬২০০	৯৭২.০০	লট	৩৫.৫০	লট	৩৫.২২	১৬২০০	৯৭১.৩৯	
	খ) এম এস স্ট্রাইনার ক্রয় (মিটার)	১৬৮০০	১২৬০.০০	লট	২১.০০	লট	২০.৭৫	১৬৮০০	১২৫৯.৩৫	
	গ) এম এস কলাম পাইপ ক্রয় (টি)	৪৮০০	৩১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	৪৮০০	৩১১.৫০	
৬৮৫০	ঘ) সাবমারসিবল পাম্প ক্রয় (সেট)	৬০০	১২০০.০০	২০	৬৪.৫০	২০	৬৪.৫০	৬০০	১১৯৯.৮৫	
	ঙ) গ্রাউন্ড ওয়াটার ডাটা লগার ক্রয় (সেট)	২৫	৩৭.৫০	-	০.০০	-	০.০০	২৫	৩৭.৫০	

অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-১৮ সালের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-১৮ সালের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন/২০১৮ পর্যন্ত)		মন্তব্য
		সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬৮১৫	কম্পিউটার (ল্যাপটপ) ক্রয় (টি)	২	১.৪০	-	০.০০	-	০.০০	২	১.৪০	
৬৮১৯	ফটোকপিয়ার ক্রয় (টি)	১	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	১	২.৫০	
নির্মাণ কাজ										
৭০৩৬	ক) অকেজো গভীর নলকূপ উত্তোলন, পুনঃ স্থাপন, কশিশনিং ও পাম্প ঘর নির্মাণ (টি)	৬০০	২৮০০.০০	৬৯	৪৪২.৫০	৬৯	৪৪০.৪০	৬০০	২৭৯৮.৭৯	
	খ) গ্রাউন্ড ওয়াটার ডাটা লগার স্থাপন (সেট)	২৫	৭.৫০	১০	১.৫০	১০	১.৫০	২৫	৯.০০	
	গ) বৈদ্যুতিক লাইন ও পাইপ লাইন নির্মাণ (অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ও অন্যান্য মালামালসহ) (টি)	৪০০	১৬০.০০	৫০	২০.০০	৫০	২০.০০	৪০০	১৬০.০০	
	খ) মূলধন ঃ উপ-মোট	-	৭৫৫২.৯০	-	৬৮৫.০০	-	৬৮২.৩৭	-	৭৫৫০.৭৮	
৭৯৮১	গ) মূল্য কন্ট্রিজেন্সী		১০০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
	সর্বমোট (ক+খ+গ) ঃ		৭৭২৪.৯০	-	৬৯২.০০	-	৬৮৯.৩৭	-	৭৬২২.৫৭	

৬। অনুমোদিত ডিপিপি'র বছর ভিত্তিক প্রাক্কলন, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী :

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
২০১৩-২০১৪	১২১.৫০	২৪৭.০০	২৪৬.৮৫	
২০১৪-২০১৫	২৩২৪.৪০	২২৮৭.০০	২২৮৬.৪২	
২০১৫-২০১৬	২৫৯৪.৫০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	
২০১৬-২০১৭	২৩৭৭.৫০	২০০০.০০	১৯৯৯.৯৩	
২০১৭-২০১৮	৩০৭.০০	৬৯২.০০	৬৮৯.৩৭	
মোট=	৭৭২৪.৯০	৭৬২৬.০০	৭৬২২.৫৭	

৭। জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং পুনঃখননকৃত ও কমিশনকৃত গভীর নলকূপের তালিকা :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	জুন/২০১৮ পর্যন্ত পুনঃখননকৃত নলকূপের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	৮৮	
২।		তানোর	৪০	
৩।		পবা	২০	
৪।		মোহনপুর	৩০	
৫।		বাগমারা	২২	
৬।		দুর্গাপুর	১৪	
৭।		পুঠিয়া	৩	
৮।		বাঘা	১	
৯।		চারঘাট	০	
রাজশাহী জেলা মোট			২১৮	
১০।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	২২	
১১।		শিবগঞ্জ	৬	
১২।		গোমস্তাপুর	৩৪	
১৩।		নাচোল	৫২	
১৪।		ভোলাহাট	২০	
চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা মোট			১৩৪	
১৫।	নওগাঁ	নওগাঁ	৯	
১৬।		মান্দা	৩২	
১৭।		নিয়ামতপুর	৪৪	
১৮।		বদলগাছি	৭	
১৯।		রাণীনগর	২	

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	জুন/২০১৮ পর্যন্ত পুনঃখননকৃত নলকূপের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
২০।		আত্রাই	২	
২১।		মহাদেবপুর	৪০	
২২।		পত্নীতলা	৪০	
২৩।		ধামুইরহাট	২৩	
২৪।		পোরশা	৩১	
২৫।		সাপাহার	১৮	
নওগাঁ জেলা মোট			২৪৮	
সর্বমোট			৬০০	

৮। প্রকল্পের সুবিধাদি :

"রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পূর্ণবাসন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে জুন/২০১৮ পর্যন্ত ৬০০টি পুরাতন নলকূপ পুনঃস্থাপন, নতুন সাব-মারসিবল পাম্প স্থাপন, ট্রান্সফরমার ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য মালামাল প্রতিস্থাপনের কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এতে কয়েক বছর যাবৎ বন্ধ থাকা অথবা কম ডিসচার্জ সম্পন্ন গভীর নলকূপ সমূহ পূর্ণ ক্ষমতায় ব্যবহৃত হতে থাকে। কোন কোন গভীর নলকূপ মৌসুম চলমান অবস্থায় বালি পাথর নির্গত হয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সেচ কার্যক্রমসহ কোন কোন নলকূপে স্থাপিত খাবার পানি সরবরাহ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। আলোচ্য প্রকল্পটি চলমান থাকায় তাৎক্ষণিক ভাবে একেজো গভীর নলকূপগুলি পুনঃখনন পূর্বক সেচসহ খাবার পানি সরবরাহ কার্যক্রম চালু করে ফসল রক্ষাসহ পানীয় জলের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে।



চিত্রঃ একেজো গভীর নলকূপের মালামাল উত্তোলন প্রক্রিয়া

প্রকল্পের আওতায় জুন/২০১৮ পর্যন্ত ৬০০টি অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করার ফলে বরেন্দ্র এলাকার প্রায় ১৮,৩২০ (আঠার হাজার) হেক্টর জমিতে নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে প্রতিটি জমিতে ৩/৪টি ফসল চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে প্রতি বছর নূন্যতম ১.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিটি জমি বছরে ৩/৪টি ফসল চাষাবাদ হওয়ায় এ কাজের সাথে জড়িত বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় অকেজো গভীর নলকূপ সমূহ উত্তোলন করা হয়েছে। উত্তোলিত ব্যবহারযোগ্য মালামাল সমূহ পুনরায় গভীর নলকূপের খনন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে সরকারী অর্থের সাশ্রয় সম্ভব হয়েছে।



চিত্রঃ ক্ষতিগ্রস্ত গভীর নলকূপ



চিত্রঃ উত্তোলিত মালামাল

প্রকল্পের আওতায় বরেন্দ্র এলাকার ২৫টি উপজেলায় পর্যবেক্ষণ কুপে ২৫টি অটোমেটিক ডাটালগার স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত ডাটালগারের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নির্ভুল পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষনের ফলে বর্তমান ও ভবিষৎ পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে।

উপসংহার :

বরেন্দ্র এলাকা দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে ভূ-প্রকৃতিগত ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। অত্র এলাকার কৃষি কাজ মূলতঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচের উপর নির্ভরশীল। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সেচ ব্যবস্থার সাথে বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি ও কৃষক ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কাজেই কৃষক ও দেশের খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার স্বার্থে নলকূপ সমূহ অকেজো/পরিত্যক্ত হওয়ার সাথে সাথে পুনর্বাসন পূর্বক সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা অপরিহার্য।

প্রকল্পে নামঃ বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প
(১ম সংশোধিত)।

১। প্রকল্পের সার সংক্ষেপ :

প্রকল্প এলাকা বরেন্দ্র এলাকার অংশ। এখানের আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক, তাপমাত্রা বেশী, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম এবং ভূ-পরিষ্টি পানির উৎস সীমিত। প্রকল্প এলাকায় ৫০% হতে ৫২% জমিতে সেচ সুবিধা রয়েছে এবং অবশিষ্ট জমিগুলিতে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে ফসল উৎপাদন করা হয়। এসব এলাকায় বর্ষা মৌসুমে যখন বৃষ্টি কম হয় বা দীর্ঘায়িত খরা পরিলক্ষিত হয়, তখন আমন ধান চাষ ব্যহত হয়। এতে ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়। প্রকল্প এলাকায় বয়ে যাওয়া পদ্মা, মহানন্দা, আত্রাই নদীগুলোর কিছু কিছু অংশে সারা বছর পর্যাপ্ত পানি থাকে যা “দহ” হিসাবে পরিচিত। দহ হতে পানি উত্তোলন করে সারা বছর সেচ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। সেচ কাজে ভূ-পরিষ্টি পানি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নদীতে পন্টুন স্থাপন পূর্বক পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে খালে সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় গোদাগাড়ী, সুলতানগঞ্জ পদ্মা নদীতে ১টি ও বালিয়াঘাটা মহানন্দা নদীতে ১টি, গোমস্তাপুর বগলা কাঁঠাল স্থানে মহানন্দা নদীতে ১টি চারঘাট মুক্তারপুর নামক স্থানে পদ্মা নদীতে ১টি, মহাদেবপুর কুমিরদহে আত্রাই নদীতে ১টি ধামুইরহাট শিমুলতলী আত্রাই নদীতে ১টি এবং বেড়ীতলা দহ নামক স্থানে ১টি মোট ৭টি পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে। পন্টুনে চিত্র :



নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট শিমুলতলী আত্রাই নদীতে স্থাপিত পন্টুন



নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট বেড়ীতলা আত্রাই নদীতে স্থাপিত পন্টুন



রাজশাহী জেলার চারঘাট মুক্তারপুর পদ্মা নদীতে স্থাপিত পন্টুন



চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর বগলা কাঁঠাল মহানন্দা নদী হতে উত্তোলিত পানি নাচোল উপজেলায় চন্দনা খালে পতন

প্রকল্প এলাকায় অনেক খাল রয়েছে যেগুলো পলি পরে প্রায় ভরাট হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে খালগুলোতে কোন পানি থাকে না। উক্ত খালগুলোর মধ্যে পুঠিয়া-চারঘাট উপজেলায় নারোদ খাল ২৫.২০ কিঃমিঃ, গোদাগাড়ী উপজেলায় যৌবন খাল ৫.৫০কিঃমিঃ, ধামুইরহাট উপজেলায় আছাখাল ২.২৫কিঃমিঃ এবং নাচোল উপজেলায় চন্দনা খাল ৫.৯০ কিঃমিঃ মোট ৩৮.৮৫ কিঃমিঃ খাল প্রকল্পের আওতায় পুনঃ খনন করা হয়েছে। উক্ত খালে পানি সংরক্ষণের জন্য ১৬টি সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬টি স্থানে মোট ১০৩ কিঃ মিঃ খালে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহার করা হচ্ছে। তন্মধ্যে ৬৪.১৫ কিঃ মিঃ খাল পূর্বে পুনঃ খনন করা ছিল এবং অবশিষ্ট ৩৮.৮৫ কিঃমিঃ খাল অত্র প্রকল্পের আওতায় পুনঃ খনন করা হয়েছে।



চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল চন্দনা খাল



রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার নারোদ খালে স্থাপিত ক্রেসড্যাম

পুনঃ খননকৃত খালের দুপাড়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ৮০,০০০টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০,০০০টি ফলজ এবং ৬০,০০০টি ঔষধি ও বনজ চাড়া রোপণ করা হয়েছে।



রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার যৌবন খালে পাড়ে রোপণকৃত বৃক্ষ



রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার গিন্দাইল সাঁকো পুকুরে স্থাপিত সোলার পাম্প

নদী হতে পল্টুনে পাম্প স্থাপন করে পানি উত্তোলন করে পুনঃ খননকৃত খালে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং খাল হতে পানি সৌর শক্তি চালিত এলএলপি মাধ্যমে সেচ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে নদী হতে খালে পানি স্থানান্তরকালে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের উভয় পার্শ্বের জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। নদী হতে নেয়া আসা পানি খালে সংরক্ষণ পূর্বক খাল হতে সৌর বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি দ্বারা সেচ প্রদান করা হয়। ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমেছে এবং ভূ-গর্ভে পানি পুনঃ ভরণে সহায়ক হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় ৩৭৮০ হেক্টর ভূ-পরিষ্কৃত পানি ব্যবহার করে সারা বছর সেচ সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে, খরার হাত থেকে ফসল রক্ষাসহ ০.৩৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। যার বর্তমান বাজার দর প্রায় ৭৫.৬০ কোটি টাকা।



২। প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলি :

- ২.১ প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প(১ম সংশোধিত)
২.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।
২.৩ বাস্তবায়ন সংস্থা : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
২.৪ প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাজশাহী	রাজশাহী	গোদাগাড়ী, পুঠিয়া ও চারঘাট উপজেলা।
	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নাচোল ও গোমস্তাপুর উপজেলা।
	নওগাঁ	ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলা।

- ২.৫ বাস্তবায়নকাল : মূল : জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭।
সংশোধিত : জানুয়ারি, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮।
২.৬ প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায় : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক ৩/২/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।
২.৭ প্রকল্পের অর্থায়ন : জিওবি।
২.৮ প্রাক্কলিত ব্যয় : মূল : ১২৫২৩.০০ লক্ষ টাকা।
১ম সংশোধন : সংশোধিত : ১১৬১৩.০০ লক্ষ টাকা।
২.৯ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : আর্থিক ১১৬১২.২২ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%); বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ৩.১ সারা বছর সেচ কাজের লক্ষ্যে ভূ-পরিষ্ক পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
৩.২ ভূ-পরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে বরেন্দ্র এলাকায় ৩৭৮০ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং বছরে প্রায় ৩৭৮০০ মেঃ টঃ খাদ্য শস্য উৎপাদন করা।
৩.৩ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়নের নিমিত্তে ৮০০০০টি ফলজ/বনজ ও ঔষধি চারা রোপন।
৩.৪ প্রকল্প এলাকায় শ্রমিক ও প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
৩.৫ শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

৪। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ :

- ৪.১ সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ক্রয় (১২০ ফুট হেড ২ কিউঃ)-৫১ সেট।
- ৪.২ সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ক্রয় (৫০ ফুট হেড ৫ কিউঃ)-৬ সেট।
- ৪.৩ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ-৭ কিঃ মিঃ।
- ৪.৪ পন্টুন ও আনুসঙ্গিক মালামাল ক্রয় ও স্থাপন-৭ সেট।
- ৪.৫ খাল পুনঃ খনন-৩৮.৮৫ কিঃমিঃ।
- ৪.৬ সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ-১৬টি।
- ৪.৭ ২৫০ এমএম ডায়া ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ-১৮১০০০ মিটার।
- ৪.৮ ৪০০ এমএম ডায়া ইউপিভিসি/এম এস পাইপ লাইন নির্মাণ-৮৩৫০০মিটার।
- ৪.৯ সোলার সেচ পাম্প স্থাপন-১০৬টি।
- ৪.১০ ১০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার ও ফিটিংস ক্রয় (ফিটিংসসহ)-২৩ সেট।

৬। উপজেলা ভিত্তিক কাজের অগ্রগতি (৩০/৬/২০১৮ পর্যন্ত) :

ক্রঃ নং	উপজেলা	বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড															
		পাইপ লাইন নির্মাণ(কিঃ মিঃ)				খাল খনন (কিঃ মিঃ)		পুকুর খনন (সংখ্যা)		বৃক্ষ রোপন (সংখ্যা)		সোলার ব্যবস্থা সংযোজন(সংখ্যা)		পল্টুন স্থাপন (সংখ্যা)		ক্রসড্যাম নির্মাণ (সংখ্যা)	
		২৫০মিঃমিঃ		৪০০মিঃমিঃ		২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জি জুন ১৮	২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জি জুন ১৮	২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জি জুন ১৮	২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জি জুন ১৮	২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জি জুন ১৮	২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জি জুন ১৮
		২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জি জুন ১৮	২০১৭- ১৮	ক্রমপুঞ্জি জুন ১৮												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	গোদাগাড়ী	২১.৫০	৩৪.৫০	২.৯০	১৮.৮০	৪.৩৫	৫.৫০	৩	৭	১০০০০	১০০০০	১২	২৪		২	৪	৪
২	পুঠিয়া- চারঘাট	২৪.৫০	৩০.০০			১.৫০	২৫.২				৬০০০০	১৫	২০	১	১	১	১
৩	মহাদেবপু র	১০.৫০	১৭.৫০		৬.২০							৫	৮		১		৩
৪	ধামুইহাট	১০.৫০	৩৪.০০	৬.০৫	৩১.৪৫	০.৫০	২.২৫					২	১৪	১	২		৩
৫	পত্নীতলা	২৫.৫০	৩১.৫০									১৭	২১				৩
৬	গোমস্তাপুর	০.০০	৫.০০		২১.০০								০		১		
৭	নাচোল	২৮.৫০	২৮.৫০				৫.৯০			১০০০০	১০০০০	১৫	১৯				২
	সর্বমোট =	১২১.০০	১৮১.০০	৮.৯৫	৮৩.৫০	৬.৩ ৫	৩৮.৮৫	৩	৭	২০০০০	৮০০০০	৬৬	১০৬	২	৭	৫	১৬

৭। পরিবেশগত প্রভাব :

প্রকল্প এলাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পানির উৎস সীমিত। কোন কোন এলাকায় গভীর নলকূপ রয়েছে যা ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে পরিবেশের বিরূপ প্রভাবের কারণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এতে করে বিদ্যমান গভীর নলকূপগুলি পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কিছু সংখ্যক গভীর নলকূপের ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ছে না। নদীর পানি খালে সংরক্ষণ পূর্বক সেচ প্রদান করায় ভূ-গর্ভস্থ পানির যেমন পুনর্ভরণ হচ্ছে অপরদিকে কৃষকগণ বছরব্যাপি ভূ-পরিষ্ক পানি দ্বারা সেচ প্রদান করায় ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে জীবন মানের উন্নয়ন হচ্ছে। কাজেই প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে প্রস্তাবিত এলাকায় আমূল পরিবর্তন হচ্ছে।

৮। জীব বৈচিত্রের উপর প্রভাব :

ক) জীবজন্তুর উপর প্রভাবঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় পানির দুস্প্রাপ্যতা থাকায় সাধারণভাবে সকল জীব জন্তুর উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় পানির চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হচ্ছে। পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় স্বল্প খরচে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকার জীব বৈচিত্রের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

খ) মৎস্য সম্পদের উপর প্রভাব :

প্রকল্প এলাকা প্রদর্শনকালে স্থানীয় লোকজনের সাথে আলোচনায় জানা যায় দহগুলোতে খরা মৌসুমে ২০-৪০ ফুট গভীরতায় পানি থাকে। মাছ চাষে ৭-৮ ফুট গভীরতায় পানি দরকার হয়। এ ছাড়া নদীগুলো সারা বছর কম/বেশী প্রবাহমান থাকে। নদীর পানি উত্তোলনে পানির গভীরতায় কোন প্রভাব পড়ার কথা নয়, ফলে মৎস্য চাষের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়ছে না। এ ছাড়া খালে বিলে নদীর পানি সারা বছর মজুদ থাকার ফলে মাছ চাষ বৃদ্ধিসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে। আত্রাই ও মহানন্দা নদীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণও জানিয়েছেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ায় মৎস্য চাষে বিঘ্ন ঘটছে না এবং মৎস্য চাষে সহায়ক হচ্ছে।

৯। সামাজিক জীবনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব :

প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের পানির মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্বল্প খরচে একফসলী জমিকে তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরসহ বিস্তারিত শাক সবজি উৎপাদন হচ্ছে। ফলে প্রকল্পভুক্ত জনগণের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

১০। অর্থনীতিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব :

প্রস্তাবিত এলাকায় সেচের পানির সংস্থান সীমিত থাকায় বছর ব্যাপি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় ৮টি উপজেলার প্রায় ৩৭৮০ হেক্টর জমিতে বছর ব্যাপি Surface Water দ্বারা সেচ দেওয়া হচ্ছে। এতে করে ০.৩৭৮ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন হচ্ছে/হবে। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৭০.৮০ কোটি টাকা। এছাড়াও উক্ত এলাকায় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১১। নারী ও শিশুর উপর প্রভাব :

প্রকল্পভুক্ত এলাকায় পানির দুস্প্রাপ্যতার জন্য মহিলারা দূরদুরান্তের খাল/খাড়ি, জলাশয়, ডোবা ইত্যাদি জায়গা হতে পানি সংগ্রহের ফলে সময়ের যথেষ্ট অপচয় হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় একদিকে যেমন খননকৃত খাল হতে পানি পাওয়া যায়। পাশাপাশি একফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে রূপান্তর পূর্বক স্বল্প খরচে অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। শস্য উৎপাদন, মাড়াই, সংরক্ষণ কাজে নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি জনগণ তথা শিশুরা পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছে। প্রকল্পটির কাজ ইতিমধ্যে ১০০% শেষ হয়েছে এবং ৩৮০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। ফলে অতিরিক্ত প্রায় ০.৩৮০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হচ্ছে।

১২। পাম্প ও ইউপিভিসি পাইপ পরীক্ষণ ল্যাবরেটরীঃ

কর্তৃপক্ষের EIBA প্রকল্পের সংস্থানে পাম্প(সাব-মারসিবল ও সেন্ট্রিফিউগ্যাল) এবং ইউপিভিসি পাইপ পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরী স্থাপনের বিয়টি ছিল। সে প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের নওগাঁ-১ রিজিয়নের চত্বরে ল্যাবরেটরী স্থাপন ও কমিশন করা হয়েছে।

কেন এধরনের ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হলো?

কর্তৃপক্ষের সেচ সেবা সচল রাখার স্বার্থে প্রতিটির ইউপিভিসি পাইপ ও পাম্প ক্রয় প্রয়োজন হয়। ক্রয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে RUET/BUET এর ল্যাবরেটরীতে পাইপ/পাম্পের নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের উপর দর প্রস্তাব মূল্যায়ন করা হয়।

স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রক্রিয়ায় একটি লম্বা সময় প্রয়োজন হয়। এছাড়াও RUET/BUET এর ল্যাবরেটরীর যন্ত্রাংশ সমূহ অনেক পুরাতন এবং ম্যানুয়ালী রিডিং নির্ভর বিধায় অনেক সময় সঠিক রিপোর্ট পাওয়া যায় না। এছাড়া কর্তৃপক্ষে প্রতিবছর প্রায় ১৫০০ টি পাম্প মেরামত করা হয়। মেরামতকৃত পাম্প সমূহের কার্যক্ষমতা পরীক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই।

উদ্ধৃত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষে বর্নিত ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়। ল্যাবরেটরীটির বৈশিষ্ট ও ক্ষমতা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ইউপিভিসি পাইপ টেস্টিং সেকশনঃ

কি পরীক্ষার সুযোগঃ

১. স্পেসিফিক গ্রাভিটি টেস্ট।
২. ইম্পেক্ট টেস্ট(২৫ mm হতে উভয় ৫০০ mm উভয় পাইপ)।
৩. প্রেসার টেস্ট(২৫ mm হতে ৫০০ mm পর্যন্ত অব্যহত ২৫০ mm পর্যন্ত করা যাবে)।

পরীক্ষাক্রমে ব্যবহৃত মেশিন সমূহের বৈশিষ্ট্যঃ

১. প্রতিটি মেশিন ডিজিটাল।
২. ইম্পেক্ট টেস্ট ও প্রেসার টেস্টিং মেশিন Microprocessor Controlled বিধায় কোন প্রকার ডেটা ম্যানুপুলেশনের সুযোগ নাই।



পাম্প টেস্টিং সেকশনঃ

- ১) সাব-মারসিবল পাম্প ০.৫ কিউসেক হতে ২ কিউসেক ডিসচার্জ ক্যাপাসিটির ২০০ ফুট হেড এবং , Centrifugal পাম্প। কিউসেক ডিসচার্জ ২০০ ফুট হেড পর্যন্ত টেস্ট এর সুযোগ আছে।
- ২) টেস্টিং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ডেটা গ্রহন ও প্রসেসিং প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় বিধায় কোন প্রকার বিভ্রান্তি ছাড়াই সঠিক Combined efficiency পাওয়া যাবে। টেস্ট সংক্রান্ত ডেটা Non-editable বিধায় টেস্ট রিপোর্ট প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।
- ৩) টেস্ট পরিচালনার জন্য নূন্যতম জনবল প্রয়োজন।
- ৪) Microprocessor Controlled বিধায় রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় নেই বললেই চলে।

সর্বোপরি অত্র ল্যাবটি সম্ভবত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম Atomic Lab অন্তত Pamp test এর দিক থেকে। ইউপিভিসি পাইপের পরীক্ষণের জন্য অনেক নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের হয়তো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি আছে।



পাম্প ও পরীক্ষণ ল্যাবরেটরীঃ

কর্তৃপক্ষের EIBA প্রকল্পের সংস্থানে পাম্প (সাব-মারসিবল ও সেন্দ্রিফিজিয়াল) ও ইউপিভিসি পাইপ পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরী স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের নওগাঁ-১ রিজিয়ন দপ্তর চত্বরে ল্যাবরেটরীটি স্থাপন ও কমিশনিং করা হয়েছে।

স্থাপিত ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার সুযোগঃ

- (১) ইউপিভিসি পাইপঃ ২৫ মিলিমিটার হতে ৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত।
- (২) সাব-মারসিবল পাম্পঃ ডিসচার্জ ক্যাপাসিটি ০.৫ কিউসেক হতে ২.০ কিউসেক পর্যন্ত। (উভয় প্রকার পাম্পের হেড ২০০ ফুট পর্যন্ত।)
- (৩) সেন্দ্রিফিউগ্যাল পাম্পঃ ২.০ কিউসেক হতে ৫.০ কিউসেক পর্যন্ত।

পরীক্ষাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যঃ

ক্রয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে প্রথমে দরপত্র আহ্বান করা হয়। দর প্রস্তাব দাখিলের সময় দরদাতাগণ নমুনা দাখিল করেন। দর প্রস্তাবের সাথে দাখিলকৃত নমুনার গুণগত মান নিশ্চিত হওয়ার জন্য - BUET/RUET এর সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ করা হয়। BUET/RUET এর ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়।

BUET/RUET এর ল্যাবরেটরীতে নমুনা প্রেরণ ও পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তিতে অনেক সময় প্রয়োজন হয়। সংগত কারণেই দরপত্র মূল্যায়ন বিলম্বিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিলম্বেও কারণে প্রকল্প মেয়াদ প্রকল্পকার্য সমাপ্তি কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়াও BUET/RUET এর ল্যাবরেটরীর যন্ত্রাংশসমূহে দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ার দরুন ক্ষেত্র বিশেষে প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না।

কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রে বর্তমানে ১৫৮১৮টি সাবমারসিবল ও ৪৬০টি সেন্দ্রিফিউগ্যাল পাম্প ব্যবহৃত হচ্ছে। পাম্প ক্রয় ছাড়াও মেরামত পরবর্তী কার্যক্ষমতা পরীক্ষণের কোন সুযোগ ইতোপূর্বে ছিল না।

বাস্তবতা বিবেচনায় এই ধরনের পণ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্বলিত একটি আধুনিক ল্যাবরেটরী স্থাপনের সুযোগ প্রকল্পের ডিডিপি-তে রাখা হয়। সে প্রেক্ষিতে বিএমডিএ, নওগাঁ রিজিয়ন-১ এর অফিস চত্বরে ল্যাবরেটরীটি স্থাপন ও কমিশনিং করা হয়।

স্থাপিত ল্যাবরেটরীর বৈশিষ্ট্যঃ

ইউপিভিসি সেকশনঃ

- (১) প্রেসার টেস্টিং ইউনিটঃ Microprocessor controlled মেশিন। পরীক্ষার ফলাফল মেশিনের মেমোরিতে জমা থাকে। Manipulation এর কোন সুযোগ নাই। মেশিন থেকে Laptop/Desktop Computer এ Data নিয়ে তা শুধু প্রিন্ট করা যায়।
- (২) ইমপেক্ট টেস্টিং ইউনিটঃ Microprocessor দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মেশিন। পরীক্ষার ফলাফল ও মেশিন অপারেশন ম্যানুয়ালী নিয়ন্ত্রণের কোন সুযোগ নাই।
- (৩) স্পেসিফিক গ্রাভিটি টেস্ট মেশিন একটি ডিজিটাল মেশিন। পরীক্ষার ফলাফল মেশিনে সংরক্ষিত থাকে। ডেটা পরিবর্তনের কোন সুযোগ নাই।

পাম্প টেস্টিং সেকশনঃ

এই মেশিনটি Microprocessor দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শুধুমাত্র পাম্পের বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যতীত পরীক্ষার জন্য কোন তথ্য ম্যানুয়ালী গ্রহণের সুযোগ নাই। এছাড়াও শুধুমাত্র পাম্পের সংযোগ থাকলেই দূরনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমেও পরীক্ষণ কার্য সম্পাদন করা যায়। এ মেশিনেও পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তনের কোন সুযোগ নাই।

উপসংহারঃ

বিভিন্ন ইউপিভিসি পাইপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে তাদের নিম্ন আধুনিক পরীক্ষাগার থাকলেও বিএমডিএ'র পরীক্ষাগারের এ সেকশনের যন্ত্রপাতি সমূহ অত্যাধুনিক। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যন্ত্রাংশ সমূহ Calibration সম্পাদনকৃত এবং Calibration Certificate প্রদানকৃত। বিধায় এই ল্যাবরেটরীর ফলাফল গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

এছাড়াও বাংলাদেশে যত পাম্প টেস্টিং পরীক্ষাগার আছে সেগুলোর প্রতিটিই অ্যানালগ প্রযুক্তির এবং পরীক্ষার জন্য অনেক জনবল প্রয়োজন হয়। বিএমডিএ স্থাপিত ল্যাবরেটরীটির প্রতিটি রিডিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড হয় এবং পাম্প সংযোগ ব্যতীত আর কোন ক্ষেত্রে জনবলের প্রয়োজন নাই।

সর্বোপরী স্থাপিত ল্যাবরেটরীটি বিএমডিএ তথা বাংলাদেশের একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রকল্পের নাম : ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প।

(বাস্তবায়নকাল : ১লা জুলাই ২০১৫- হতে ৩০শে জুন ২০১৯)।

প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ১৩৬১৬.২০।

পটভূমি :

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। শতকরা ৮৫% ভাগ জনসংখ্যা গ্রামে বাস করে এবং যারা নিম্ন আয়ের অর্ন্তভুক্ত। তারা বেশির ভাগ কৃষি কাজ করে থাকে। অতএব গ্রামের উন্নতি অবশ্যই কৃষি কাজের উন্নতির উপর নির্ভরশীল। কৃষি কাজের উন্নতি আবার সেচ ব্যবস্থার উন্নতির উপর নির্ভরশীল।

বরেন্দ্র এলাকা যেমন- রাজশাহী, চাঁঃ নবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ জেলার উপজেলা সমূহের আবহাওয়া দেশের অন্যান্য স্থান থেকে ভিন্ন। বিশেষতঃ খরা মৌসুমে নদী নালা, পুকুর সব শুকিয়ে যায়। ফলে ফসল উৎপাদনের জন্য উন্নত সেচ ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। সেলক্ষ্যে (বিআইএডিপি) প্রকল্প ১৯৮৫ সালে শুরু হয়। এ প্রকল্পের অধীনে ইট ও ফেরো সিমেন্ট দিয়ে তৈরী ভূ-উপরিস্থ সেচনালা সমূহ অচালু/অকেজো ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শতকরা ৪৩.৩৪% ভাগ সেচের পানির অপচয় হয়। আইডব্লিউএম এর এক সমীক্ষায় বলা হয় বিশেষ সময়ে সাধারণতঃ এপ্রিল মাসের শেষে সেচের কাজে ব্যবহার ও প্রাকৃতিক নিষ্কাশনের কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির গভীরতা বেড়ে যায়। তাই ভূ-গর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য কম পানি গ্রহণকারী একাধিক ফসল (শস্য বহুমুখীকরণ) চাষ করার প্রস্তাব করা হয়। এ সকল সমস্যার সমাধানে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পদ্ধতি কার্যকর যা পানির অপচয় রোধ করে এবং অধিক পরিমাণ জমিতে পানি সরবরাহের মাধ্যমে একের অধিক ফসল ফলানো সম্ভব হয়।

প্রকল্প গ্রহণের কারণ ও সুবিধাদি :

- ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে পানির অপচয়রোধ করা।
- শস্যমুখীকরণের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি করে সঠিক ফসল ফলানো।
- ভূ-পরিস্থ সেচ নালা পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি জমিকে রক্ষা করা।
- সেচের পানি ব্যবস্থাপনা, শস্যমুখীকরণ, সুসম সারের ব্যবহার, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকে প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রান্তিক চাষী ও দিন মজুরের জন্য কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ :

- ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচের পানি সরবরাহ করা।
- আদর্শ কৃষক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে সেচসহ আধুনিক কৃষি কাজে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- দিন মজুরের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা

প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব :

ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে (২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮) অর্থ বছরের সমাপ্তকৃত নালাগুলির মাধ্যমে সঠিকভাবে সেচ কার্যক্রম চলছে। এই সেচ কার্যক্রম পরিচালনায় দেখা যাচ্ছে :

- ১) সেচের পানির অপচয় ৩৮% হারে কমে গেছে।
- ২) আবাদী (চাষযোগ্য) জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ৩) ভূ-পরিস্থ সেচ ব্যবস্থার পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি জমি রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।
- ৪) সেচের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আদর্শ কৃষক প্রশিক্ষণের দ্বারা আধুনিক কৃষি কাজে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ৫) পানির সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে আধুনিক কৃষিতে আরো এক ধাপ এগিয়েছে, যার ফলে কৃষক ও কৃষির মান বাড়ার সাথে সাথে দিন মজুরদের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬) সেচনালা নির্মানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৮৬০০ হেক্টর অতিরিক্ত জমি সেচাবাদের আওতায় এসেছে। ফসলের বৈচিত্রকরণ এর সাথে সাথে কৃষিতে আধুনিকায়নসহ আদর্শকৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্পটির যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।



পুঠিয়া উপজেলার ভালুকগাছী ইউনিয়নের নওপাড়া মৌজায় নির্মিত হেডার ট্যাংক।

রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় শস্য বহুমুখীকরণ কার্যক্রম।



কৃষক প্রশিক্ষণ (বদলগাছী, নওগাঁ)।



কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
(বদলগাছী, নওগাঁ)।

মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সভায় কৃষকদের সাথে মত বিনিময়



সেচ কাজে ফিতা পাইপের ব্যবহার, গোদাগাড়ী উপজেলা, রাজশাহী।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্পের
আওতায় ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের প্রতিবেদন।

ক্রঃ নং	উপজেলা	বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড				
		ডিপিপি অনুযায়ী	ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (কিঃ মিঃ)			ক্রমভুক্তিত জুন/ ২০১৮ পর্যন্ত
		লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ অর্থ বছর	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	গোদাগাড়ী-১	৫৪	৮	২৭	১৮	৫৩
২	গোদাগাড়ী-২	৪৭	২	২০	২০	৪২
৩	তানোর	৮৯	৮	৪৫	২৮	৮১
৪	পবা	৪৮	৭	২২	১৯	৪৮
৫	মোহনপুর	৫৮	৮	২৮	১৭	৫৩
৬	বাগমারা	৭৭	২০	৩৭	২০	৭৭
৭	দুর্গাপুর	১৭	১	৮	৮	১৭
৮	পুঠিয়া	৪০	৫	১৩	১৯	৩৭
৯	বাঘা	২৭	১	৭	৯	১৭
১০	চারঘাট	২৯	০	৫	৮	১৩
রাজশাহী রিজিয়নঃ		৪৮৬	৬০	২১২	১৬৬	৪৩৮
১১	নবাবগঞ্জ	৪৪	৪	১০	২১	৩৫
১২	শিবগঞ্জ	২৪	০	০	১৩	১৩
১৩	গোমস্তাপুর	৫৭	৫	১৮	২৪	৪৭
১৪	নাচোল	৫৬	৬	১৮	২৪	৪৮
১৫	ভোলাহাট	৭৫	৩	২৫	৩৫	৬৩
চাঁপাই নবাবগঞ্জ রিজিয়নঃ		২৫৬	১৮	৭১	১১৭	২০৬
১৬	বদলগাছী	২৮	০	১০	১৭	২৭
১৭	মান্দা	৪৯	১৬	২৩	৫	৪৪
১৮	নিয়ামতপুর	৪৮	২	২৬	২৪	৫২
১৯	নওগাঁ	১৭	২	৭	৬	১৫
২০	রাণীনগর	৩৫	২	১০	১৮	৩০
২১	আত্রাই	৭	১	৪	২	৭
নওগাঁ রিজিয়ন-১ঃ		১৮৪	২৩	৮০	৭২	১৭৫
২২	মহাদেবপুর	৮৫	১২	২৫	৩১	৬৮
২৩	পত্নীতলা	১৬	০	০	১৪	১৪
২৪	ধামইরহাট	২৬	০	১২	১৩	২৫
২৫	সাপাহার	১৯	০	০	১১	১১
২৬	পোরশা	৮	০	৩	৫	৮
নওগাঁ রিজিয়ন-২ঃ		১৫৪	১২	৪০	৭৪	১২৬
সর্বমোট =		১০৮০	১১৩	৪০৩	৪২৯	৯৪৫

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্পের
আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

ক্রঃ নং	রিজিয়ন/জোনের নাম	বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড				
		কৃষক প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)				
		ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর	ক্রমপুঞ্জিভূত জুন/২০১৮ পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	গোদাগাড়ী-১	১৫০	৫০	৫০	৫০	১৫০
২	গোদাগাড়ী-২	১৫০	৫০	৫০	৫০	১৫০
৩	তানোর	১৫০	৫০	৫০	৫০	১৫০
৪	পবা	১৫০	৫০	৫০	৫০	১৫০
৫	মোহনপুর	১৫০	৫০	৫০	৫০	১৫০
৬	বাগমারা	১৫০	৫০	৫০	৫০	১০০
৭	দুর্গাপুর	১০০	৫০	৫০	০	১০০
৮	পুঠিয়া	৫০	৫০	০	০	৫০
৯	চারঘাট	৫০	০	৫০	০	৫০
১০	বাঘা	৫০	০	৫০	০	৩৫০
রাজশাহী রিজিয়নঃ		১১৫০	৪০০	৪৫০	৩০০	১১৫০
১১	নবাবগঞ্জ	১৫০	৫০	৫০	৫০	১০০
১২	শিবগঞ্জ	৫০	০	৫০	০	১০০
১৩	গোমস্তাপুর	১৫০	৫০	৫০	৫০	১৫০
১৪	নাচোল	১৫০	৫০	৫০	৫০	১০০
১৫	ভোলাহাট	১০০	৫০	৫০	০	২৫০
চাঁপাই নবাবগঞ্জ রিজিয়নঃ		৬০০	২০০	২৫০	১৫০	৬০০
১৬	বদলগাছী	১৫০	৫০	১০০	০	২০০
১৭	মান্দা	১৫০	৫০	৫০	৫০	১৫০
১৮	নওগাঁ	১৫০	৫০	৫০	৫০	১৫০
১৯	নিয়ামতপুর	১৫০	৫০	৫০	৫০	১০০
২০	রাণীনগর	৫০	০	৫০	০	৫০
২১	আত্রাই	৫০	০	৫০	০	২০০
নওগাঁ রিজিয়ন-১ঃ		৭০০	২০০	৩৫০	১৫০	৭০০
২২	মহাদেবপুর	১৫০	৫০	৫০	৫০	২০০
২৩	পত্নীতলা	১৫০	৫০	০	১০০	১০০
২৪	ধামইরহাট	১০০	৫০	০	৫০	৫০
২৫	পোরশা	১০০	০	৫০	০	১০০
২৬	সাপাহার	৫০	০	৫০	৫০	৩০০
নওগাঁ রিজিয়ন-২ঃ		৫৫০	১৫০	১৫০	২৫০	৫৫০
সর্বমোট =		৩০০০	৯৫০	১২০০	৮৫০	৩০০০

প্রকল্পের টেকসই ও যোগ্যতা ও সম্প্রসারণ প্রয়োজ্যতা

বরেন্দ্র এলাকায় ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা সন্তোষজনক ভাবে অব্যাহত রাখার জন্য বিএমডিএ কর্তৃক প্রচলিত গভীর নলকূপ সমূহ সূষ্ঠাভাবে চালু রাখার দরকার। মূল্যবান ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে বরেন্দ্র এলাকায় সেচ প্রদান করা হয়, বিধায় উত্তোলিত পানির প্রতিটি বিন্দুর সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। পানির অপচয় রোধের জন্য উন্মুক্ত কাঁচা নালার পরিবর্তে আবদ্ধ পদ্ধতির ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা খুবিই উপযোগী। এ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন সেচের জন্য কৃষককে কম অর্থ ব্যয় করতে হয়, তেমনি অপরদিকে একই পরিমাণ সেচের পানি দিয়ে বেশী জমি চাষ করা সম্ভব হয়। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার মাধ্যমে সেচের পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পদ্ধতিটি আধুনিক, বৈজ্ঞানিক এবং খুবই কার্যকর, বিধায় এটি টেকসই যোগ্য। টেকসই যোগ্যতা বিবেচনায় প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

প্রকল্পের নাম : শস্য উৎপাদনে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

প্রকল্পের পটভূমি :

দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত বরেন্দ্র এলাকা মূলত: খরা প্রবণ এলাকা। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এ অঞ্চলেও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। এ অঞ্চলের মাটি মূলত: কর্দম এবং কর্দম দৌ-আশ। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুব কম। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এ অঞ্চলে ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-পরিষ্ক পানির মাধ্যমে কৃষকগণকে সেচ সুবিধা প্রদান করে আসছে। সেচ ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফসল উৎপাদন সম্ভব নয় কিন্তু ফসলের ভাল ফলন পেতে হলে বীজ একটি অন্যতম প্রধান উপকরণ। বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কাজে বিএমডিএ'র অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পে বর্ণিত কিছু অবকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর মেয়াদে “কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন প্রকল্প” বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পের আওতায় ২১৮৬ মে.টন গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন পূর্বক কৃষকদের নিকট সরবরাহ করা হয়। ৬২৫ টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয় এবং ১২৫০০ জন কৃষক ও ১০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

দেশের অন্য অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চলে খরা এবং ঠান্ডা উভয়ই প্রকট। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে খরা সহিষ্ণু গম বীজ যেমন-বারি গম ২৬, বারি গম ২৮, বারি গম ২৯, বারি গম ৩০; খরা ও ঠান্ডা সহিষ্ণু ধান বীজ যেমন- ব্রি ধান ৫৫, ব্রি ধান ৫৭, বিনা ধান ৭; খরা এড়ানো ও স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাত যেমন ব্রি ধান ৩৬, ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ৪৮, ব্রি ধান ৫০, দেশীয় জিরাশাইল, বিনা ধান ১৪ এবং অন্যান্য প্রতিকূলতা সহিষ্ণু আউশ ও আমন জাতের ধান এবং নতুন অবমুক্ত প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন ও মাঠ প্রদর্শনী করা হবে। বিএমডিএ'র বীজ এ অঞ্চলে খুব জনপ্রিয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাত্র ১৩.৯৮% বীজ দেশব্যাপি কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। বিধায় কৃষকগণ ভাল বীজের ব্যবহার না করতে পারায় তারা কাল্পিত ফলন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের নিকট মানসম্মত বীজের সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে মানসম্মত ধান ও গম বীজ উৎপাদন করা হলে এ ঘাটতি কিছুটা লাঘব হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য/প্রকল্প গ্রহণের কারণ (সুবিধা) :

- ক) প্রকল্প এলাকায় মান সম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি।
- খ) প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের ধান এবং গম বীজ উৎপাদনে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।
- গ) মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং কম পানি গ্রহণকারী ফসলের চাষাবাদের উপর কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রকল্প এলাকা :

রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা।

প্রকল্পের মেয়াদ :

জুলাই, ২০১৫ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত।

প্রকল্পের মোট ব্যয় : ১০৪৬.২৩ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের কার্যক্রম :

১) চুক্তিবদ্ধ কৃষকের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ :

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিটি উপজেলায় জোন অফিসের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের জন্য কৃষকদের সংগে চুক্তি সম্পাদন করা হবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সহায়তায় বিএমডিএ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে কৃষকগণ উন্নতমানের ধান ও গম বীজ উৎপাদন করবেন। উৎপাদিত ধান ও গম বীজ কৃষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা হবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধান ও গম বীজ সংরক্ষণ পূর্বক পরবর্তী বৎসরে নায্য মূল্যে কৃষকদের মাঝে বিক্রয় করা হবে।

২) প্রদর্শনী পট স্থাপন :

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের প্রতিটি জোনের নির্বাচিত কৃষকদের জমিতে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হবে যাতে করে, কৃষকগণ উন্নত মানের বীজ উৎপাদন কলা- কৌশল সরেজমিনে জানতে পারে এবং উন্নত মানের বীজ উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ হয়।



ছবি-১ : বীজ প্রকল্পের আওতায় গম বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী প্লট

৩) প্রশিক্ষণ প্রদান :

উন্নতমানের ধান ও গম বীজ উৎপাদন কলা-কৌশল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে করে কৃষকরা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে ভালভাবে জানতে পারেন। এছাড়া উন্নতমানের ধান ও গম বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কলা কৌশল সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ গম গবেষণা কেন্দ্র এর সহযোগীতা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও গম গবেষণা কেন্দ্র থেকে

ব্রিডার (প্রজনন) বীজ সংগ্রহ করা হবে। বীজের মাঠমান এবং সংরক্ষণ মান সঠিক রাখার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে।



ছবি-২ : বীজ প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ



ছবি-৩ : বীজ প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের প্রভাব/সুবিধাদি :

- ১) ৩০০০ (তিন হাজার) মে.টন মানসম্মত বীজ উৎপাদন করা হবে এবং নির্ধারিত সময়ে কৃষকদের নিকট সরবরাহ করা হবে।
- ২) ৪০০ (চারশত) টি প্রদর্শনী পুট স্থাপন করা হবে এবং ১০০(একশত)টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠান করা হবে।
- ৩) ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কৃষক এবং ৭০০(সাতশত) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও কম পানি গ্রহনকারী ফসল চাষাবাদের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি :

- ১। ধান বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং গম বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গম গবেষণা কেন্দ্র থেকে হতে ব্রিডার বীজ সংগ্রহ করা হয়। উক্ত বীজ বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের নিকট বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা হয়।
- ২। যে কৃষকের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা হবে সে সব কৃষকদের বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের জোন দপ্তরে ধান ও গম চাষের কলা-কৌশল এবং বীজ উৎপাদন সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
- ৩। যে সকল কৃষকদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা হয় সে সকল কৃষকদের সাথে ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা মূল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প চুক্তিপত্র করা হয়।
- ৪। যে বীজগুলি কৃষকদের মাঝে বীজ উৎপাদনের জন্য সরবরাহ করা হয় তার বস্তার সাথে সংযুক্ত ট্যাগগুলি সংরক্ষণ করতে হবে এবং বীজ বপন বা রোপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী প্রকৌশলী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট প্রতিটি পুটের জন্য ২০০ (দুইশত) টাকার ট্রেজারী চালানসহ ১ম আবেদন করতে হবে।
- ৫। বপন/রোপনের পর ২য় বার এবং গম/ধানের ফুল আসার পর ৩য় বার সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী প্রকৌশলী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট নির্ধারিত ছকে রিপোর্ট প্রদান করবেন এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তা বীজ পুটগুলি পরিদর্শন করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তা যে পুটগুলির বীজ সংগ্রহ করা যাবে তা সংশ্লিষ্ট জোনের রেজিষ্টারে লিখে দেন এবং শুধুমাত্র উক্ত পুটগুলি থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে।
- ৬। বীজের পুটগুলির ৮০% ধান/গম পাকলে ধান/গম কাটা উচিত এবং ধান/গম কাটার সাথে সাথে উক্ত ধান/গম মাড়াইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বীজগুলি রৌদ্রে শুকাতে হবে। বীজের আর্দ্রতা ১২% এর নিচে আসলে ঝাড়াই করে কৃষকগণ সংশ্লিষ্ট জোন দপ্তরে পৌঁছে দেবেন।
- ৭। কৃষকদের নিকট থেকে নেয়া বীজের মোট মূল্যের আংশিক মূল্য অগ্রীম হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে এবং অবশিষ্ট টাকা ধান বীজ ক্লিনিং, গ্রেডিং ও অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার পর প্রদান করা হবে। অবীজগুলি কৃষকগণ ফেরৎ নিবেন।
- ৮। ধান/গম বীজগুলি ক্লিনিং, গ্রেডিং ও অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার পর পরবর্তী মৌসুমে বিক্রির জন্য সংরক্ষণ করা হবে এবং ১০(দশ) কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লেমিনেটিং জুট ব্যাগে ভরে ধান বীজ এবং ২০(কুড়ি) কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লেমিনেটিং জুট ব্যাগে ভরে গম বীজ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের নিকট বিক্রয় করা হবে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বীজ শাখার প্রধান কাজ সমূহ :

ক্রঃ নং	জোন/রিজিয়ন	বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড
---------	-------------	-----------------------

		বীজ উৎপাদন (মে.টন)		বীজ বিপণন (মে.টন)	
		ক্রমপঞ্জিভূত	২০১৭-১৮	ক্রমপঞ্জিভূত	২০১৭-১৮
১	গোদাগাড়ী-১	২৭৭.৯৫	৬০.০১	২০১.০৭	২৬.৩৬
২	গোদাগাড়ী-২	২০১.৩৩	১১.৫৭	১৯২.০২	১৬.৮১
৩	তানোর	৫৯৪.৪০	৯০.৮৬	৪১০.০৩	৩৭.৩৮
৪	পবা	১২৪.৮৮	০.০০	১৩৮.৬১	১৩.৮৫
৫	মোহনপুর	৮১.২৭	০.০০	৩৩২.০৮	৩৩.৮৫
৬	বাগমারা	৯২.৫৯	০.০০	৯৭.৪৮	৯.৯৫
৭	দুর্গাপুর	৬৬.২০	০.০০	৭০.৮১	১০.৭০
৮	পুঠিয়া	১১৩.৫৩	৩.৪৮	১০৯.৩১	১৫.৫০
৯	বাঘা	২১.২৮	০.০০	৩২.৩১	০.০০
১০	চারঘাট	৫৫.৪৫	০.০০	২৫.৬৪	০.০০
রাজশাহী রিজিয়ন		১৬২৮.৮৮	১৬৫.৯২	১৬০৯.৩৬	১৬৪.৪০
১১	চাঁঃ নবাবগঞ্জ	১৫৮.৪৭	৩.৩২	১৫৬.৭০	১৯.৭০
১২	শিবগঞ্জ	৭৩.৭১	০.০০	৯৮.৮৭	১০.৪০
১৩	গোমস্তাপুর	২০৬.২৬	১৭.৭৯	১৬৮.৬২	২৫.৯৭
১৪	নাচোল	৩৫৫.৩২	৭৪.৮২	২৫৫.৩৮	৩৯.৪২
১৫	ভোলাহাট	১৪১.৭১	০.০০	১১৭.৬৩	১৮.৩০
চাঁঃ নবাবগঞ্জ রিজি.		৯৩৫.৪৭	৯৫.৯৩	৭৯৭.২০	১১৩.৭৯
১৬	নওগাঁ	১৪১.৫৬	৬৬.৭৮	১৩২.৩৬	২০.৫০
১৭	মান্দা	১৯১.৮৭	৬০.১৯	১৬৯.৫০	৩১.০৬
১৮	নিয়ামতপুর	১৮৯.৮২	৩৬.১৬	১৭০.৭৯	২৬.৮০
১৯	বদলগাছী	২৮৮.৬০	১৩.৫৫	২১৫.৮০	২৬.০০
২০	রাণীনগর	১২০.৪১	৬.১৬	৯৪.৩০	১৬.৪০
২১	আত্রাই	৪৯.২৪	০.০০	৭৭.৭৯	১১.৭০
নওগাঁ রিজিয়ন-১		৯৮১.৫০	১৮২.৮৪	৮৬০.৫৪	১৩২.৪৬
২২	মহাদেবপুর	২৪৪.৫৮	২১.৮৪	২০৬.২৮	৩৪.৯০
২৩	পত্নীতলা	২৩০.৮৫	৮.৭৯	১৭৪.৩৮	২৬.২০
২৪	ধামইরহাট	১৪৮.৬১	১৯.৪০	১২০.৭৬	১৯.১০
২৫	সাপাহার	২০৬.৮৭	১৮.৯৮	১৬৯.৯১	৩৪.৩০
২৬	পোরশা	২৩৯.১৩	৮৬.৩০	১৬৪.৪৫	৩৫.৬০
নওগাঁ রিজিয়ন-২		১০৭০.০৪	১৫৫.৩১	৮৩৫.৭৮	১৫০.১০
২৭	নাটোর	০.০০	০.০০	২০.৮০	০.০০
২৮	বগুড়া	০.০০	০.০০	৯.৬৬	০.০০
২৯	জয়পুরহাট	১৫.৫৬	০.০০	৪০.৫৬	০.০০
৩০	পঞ্চগড়	৩০.২১	০.০০	৪.৩০	০.০০

ক্রঃ নং	জোন/রিজিয়ন	বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড			
		বীজ উৎপাদন (মে.টন)		বীজ বিপণন মে.টন)	
		ক্রমপুঞ্জিভূত	২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জিভূত	২০১৭-১৮
৩১	ঠাকুরগাঁও	২৬.০০	০.০০	৫.৮০	০.০০
৩২	দিনাজপুর	১১০.৬৭	০.০০	৮.০৯	০.০০
৩৩	ইউনিট-২	১৪৮.৮০	০.০০	৩৫৫.৭২	২১.৯৫
৩৪	পাবনা	২৫.২৩	০.০০	৭১.২৩	০.০০
৩৫	রংপুর সার্কেল	০.০০	০.০০	৩৫৫.৩২	১৭.৩০
৩৬	সদর দপ্তর	০.০০	০.০০	১৩.০০	০.০০
সর্বমোট		৪৯৭২.৩৬	৬০০.০০	৪৯৮৭.৩৬	৬০০.০০

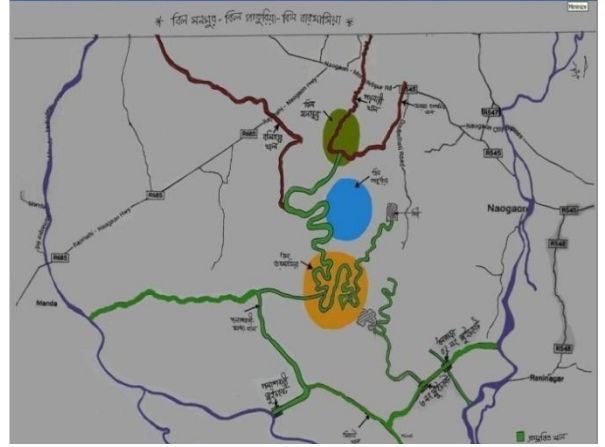
নওগাঁ জেলায় ভূ-পরিষ্ক পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	:	
১) প্রকল্পের নাম	:	নওগাঁ জেলায় ভূ-পরিষ্ক পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প।
২) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়/কৃষি
৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বরেন্দ্রবহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।
৪) প্রকল্প এলাকা	:	রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর, মান্দা, রাণীনগর, আত্রাই, পত্নীতলা এবং ধামুইরহাট উপজেলা।
৫) বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত।
৬) প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	১১/০৮/২০১৬ খ্রিঃ (একনেক)।
৭) অর্থায়নের প্রকৃতি (ঋণ/অনুদান)	:	সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান।
৮) প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭৯১২.৫০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের পটভূমি :

বাংলাদেশ প্রধানত নদীমাতৃক কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিক্ষেত্রে সেচ কার্যক্রম মূল চালিকাশক্তি হলেও এখন পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-পরিষ্ক পানি সেচ কাজে ব্যবহার করার পরও প্রায় ৪৫% জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয় নাই। প্রকল্প এলাকার ৪৮% হতে ৫০% জমি সেচের আওতায় পরিচালিত। অবশিষ্ট জমি প্রধানত বৃষ্টি নির্ভর। তাও কোন বছরে বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত না হলে কাজিত ফসল উৎপাদিত হয় না।

বর্তমান সরকার সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-পরিষ্ক পানিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। প্রকল্প এলাকায় একাধিক নদী যেমন আত্রাই, ছোট যমুনা ইত্যাদি প্রবাহিত হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে এই সকল নদীতে ও নদীর শাখা প্রশাখায় প্রচুর পানি প্রবাহিত হয়। এই সমস্ত পানি খাল/খাড়ীর মাধ্যমে ক্রমশঃ নীচু এলাকায় এসে জমা হয়। স্থানীয়ভাবে এইগুলিকে বিল বলা হয়।



ট্রপোগ্রাফিক ভিউ অফ প্রজেক্ট



পুনঃখননের জন্য প্রস্তাবিত খাল

এই সকল বিলের সাথে একাধিক সংযোগ খাল/খাড়ী রয়েছে যার মাধ্যমে বর্ষা পরবর্তী জমাট পানি নিষ্কাশিত হয়ে নদীতে চলে যায়। প্রকল্প এলাকায় উল্লিখিত নদী বেষ্টিত এরূপ একাধিক বিল যেমন :- বিল মনসুর, বিল পাকুড়িয়া, বিল বারোমাসিয়া, নলামারা, ঘুকশী, টেপা বিল ইত্যাদি আছে এবং এই সকল বিলের প্রতিটির সাথে একাধিক সংযোগ খাল/খাড়ী রয়েছে। সময়ের বিবর্তনে সংস্কারের অভাবে এই সকল খাল/খাড়ীসমূহে মাটি/পলি পড়ে ভরাট হয়ে অনেকাংশই মজে গিয়েছে। ফলে এই সকল খালে পানি ধারণ ক্ষমতা যেমন একেবারেই নাই পাশাপাশি পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রেও কোন কার্যকরী ভূমিকা নাই।

অনেক ক্ষেত্রে খালের কোন কোন অংশ আবার ভূমির সমতলের সাথে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে নদীর অতিরিক্ত পানি উজানের খাল/খাড়ীর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার এই সকল বিলে এসে জমা হয়। পরবর্তীতে উক্ত পানি সংযোগকৃত এই সকল খাল/খাড়ীর মাধ্যমে নিষ্কাশিত হতে না পারার কারণে বিলসহ আশে পাশের অনেকঅংশে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জলমগ্ন থাকে। বিল সংলগ্ন এই সকল খাল/খাড়ী পুনঃখনন করে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূর করে এই সকল অঞ্চলের এক ফসলী জমিকে দোফসলী জমিতে রূপান্তরিত করতেই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।



শুষ্ক অবস্থায় খালের চিত্র

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ক) প্রকল্প এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ কাজে ভূ-পরিষ্ক পানি ব্যবহার করা।
- খ) এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি জমিতে রূপান্তরিত করা।
- গ) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট বিরূপ/বৈশ্বয়িক পরিবেশ মোকাবেলা করা।
- ঘ) জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৬৩৫০ হেক্টর জমিতে বোরো, আমন ও রবিশস্য চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ৬০৫০০ মেঃ টন ফসল উৎপাদন করা।
- ঙ) ভূ-পরিষ্ক পানি ব্যবহার করে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস করা।
- চ) খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশের ভারসাম্য আনয়নে সহায়তা করা।
- ছ) খাল পুনঃখননপূর্বক জলাবদ্ধতা দূর করে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

- (ক) ৯২.২০ কিঃ মিঃ খাল ও ১৪ একর জলাশয় পুনঃখনন।
- (খ) ১৩টি বিভিন্ন সাইজের ফুট ওভার ব্রীজসহ ক্রেসড্যাম নির্মাণ কাজ।
- (গ) খননকৃত খালের উভয় পার্শ্বে ৩০০০০ ফলদ, বনজ বৃক্ষরোপণ।
- (ঘ) ৬০০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ।

প্রাক জরিপ :

প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিকভাবে একটি জরিপের মাধ্যমে প্রায় ১৬৩৫০ হেক্টর জমি জলমগ্ন আছে দেখা যায় যেখানে বছরে শুধুমাত্র ১টি ফসল (বোরো আবাদ) ছাড়া বর্তমানে অন্য কোন শস্য উৎপাদন করা যায় না। তাও আবার কোন সময়ে আগাম বৃষ্টিপাত হলে ঐ একটি ফসলও নষ্ট হয়ে যায়। প্রকল্প এলাকার বিল সংলগ্ন এইরূপ প্রায় ৯২.০০ কিঃমিঃ সংযোগ খাল/খাড়ীসমূহ সংস্কার/পুনঃখননের মাধ্যমে এলাকার জলাবদ্ধতা দূর করে ১৬৩৫০ হেক্টর জমিতে বছরে অন্তত পক্ষে ২টি ফসল চাষাবাদ করা সম্ভব।

প্রকল্প বাস্তবায়ন :

নওগাঁ জেলার ৬টি উপজেলার একাধিক বিলের সমন্বয়ে ৯২.২০ কিঃ মিঃ খাস খাল/খাড়ী ও ১৪ একরের একটি জলাশয় পূণঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একদা এই সকল খাল/খাড়ীসমূহ চওড়া ও গভীর ছিল যা সংস্কারের অভাবে বর্তমানে ভরে প্রায় মজে গিয়ে এর পানি ধারণ ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে ১৪ একর জলাশয় ও ভরাট মজা ৯২.২০ কিঃ মিঃ খাল/খাড়ী নির্দিষ্ট চওড়া ও গভীরতায় পূনঃখনন করে খালের দৈর্ঘ্য বরাবর নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর অন্তর ১৩টি সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পে ৭৯.০০ কিঃ মিঃ খাল, ১৪ একরের একটি জলাশয় এবং ১১টি ফুট ওভার ব্রীজসহ সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে।



ফুট ওভার ব্রীজসহ সাব-মার্জড ওয়্যার



খননকৃত খাল

খনন কার্যক্রম :

পূর্বে মূলতঃ খাস/খাড়ী জলাশয় ইত্যাদি খনন কাজে লেবার হিসাবে মানুষকে ব্যবহার করা হ'ত। এতে করে সময় এবং অর্থ উভয়ই বেশি ব্যয় হ'ত। সময়ের সাথে এই সকল কাজ যান্ত্রিককরণের ফলে বর্তমানে খাল/খাড়ী, জলাশয় ইত্যাদি খনন কাজে Excavator, Dozzer, Dump truck ইত্যাদি মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধারণতঃ মাটি খনন কাজে ০.৯/০.৭/০.৫ সাইজের Excavator, ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাটির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ১.০০কিঃমিঃ খালে ২০০০০ ঘনমিটার মাটি খনন কাজে প্রায় ২০ থেকে ২৫ দিন সময় প্রয়োজন পড়ে।



খাল খনন কার্যক্রম

বৃক্ষরোপণ :

খননকৃত খালের উভয়পাড়ে ৩০০০০টি বৃক্ষরোপনের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের প্রথম বছরে নওগাঁ



সদর, রাণীনগর ও আত্রাই উপজেলার খননকৃত খালের প্রায় ১৫.০০ কিঃমিঃ অংশে ১০০০টি ফলদ (আম, জাম, জলপাই) ও ২৯০০০টি বনজ চারা রোপন করা হয়েছে। বর্তমানে রোপনকৃত গাছের প্রায় ৮০% জীবিত আছে। বৃক্ষরোপণের কারণে এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৃক্ষরোপন কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ :



প্রশিক্ষণ প্রদান

৬০০ জন আদর্শ কৃষককে প্রকল্পের সুফলাদির নানা বিষয়ে (যেমনঃ জলাবদ্ধতা দূরীকরণপূর্বক আমন/আউশ চাষে উদ্বুদ্ধ করা, ভূ-পরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে চাষাবাদ করা, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য চাষ, প্রানিসম্পদ প্রতিপালন করা ইত্যাদি) প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষক হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে মনোনীত করা হয়েছিল। তাঁরা দিনব্যাপি পৃথক পৃথক বিষয়ে চিহ্নিত কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব :



ভূ-পরিষ্ক পানির ব্যবহার

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভূ-পরিষ্ক পানি সেচ কাজে ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকার ১৪০০০ হেক্টর এক ফসলি জমিতে বছরে ২টি ফসল নিশ্চিত আবাদ করা যাচ্ছে (আউশ/আমন, ইরি/বোরো)। এছাড়া কিছু কিছু অংশে রবি শস্যের (সরিষা, ভুট্টা, পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি) আবাদ হচ্ছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত প্রায় ৫২০০০ মেঃ টন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমান বাজার দর হিসাবে যার আনুমানিক মূল্য ১০৫.০০ কোটি টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাজের অগ্রগতি :

প্রকল্পের মূল অংগ ৭৯.০০কিঃমিঃ খাস খাল/খাড়ী জুন/২০১৮ পর্যন্ত ৬৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিম্নোক্তভাবে খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	উপজেলা	খালের নাম	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	মন্তব্য
১।	নওগাঁ	বিলমুনসুর, বারমাসিয়া, কৃষ্ণপুর ও হাঁসাইগাড়া	২৪.৩০ কিঃ মিঃ	
২।	মান্দা	এলেঙ্গা খাল ও পলাশবাড়ী সুইচ গেট	১২.০০ কিঃ মিঃ	
৩।	রাণীনগর	২ ও ৩ নং সুইচ গেট হতে পলাশবাড়ী অভিমুখে	১৭.০০ কিঃ মিঃ	
৪।	আত্রাই	নলামারা খাল	৫.০০ কিঃ মিঃ	
৫।	পত্নীতলা	ঘুকশী ও টেপা খাল	৮.৭০ কিঃ মিঃ	
৬।	ধামুইরহাট	ঘুকশী খাল	১২.০০ কিঃ মিঃ	
		সর্বমোট =	৭৯.০০ কিঃ মিঃ	
৭।	পত্নীতলা	টেপাবিল (দীঘি/জলাশয়)	১৪ একর	

সারাংশ :

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকায় সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের পরিবর্তে ভূ-পরিষ্ক পানি ব্যবহার হবে যা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী। এছাড়া পুনঃখননকৃত খাল/খাড়ীর উভয়পার্শ্বে বৃক্ষরোপনের ফলে পরিবেশের ভার-সাম্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরী এলাকার জন সাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে যা এলাকার দরিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে। আলোচ্য প্রকল্পটি বর্তমান সময়ের SDG (Sustainable Development Goal) এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত যা ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সরকারের ভিশন ২০২১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সেচ শাখা

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল এলাকায় বর্তমানে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সেচকার্যক্রম বিস্তৃত। রাজশাহী অঞ্চলের অধিকাংশ এবং রংপুর বিভাগের অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চল। রোদে পোড়া উত্তপ্ত উঁচু নিচু বিস্তীর্ণ মাঠ এই এলাকার সাধারণ দৃশ্য। এসব এলাকার জলবায়ু অত্যন্ত রুক্ষ। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। এখানকার কৃষিকাজ বৃষ্টি নির্ভর হওয়ায় একসময়ে বছরে একটি ফসল উৎপন্ন হতো।



বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরুর পূর্বের চিত্র

তৎপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছর হতে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা অত্র এলাকায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। উক্ত ধারাবাহিকতায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত



বর্তমান বরেন্দ্র অঞ্চলের চিত্র

১৫৯৩৪টি সেচযন্ত্রের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে প্রায় ৫.০৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সেচযন্ত্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বর্ধিত শাখা হতে নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

- ১) সেচ যন্ত্র পরিচালনা-রক্ষণাবেক্ষণ।
- ২) সেচ যন্ত্রের খন্ডকালীন অপারেটর/ডিলার নিয়োগ-নবায়ন।
- ৩) নষ্ট/অকেজো সেচ যন্ত্র মেরামত/পুনর্বাসন।
- ৪) জোন/রিজিয়নের গুদামের মালামাল চাক্ষুষ যাচাই করণ।
- ৫) সেচ যন্ত্র পরিচালনায় প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রস্তুতকরণ, সেচচার্জ নির্ধারণ ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন।
- ৬) সেচ যন্ত্র হতে অর্জিত আয়ের হিসাব নিয়মিত মনিটরিং।
- ৭) সেচ যন্ত্র পরিচালনার বিভিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
- ৮) সেচ যন্ত্র পরিচালনার বার্ষিক চূড়ান্ত প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল প্রতিবেদন সংগ্রহ, একত্রিকরণ ও উপস্থাপন।
- ৯) সেচ যন্ত্র পরিচালনায় উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যাবলী সমাধানের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ১০) সেচ কার্যক্রম বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী উপস্থাপন।
- ১১) ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের চাপ হ্রাস কল্পে শস্য বহুমুখীকরণসহ ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের বিষয়ে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।

সেচ কার্যক্রমে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের বিবরণ

গভীর নলকূপ :

ফোর্স মোডে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রকে গভীর নলকূপ বলে। কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের প্রাথমিক পর্যায়ে গভীর নলকূপগুলো ডিজেল ইঞ্জিন চালিত ছিল। ডিজেল ইঞ্জিনের মেরামত ব্যয়বহুল ও সময় স্বাপেক্ষ হওয়ায় প্রায়শই সেচকার্য বিঘ্নিত হতো এবং সর্বোপরি উৎপাদন খরচ বেশী হতো। সেচ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে কর্তৃপক্ষ সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৮৫০০ কিঃ মিঃ বিদ্যুৎ লাইনসহ বেশ কয়েকটি ৫ এমভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ করে কর্তৃপক্ষের সকল প্রকল্প এলাকায় গভীর নলকূপ বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প ও ভার্টিক্যাল মটর দ্বারা পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।



গভীর নলকূপ

বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পোর ও তুলনামূলক নিচে থাকায় বেশির ভাগ স্থানে অগভীর নলকূপ দ্বারা সেচাবাদ করা যায় না। কেননা অগভীর নলকূপ দ্বারা সর্বোচ্চ ২৫ ফুট নীচ থেকে পানি উত্তোলন করা যায়। ফলে অত্র অঞ্চলে উচ্চ বারিন্দ্র এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের নিমিত্তে বিশেষ ধরনের ইনভার্টেড গভীর নলকূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়। অন্যান্য প্রায় ক্ষেত্রে নরমাল গভীর নলকূপ ব্যবহার হয়ে থাকে।

কর্তৃপক্ষের শুরু হতে অদ্যাবধি সকল প্রকল্প এলাকায় ১৫,৫১৭ টি গভীর নলকূপ মাধ্যমে অত্র এলাকায় প্রায় ৪.৯৬ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। উক্ত সেচ সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় আউশ ও আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর ফসলে বৃষ্টিহীনতার সময় প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের মাধ্যমে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হয়।

এ অঞ্চলে এক সময় শুধুমাত্র বৃষ্টি নির্ভর একটিমাত্র আমন ফসল চাষ করা হতো। বর্তমানে সেচ সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় তিনটি ফসলের চাষ করা হচ্ছে। কিছু কিছু এলাকায় চারটি ফসলের চাষ করা হচ্ছে। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এককভাবে প্রায় ২০% আবাদী জমিতে সেচ প্রদান করে থাকে। উক্ত সেচকর্মক্রমের ফলে দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় কর্তৃপক্ষ বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে আসছে।

গভীর নলকূপ পরিচালনা পদ্ধতিঃ

কর্তৃপক্ষের প্রতিটি গভীর নলকূপ বিভাগীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট জোন দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেকানিক, সহকারী মেকানিকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রতিনিয়ত রক্ষণাবেক্ষন ও তত্ত্বাবধান করে থাকে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট রিজিয়নের নিবাহী প্রকৌশলী ও সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ সার্বিকভাবে প্রতিনিয়ত তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

গভীর নলকূপ পরিচালনার জন্য একজন অপারেটর নিয়োগ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম প্রতি বছর ১৫ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। নিয়োগের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট গভীর নলকূপ স্কীমের কৃষকগণ কর্তৃক তাদের মধ্যে হতে আলোচনার ভিত্তিতে একজন অপারেটর মনোনীত করা হয়। এক্ষেত্রে দ্বৈততার সৃষ্টি হলে দুই বা ততোধিক প্রার্থীও মনোনয়নের সুযোগ রয়েছে। প্রথমে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাপানো নির্ধারিত ফরম যা ১০০/- টাকা (অফেতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট অফিসে মানি রশিদের মাধ্যমে জমা দিয়ে ক্রয় করতে হয়। অতপর মনোনীত প্রার্থীগণ কর্তৃক ফরম পূরণ পূর্বক পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদপত্র, আইডি কার্ডের ফটোকপি ও পুরুষের জন্য ৭৫০০/- টাকা এবং মহিলার ক্ষেত্রে ৫০০০/- টাকার ডিডি/পেঅর্ডার সংযুক্ত পূর্বক আবেদনপত্র সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তরে জমা করা হয়। দাপ্তরিক কার্যাদি শেষে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বক নির্বাচিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অতপর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক বিধিবিধান অনুসারে অপারেটর গভীর নলকূপ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষন ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে যে কোন সময় অপসারণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। সংশ্লিষ্ট স্কীমের স্কীমভুক্ত কৃষক সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবহারকারী সমিতি কর্তৃক জোন দপ্তরের নির্দেশানুসারে স্কীমের সেচ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সেচ যন্ত্রের সেচচার্জ আদায়ের ক্ষেত্রে কুপন পদ্ধতি পরিবর্তন পূর্বক যুগোপযোগী প্রি-পেইড সিস্টেম চালু করে সেচচার্জ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রি-পেইড মিটার মাধ্যমে সেচ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষকগণকে প্রি-পেইড ইউজার কার্ড নির্ধারিত মূল্যে (১৫২/-) বিএমডিএ দপ্তর হতে ক্রয় করতে হয়। উক্ত ইউজার কার্ডে রিচার্জ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংশ্লিষ্ট এলাকায় MVU ডিলার নিয়োগ প্রদান করে থাকে। উক্ত ডিলারের নিকট হতে কৃষকগণ তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময় রিচার্জ গ্রহণ করতে পারেন।

কৃষকের প্রি-পেইড কার্ড রিচার্জের সুবিধার্থে উপজেলাওয়ারী আত্রহী ব্যক্তিকে ডিলার নিয়োগ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক বরাবরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাপানো নির্ধারিত ফরম যা ১০০/- টাকা (অফেতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট অফিস হতে ক্রয় করতে হয়। অতপরঃ ফরম পূরণ পূর্বক পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদপত্র, আইডি কার্ডের ফটোকপি ও পুরুষ/মহিলার জন্য ১০০০/- টাকার ডিডি/পেঅর্ডার সংযুক্ত পূর্বক আবেদনপত্র সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তরে জমা প্রদান করতে হয়। এক বা একাধিক আবেদনকারীর আবেদন যাচাই পূর্বক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে ডিলার নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত MVU ডিলারের দাপ্তরিক কার্যাদি শেষে MVU ডিলার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

দাপ্তরিক বিধিবিধান অনুসারে MVU ডিলার সংশ্লিষ্ট বিএমডিএ দপ্তর হতে MVU-তে রিচার্জ গ্রহণ (সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/-) করে থাকে। কর্তৃপক্ষ MVU রিচার্জের উপর ২.৫% কমিশন ডিলারকে প্রদান করে। প্রদানকৃত কমিশনের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক সরকারি বিধি মোতাবেক উৎসে কর ও মুসক কর্তন করা হয়ে থাকে। MVU ডিলার কৃষকের চাহিদা মোতাবেক যে কোন সময় কৃষকগণকে কার্ডে রিচার্জ প্রদান (সর্বোচ্চ ২৮০০/-) করে থাকে। এক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটলে তাঁকে যে কোন সময় কর্তৃপক্ষ অপসারণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। কৃষকগণ উক্ত কার্ড অপারেটরের মাধ্যমে গভীর নলকূপের প্রি-পেইড মিটারে প্রবেশ করিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষের চলমান সেচচার্জ নিম্নে প্রদত্ত হলো;

লো-লিফট পাম্প (এল. এল. পি):

সাকশন মোডে ভূ-উপরিস্থ পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রকে লো-লিফট পাম্প (এল. এল. পি) বলে। বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টিপাত দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক কম। সাম্প্রতিক সময়ে এর পরিমাণ আরও হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া বৃষ্টিপাত পূর্বের ন্যায় যথাসময়ে হচ্ছে না। সর্বোপরি সংস্কারের অভাবে নদী ও বিলগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ায় কৃষিকাজ ক্রমান্বয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির (Surface water) দ্বারা সম্পূরক সেচ ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য খাস পুকুর ও খাল পুনঃখনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পুনঃ খননকৃত পুকুর ও খালের বিপরীতে LLP (Low Lift Pump) স্থাপনের মাধ্যমে টি-আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচ ও রবি মৌসুমে বিভিন্ন ফসলে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের চাপ প্রশমিত হচ্ছে। পাশাপাশি ফসল বহুমুখীকরণের (Crop Diversification) কার্যক্রম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।



লো-লিফট পাম্প

কর্তৃপক্ষের যেসব এলাকায় খাড়ি বা পুকুর হতে পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সে সব এলাকার কৃষকগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফরম-এ এল.এল.পি স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করে। আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর স্থাপনযোগ্য LLP এর কারিগরী দিক ও অন্যান্য বিষয়াদি পুংখানুপুংভাবে যাচাই পূর্বক LLP স্কীম গ্রহণের মতামত প্রদান করে এবং তদানুযায়ী LLP স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অতপর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে LLP স্থাপন করা হয়। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ শুরুর দিকে ভূ-গর্ভস্থ পানির মাধ্যমে অত্র এলাকায় সেচকার্যক্রম প্রবর্তন করে ঠাঁঠাঁ বরেন্দ্র এলাকা সবুজ ও শস্য ভাভারে পরিনত করে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিম্নগামী হওয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানির পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাপক সেচকার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এসংক্রান্ত পরিসংখ্যান **ছক-ছ** তে বর্ণনা করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের শুরু হতে অদ্যাবধি সকল প্রকল্প এলাকায় ৪১৭ টি এলএলপি ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে অত্র এলাকায় প্রায় ১০৮৫৫ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। উক্ত সেচ সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় আউশ ও আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর ফসলে বৃষ্টিহীনতার সময় প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের মাধ্যমে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে নব নব প্রকল্প গ্রহণ করে পদ্মা ও মহানন্দা নদী হতে ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ সুবিধা নাই এমন উচ্চ বরেন্দ্র এলাকায় সরবরাহ করে সেচ সুবিধা সৃষ্টির উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সকল এল এল পি বিভাগীয় পদ্ধতিতে গভীর নলকূপ পরিচালনার অনুরূপ পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হয়।

কর্তৃপক্ষের চলমান সেচচার্জ এর হার (বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০% রিবেট বাদে নির্ধারিত)

১। গভীর নলকূপঃ

(ক) রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলাঃ

ক্রঃনঃ	পাম্পের ক্যাপাসিটি (কিউসেক)	নির্ধারিত ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ (টাকা)	মন্তব্য
১	০.৫০ পর্যন্ত	৮৫.০০	০১/০২/২০১৮ হতে কার্যকর হয়েছে
২	০.৫১-০.৭৫ পর্যন্ত	১০০.০০	
৩	০.৭৬-১.০ পর্যন্ত	১১০.০০	
৪	১.০১-২.০ পর্যন্ত	১২৫.০০	

(খ) ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নিলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, নাটোর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলাঃ

ক্রঃনঃ	পাম্পের ক্যাপাসিটি (কিউসেক)	নির্ধারিত ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ	মন্তব্য
১	০.৭৬-১.০ পর্যন্ত	১০০.০০	০১/০২/২০১৮ হতে কার্যকর হয়েছে
২	১.০১-২.০ পর্যন্ত	১১০.০০	

২। এল.এল.পিঃ

(ক) সিঙ্গেল লিফটিং এল.এল.পি (রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলা)ঃ

ক্রঃনঃ	পাম্পের ক্যাপাসিটি (কিউসেক)	নির্ধারিত ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ	মন্তব্য
১	১.০১-২.০ পর্যন্ত	১২৫.০০	০১/০২/২০১৮ হতে কার্যকর হয়েছে

(খ) ডবল লিফটিং এল.এল.পি (রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলা) :

ক্রঃনঃ	পাম্পের বিবরণ	নির্ধারিত ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ	মন্তব্য

১	ডবল লিফটিং (১.০১-২.০ কিউসেক পর্যন্ত)	১৬০.০০	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি হতে সংযোগপ্রাপ্ত এরূপ সেচযন্ত্রের জন্য প্রযোজ্য, ০১/০২/২০১৮ হতে কার্যকর হয়েছে
---	--------------------------------------	--------	--

(গ) সিঙ্গেল লিফটিং এল.এল.পি (ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নিলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, নাটোর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা)ঃ

ক্রঃনং	পাম্পের ক্যাপাসিটি (কিউসেক)	নির্ধারিত ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ (টাকা)	মন্তব্য
১	১.০১-২.০ পর্যন্ত	১১০.০০	

সেচযন্ত্র স্থাপনের প্রভাবঃ

- ১। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেচযন্ত্র স্থাপনের ফলে বরেন্দ্র এলাকাসহ কর্তৃপক্ষের সকল প্রকল্প এলাকায় অর্থাৎ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে।
- ২। সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হওয়ার অধিকাংশ ফসলী জমি ৩(তিন) ফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে যার ফলে ফসলের নিবিড়তা ১১৭% থেকে ২২৬% এর অধিক উন্নীত হয়েছে।
- ৩। কর্তৃপক্ষের সকল প্রকল্প এলাকায় সেচ যন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে সেচ ও সম্পূর্ণক সেচ বৃদ্ধি হওয়ায় উক্ত এলাকায় খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বেকার জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অত্র এলাকায় কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।
- ৪। বিভিন্ন প্রকল্প সংস্থানে স্থাপিত সেচযন্ত্রের বিপরীতে প্রায় ৮৫০০ কিঃমিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মিত হওয়ায় সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক শিল্প, রাইসমিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান সম্ভব হয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে কৃষকের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে বিএমডিএ পর্যায়ে পরিচালিত সেচযন্ত্র ও সেচএলাকার প্রতিবেদন (২০১৭-১৮ অর্থবছর)

Upazila Wise Irrigation Equipment used, Area Irrigated and Benefitted Farmer (2017-18 FY)

DTW

Sl. No.	District	Upazila	DTW in Operation		DTW OPERATED BY ELECTRICITY AND DIESEL										
			Organization	Nos	DTW Operated by Electricity					DTW Operated by Diesel			Total		
					PDB	REB	Total	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rajshahi	Godagari	BMDA	713	141	572	713	28526	67835	0	0	0	713	28526	67835
2		Tanore	BMDA	532	67	465	532	16950	36750	0	0	0	532	16950	36750
3		Paba	BMDA	276	88	188	276	12726	22281	0	0	0	276	12726	22281
4		Mohonpur	BMDA	323	5	318	323	8588	20654	0	0	0	323	8588	20654
5		Bagmara	BMDA	434	0	434	434	15885	20960	0	0	0	434	15885	20960
6		Durgapur	BMDA	314	0	314	314	8995	35523	0	0	0	314	8995	35523
7		Puthia	BMDA	165	2	163	165	5850	26650	0	0	0	165	5850	26650
8		Bagha	BMDA	38	0	38	38	1566	7023	0	0	0	38	1566	7023
9		Charghat	BMDA	59	2	57	59	1502	7149	0	0	0	59	1502	7149
Rajshahi Dist. Total:				2854	305	2549	2854	100588	244825	0	0	0	2854	100588	244825
1	Natore	Natore	BMDA	32	1	31	32	624	1248	0	0	0	32	624	1248
2		Naldanga	BMDA	60	0	60	60	1797	3093	0	0	0	60	1797	3093
3		Singra	BMDA	78	0	78	78	1905	3809	0	0	0	78	1905	3809
4		Bagatipara	BMDA	11	0	11	11	130	307	0	0	0	11	130	307
5		Boraigram	BMDA	30	0	30	30	803	800	0	0	0	30	803	800
6		Lalpur	BMDA	7	0	7	7	53	70	0	0	0	7	53	70
7		Gurudaspur	BMDA	74	0	74	74	1625	1750	0	0	0	74	1625	1750
Natore Dist. Total:				292	1	291	292	6937	11077	0	0	0	292	6937	11077
1	Chapai Nawabgonj	Chapai Nawabgonj	BMDA	206	46	160	206	6180	9270	0	0	0	206	6180	9270
2		Sibgonj	BMDA	238	37	201	238	10975	9400	0	0	0	238	10975	9400
3		Gomostapur	BMDA	402	114	288	402	14743	11796	0	0	0	402	14743	11796
4		Nachole	BMDA	510	60	450	510	19247	34747	0	0	0	510	19247	34747
5		Volahat	BMDA	218	0	218	218	7438	8500	0	0	0	218	7438	8500
Chapai Nawabgonj Dist. Total:				1574	257	1317	1574	58583	73713	0	0	0	1574	58583	73713
1	Naogaon	Badalgachi	BMDA	290	0	290	290	8311	19832	0	0	0	290	8311	19832
2		Manda	BMDA	483	0	483	483	15660	60000	0	0	0	483	15660	60000
3		Niamatpur	BMDA	604	0	604	604	19028	31858	0	0	0	604	19028	31858
4		Naogaon	BMDA	247	7	240	247	6260	17995	0	0	0	247	6260	17995

Sl. No.	District	Upazila	DTW in Operation		DTW OPERATED BY ELECTRICITY AND DIESEL										
			Organization	Nos	DTW Operated by Electricity					DTW Operated by Diesel			Total		
					PDB	REB	Total	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5		Raninagar	BMDA	262	1	261	262	7205	17130	0	0	0	262	7205	17130
6		Atrai	BMDA	262	0	262	262	6750	15410	0	0	0	262	6750	15410
7		Mohadebpur	BMDA	551	0	551	551	17045	24579	0	0	0	551	17045	24579
8		Patnitola	BMDA	438	0	438	438	14535	15283	0	0	0	438	14535	15283
9		Dhamurhat	BMDA	357	0	357	357	9650	19114	0	0	0	357	9650	19114
10		Shapahar	BMDA	322	0	322	322	12400	20045	0	0	0	322	12400	20045
11		Porsha	BMDA	283	0	283	283	8457	8190	0	0	0	283	8457	8190
Naogaon Dist. Total:				4099	8	4091	4099	125301	249436	0	0	0	4099	125301	249436
1	Pabna	Pabna	BMDA	113	1	112	113	3450	9105	0	0	0	113	3450	9105
2		Santhia	BMDA	17	0	17	17	699	3510	0	0	0	17	699	3510
3		Sujanagar	BMDA	26	0	26	26	1175	4045	0	0	0	26	1175	4045
4		Bera	BMDA	3	0	3	3	58	192	0	0	0	3	58	192
5		Ishwardi	BMDA	4	4	0	4	150	130	0	0	0	4	150	130
6		Atgharia	BMDA	29	0	29	29	657	550	0	0	0	29	657	550
7		Chatmohor	BMDA	53	0	53	53	2780	1051	0	0	0	53	2780	1051
8		Faridpur	BMDA	35	0	35	35	807	664	0	0	0	35	807	664
9		Bhangura	BMDA	27	0	27	27	650	521	0	0	0	27	650	521
Pabna Dist. Total:				307	5	302	307	10426	19768	0	0	0	307	10426	19768
1	Sirajgonj	Sirajgonj Sadar	BMDA	28	1	27	28	650	2592	0	0	0	28	650	2592
2		Kamarkhond	BMDA	11	0	11	11	180	685	0	0	0	11	180	685
3		Belkuchi	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Chauhali	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Kazipur	BMDA	29	0	29	29	715	2935	0	0	0	29	715	2935
6		Raygonj	BMDA	31	0	31	31	890	3775	0	0	0	31	890	3775
7		Tarash	BMDA	17	0	17	17	610	2560	0	0	0	17	610	2560
8		Ullapara	BMDA	33	0	33	33	720	2790	0	0	0	33	720	2790
9		Sahajadpur	BMDA	5	0	5	5	120	495	0	0	0	5	120	495
Sirajgonj Dist. Total:				154	1	153	154	3885	15832	0	0	0	154	3885	15832
1	Bogura	Bogura sadar	BMDA	10	1	9	10	382	320	0	0	0	10	382	320
2		Gabtoli	BMDA	28	0	28	28	821	1040	0	0	0	28	821	1040
3		Sonatola	BMDA	42	0	42	42	1254	1680	0	0	0	42	1254	1680
4		Sherpur	BMDA	64	1	63	64	2050	2560	0	0	0	64	2050	2560
5		Dhunut	BMDA	18	0	18	18	693	760	0	0	0	18	693	760

Sl. No.	District	Upazila	DTW in Operation		DTW OPERATED BY ELECTRICITY AND DIESEL										
			Organization	Nos	DTW Operated by Electricity					DTW Operated by Diesel			Total		
					PDB	REB	Total	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6		shajanpur	BMDA	7	0	7	7	280	275	0	0	0	7	280	275
7		Sariakandi	BMDA	20	0	20	20	620	765	0	0	0	20	620	765
8		Shibgonj	BMDA	31	3	28	31	1157	2016	0	0	0	31	1157	2016
9		Kahalo	BMDA	4	0	4	4	153	242	0	0	0	4	153	242
10		Dupchachia	BMDA	16	0	16	16	590	1034	0	0	0	16	590	1034
11		Adamdighi	BMDA	4	0	4	4	132	244	0	0	0	4	132	244
12		Nondigram	BMDA	39	0	39	39	1219	2652	0	0	0	39	1219	2652
Bogra Dist. Total:				283	5	278	283	9351	13588	0	0	0	283	9351	13588
1	Joypurhat	Joypurhat	BMDA	96	2	94	96	3076	7680	0	0	0	96	3076	7680
2		Panchbibi	BMDA	79	0	79	79	2488	7200	0	0	0	79	2488	7200
3		Akkelpur	BMDA	66	0	66	66	2192	4825	0	0	0	66	2192	4825
4		Kalai	BMDA	57	0	57	57	1867	3250	0	0	0	57	1867	3250
5		Khetlal	BMDA	59	0	59	59	1899	3150	0	0	0	59	1899	3150
Joypurhat Dist. Total:				357	2	355	357	11522	26105	0	0	0	357	11522	26105
Rajshahi Division Total:				9920	584	9336	9920	326593	654344	0	0	0	9920	326593	654344
1	Thakurgaon	Thakurgaon	BMDA	661	10	651	661	21480	30420	0	0	0	661	21480	30420
2		Pirgonj	BMDA	212	0	212	212	6181	5545	0	0	0	212	6181	5545
3		Baliadangi	BMDA	183	0	183	183	8067	6485	0	0	0	183	8067	6485
4		Ranishankoil	BMDA	229	0	229	229	7488	5240	0	0	0	229	7488	5240
5		Horipur	BMDA	138	0	138	138	4825	6000	0	0	0	138	4825	6000
Thakurgaon Dist. Total:				1423	10	1413	1423	48041	53690	0	0	0	1423	48041	53690
1	Dinajpur	Dinajpur	BMDA	121	0	121	121	3205	2963	0	0	0	121	3205	2963
2		Birgonj	BMDA	292	0	292	292	11975	9875	0	0	0	292	11975	9875
3		Kaharol	BMDA	166	0	166	166	5970	7772	0	0	0	166	5970	7772
4		Bochagonj	BMDA	127	61	66	127	3995	5574	0	0	0	127	3995	5574
5		Biról	BMDA	138	1	137	138	4250	5015	0	0	0	138	4250	5015
6	Thakurgaon	Khanshama	BMDA	80	0	80	80	3075	2910	0	0	0	80	3075	2910
7		Parbotipur	BMDA	155	19	136	155	4367	8164	0	0	0	155	4367	8164
8		Nobabgonj	BMDA	112	0	112	112	3555	5626	0	0	0	112	3555	5626
9		Chirirbandor	BMDA	80	0	80	80	2078	2561	0	0	0	80	2078	2561
10		Fulbari	BMDA	111	24	87	111	3590	7490	0	0	0	111	3590	7490
11		Birampur	BMDA	95	3	92	95	1975	4108	0	0	0	95	1975	4108
12		Hakimpur	BMDA	44	0	44	44	1095	1412	0	0	0	44	1095	1412
13		Ghoraghat	BMDA	80	0	80	80	2951	4715	0	0	0	80	2951	4715
Dinajpur Dist. Total:				1601	108	1493	1601	52081	68185	0	0	0	1601	52081	68185

Sl. No.	District	Upazila	DTW in Operation		DTW OPERATED BY ELECTRICITY AND DIESEL										
			Organization	Nos	DTW Operated by Electricity					DTW Operated by Diesel			Total		
					PDB	REB	Total	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Panchagarh	Panchagarh	BMDA	56	22	34	56	935	1620	0	0	0	56	935	1620
2		Tetulia	BMDA	28	28	0	28	510	950	0	0	0	28	510	950
3		Boda	BMDA	140	0	140	140	3850	8085	0	0	0	140	3850	8085
4		Debiganj	BMDA	119	0	119	119	3518	10550	0	0	0	119	3518	10550
5		Debiganj	BMDA	93	0	93	93	1581	2380	0	0	0	93	1581	2380
Panchagarh Dist. Total:				436	50	386	436	10394	23585	0	0	0	436	10394	23585
1	Rangpur	Rangpur/RCC	BMDA	126	1	125	126	3680	6475	0	0	0	126	3680	6475
2		Mithapukur	BMDA	147	0	147	147	4205	10208	0	0	0	147	4205	10208
3		Pirgonj	BMDA	97	0	97	97	2780	3980	0	0	0	97	2780	3980
4		Pirgacha	BMDA	101	3	98	101	2665	2410	0	0	0	101	2665	2410
5		Kaunia	BMDA	38	0	38	38	1150	1510	0	0	0	38	1150	1510
6		Taragonj	BMDA	56	0	56	56	1440	1800	0	0	0	56	1440	1800
7		Gongachora	BMDA	49	0	49	49	1445	1500	0	0	0	49	1445	1500
8		Badorgonj	BMDA	66	0	66	66	1814	2730	0	0	0	66	1814	2730
Rangpur District Total =				680	4	676	680	19179	30613	0	0	0	680	19179	30613
1	Nilphamari	Nilphamari	BMDA	63	13	50	63	1784	2165	0	0	0	63	1784	2165
2		Jaldhaka	BMDA	35	5	30	35	999	1245	0	0	0	35	999	1245
3		Kishorganj	BMDA	27	2	25	27	802	1017	0	0	0	27	802	1017
4		Sayedpur	BMDA	64	9	55	64	1840	2572	0	0	0	64	1840	2572
5		Domar	BMDA	65	27	38	65	2219	2765	0	0	0	65	2219	2765
6		Dimla	BMDA	21	0	21	21	774	772	0	0	0	21	774	772
Nilphamari Dist. Total =				275	56	219	275	8418	10536	0	0	0	275	8418	10536
1	Kurigram	Kurigram	BMDA	58	0	58	58	1711	3351	0	0	0	58	1711	3351
2		Rajarhat	BMDA	61	0	61	61	1765	3582	0	0	0	61	1765	3582
3		Fulbari	BMDA	71	0	71	71	2214	4376	0	0	0	71	2214	4376
4		Nageswari	BMDA	115	0	115	115	2775	6565	0	0	0	115	2775	6565
5		Bhurangamari	BMDA	60	0	60	60	1808	3320	0	0	0	60	1808	3320
6		Ulipur	BMDA	114	0	114	114	2772	6386	0	0	0	114	2772	6386
7		Chilmari	BMDA	29	0	29	29	897	1550	0	0	0	29	897	1550
Kurigram Dist. Total:				508	0	508	508	13942	29130	0	0	0	508	13942	29130
8	Lalmonirhat	Lalmonirhat	BMDA	44	0	44	44	1305	2852	0	0	0	44	1305	2852
9		Aditmari	BMDA	58	0	58	58	1397	3304	0	0	0	58	1397	3304
10		Kaligonj	BMDA	48	0	48	48	1066	2784	0	0	0	48	1066	2784
11		Hatibandha	BMDA	57	0	57	57	1386	3135	0	0	0	57	1386	3135
12		Patgram	BMDA	21	0	21	21	571	1218	0	0	0	21	571	1218
Lalmonirhat Dist. Total:				228	0	228	228	5725	13293	0	0	0	228	5725	13293

Sl. No.	District	Upazila	DTW in Operation		DTW OPERATED BY ELECTRICITY AND DIESEL										
			Organization	Nos	DTW Operated by Electricity					DTW Operated by Diesel			Total		
					PDB	REB	Total	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gaibandha	Gaibandha	BMDA	80	11	69	80	2140	2975	0	0	0	80	2140	2975
2		Fulchari	BMDA	13	8	5	13	555	528	0	0	0	13	555	528
3		Shaghata	BMDA	62	0	62	62	1694	3696	0	0	0	62	1694	3696
4		Gobindagonj	BMDA	73	0	73	73	1713	1530	0	0	0	73	1713	1530
5		Polashbari	BMDA	76	6	70	76	1697	1460	0	0	0	76	1697	1460
6		Sadullapur	BMDA	90	0	90	90	2159	4640	0	0	0	90	2159	4640
7		Sundargonj	BMDA	52	0	52	52	1249	2690	0	0	0	52	1249	2690
Gaibandha Dist. Total:				446	25	421	446	11207	17519	0	0	0	446	11207	17519
Rangpur Division Total:				5597	253	5344	5597	168987	246551	0	0	0	5597	168987	246551

1	Rajshahi	BMDA	2854	305	2549	2854	100588	244825	0	0	0	2854	100588	244825
2	Natore	BMDA	292	1	291	292	6937	11077	0	0	0	292	6937	11077
3	Chapai Nawabgonj	BMDA	1574	257	1317	1574	58583	73713	0	0	0	1574	58583	73713
4	Naogaon	BMDA	4099	8	4091	4099	125301	249436	0	0	0	4099	125301	249436
5	Pabna	BMDA	307	5	302	307	10426	19768	0	0	0	307	10426	19768
6	Sirajgonj	BMDA	154	1	153	154	3885	15832	0	0	0	154	3885	15832
7	Bogra	BMDA	283	5	278	283	9351	13588	0	0	0	283	9351	13588
8	Joypurhat	BMDA	357	2	355	357	11522	26105	0	0	0	357	11522	26105
Rajshahi Division Total:			9920	584	9336	9920	326593	654344	0	0	0	9920	326593	654344
1	Thakurgaon	BMDA	1423	10	1413	1423	48041	53690	0	0	0	1423	48041	53690
2	Dinajpur	BMDA	1601	108	1493	1601	52081	68185	0	0	0	1601	52081	68185
3	Panchgarh	BMDA	436	50	386	436	10394	23585	0	0	0	436	10394	23585
4	Rangpur	BMDA	680	4	676	680	19179	30613	0	0	0	680	19179	30613
5	Nilfamari	BMDA	275	56	219	275	8418	10536	0	0	0	275	8418	10536
6	Kurigram	BMDA	508	0	508	508	13942	29130	0	0	0	508	13942	29130
7	Lalmonirhat	BMDA	228	0	228	228	5725	13293	0	0	0	228	5725	13293
8	Gaibandha	BMDA	446	25	421	446	11207	17519	0	0	0	446	11207	17519
Rangpur Division Total:			5597	253	5344	5597	168987	246551	0	0	0	5597	168987	246551
Rajshahi+Rangpur Division Grand Total:			15517	837	14680	15517	495580	900895	0	0	0	15517	495580	900895

DTW- Deep Tube Well

Upazila Wise Irrigation Equipment used, Area Irrigated and Benefitted Farmer (2017-18FY)

LLP

Sl. No.	District	Upazila	DTW OPERATED BY ELECTRICITY AND DIESEL											
			Organization	DTW Operated by Electricity					DTW Operated by Diesel			Total		
				PDB	REB	Total	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rajshahi	Godagari	BMDA	8	35	43	1335	5250	0	0	0	43	1335	5250
2		Tanore	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Paba	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Mohonpur	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Bagmara	BMDA	0	14	14	445	420	0	0	0	14	445	420
6		Durgapur	BMDA	0	5	5	58	162	0	0	0	5	58	162
7		Puthia	BMDA	0	41	41	1295	882	0	0	0	41	1295	882
8		Bagha	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Charghat	BMDA	0	9	9	55	380	0	0	0	9	55	380
Rajshahi Dist Total :			8	104		112	3188	7094	0	0	0	112	3188	7094
1	Natore	Natore Sador	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Naldanga	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Singra	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Bagatipara	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Baraigram	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Lalpur	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Gurudaspur	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natore Dist. Total:			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chapai Nawabgonj	Chapai Nawabgonj	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Sibgonj	BMDA	0	1	1	25	40	0	0	0	1	25	40
3		Gomostapur	BMDA	8	11	19	260	1054	0	0	0	19	260	1054
4		Nachole	BMDA	0	4	4	73	265	0	0	0	4	73	265
5		Volahat	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapai Nawabgonj Dist. Total:			8	16		24	358	1359	0	0	0	24	358	1359
1	Naogaon	Badalgachi	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Manda	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Niamatpur	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Naogaon	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Raninagar	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Atrai	BMDA	0	17	17	260	600	0	0	0	17	260	600
7		Mohadebpur	BMDA	0	27	27	640	1190	0	0	0	27	640	1190
8		Patnitola	BMDA	0	17	17	570	592	0	0	0	17	570	592

Sl. No.	District	Upazila	DTW OPERATED BY ELECTRICITY AND DIESEL											
			Organization	DTW Operated by Electricity					DTW Operated by Diesel			Total		
				PDB	REB	Total	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12		Nondigram	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bogra Dist. Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Joypurhat	Joypurhat	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Panchbibi	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Akkelpur	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Kalai	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Khetlal	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Joypurhat Dist. Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rajshahi Division Total:			16	241	257	6834	14718	0	0	0	257	6834	14718	
1	Thakurgaon	Thakurgaon	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Pirgonj	BMDA	0	30	30	930	108	0	0	0	30	930	108
3		Baliadangi	BMDA	0	4	4	130	130	0	0	0	4	130	130
4		Ranishankoil	BMDA	0	1	1	12	35	0	0	0	1	12	35
5		Horipur	BMDA	0	12	12	285	400	0	0	0	12	285	400
Thakurgaon Dist. Total:			0	47	47	1357	673	0	0	0	47	1357	673	
1	Dinajpur	Dinajpur	BMDA	0	15	15	367	225	0	0	0	15	367	225
2		Birgonj	BMDA	0	4	4	120	130	0	0	0	4	120	130
3		Kaharol	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Bochagonj	BMDA	11	0	11	330	516	0	0	0	11	330	516
5		Birol	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Khanshama	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Parbotipur	BMDA	0	1	1	3	22	0	0	0	1	3	22
8		Nobabgonj	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Chirirbandor	BMDA	0	17	17	427	621	0	0	0	17	427	621
10		Fulbari	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Birampur	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Hakimpur	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Ghoraghat	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dinajpur Dist. Total:			11	37	48	1247	1514	0	0	0	48	1247	1514	
1	Panchagarh	Panchagarh	BMDA	0	4	4	80	74	0	0	0	4	80	74
2		Tetulia	BMDA	1	0	1	20	29	0	0	0	1	20	29
3		Boda	BMDA	0	3	3	70	147	0	0	0	3	70	147
4		Debiganj	BMDA	0	2	2	60	180	0	0	0	2	60	180
5		Debiganj	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panchagarh Dist. Total:			1	9	10	230	430	0	0	0	10	230	430	
1	Rangpur	Rangpur	BMDA	0	2	2	30	85	0	0	0	2	30	85
2		Mithapukur	BMDA	0	2	2	5	17	0	0	0	2	5	17

Sl. No.	District	Upazila	DTW OPERATED BY ELECTRICITY AND DIESEL											
			Organization	DTW Operated by Electricity					DTW Operated by Diesel			Total		
				PDB	REB	Total	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)	Unit	Area (ha)	Farmers (Nos.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3		Pirgacha	BMDA	0	2	2	42	40	0	0	0	2	42	40
4		Taragonj	BMDA	0	2	2	40	50	0	0	0	2	40	50
5		Pirgonj	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kaunia	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Gongachora	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Badorgonj	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rangpur Dist. Total:			0	8	8	117	192	0	0	0	8	117	192	
1		Nilphamari	Nilphamari	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jaldhaka		BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kishorganj		BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sayedpur		BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Domar		BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dimla		BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nilfamari Dist. Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Kurigram	Kurigram	BMDA	0	2	2	32	55	0	0	0	2	32	55
2		Rajarhat	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Fulbari	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Nageswari	BMDA	0	1	1	17	27	0	0	0	1	17	27
5		Bhurangamari	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Ulipur	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Chilmari	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurigram Dist. Total:			0	3	3	49	82	0	0	0	3	49	82	
1	Lalmonirhat	Lalmonirhat	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Aditmari	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Kaligonj	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Hatibandha	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Patgram	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lalmonirhat Dist. Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Gaibandha	Gaibandha	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Fulchari	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Shaghata	BMDA	0	27	27	672	685	0	0	0	27	672	685
4		Gobindogonj	BMDA	0	11	11	210	320	0	0	0	11	210	320
5		Polashbari	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Sadullapur	BMDA	0	4	4	94	164	0	0	0	4	94	164
7		Sundargonj	BMDA	0	2	2	45	95	0	0	0	2	45	95
Gaibandha Dist. Total:			0	44	44	1021	1264	0	0	0	44	1021	1264	
Rangpur Division Total:			12	148	160	4021	4155	0	0	0	160	4021	4155	

1	Rajshahi	BMDA	8	104	112	3188	7094	0	0	0	112	3188	7094
2	Natore	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Chapai Nawabgonj	BMDA	8	16	24	358	1359	0	0	0	24	358	1359
4	Naogaon	BMDA	0	121	121	3288	6265	0	0	0	121	3288	6265
5	Pabna	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sirajgonj	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bogra	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Joypurhat	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rajshahi Division Total:			16	241	257	6834	14718	0	0	0	257	6834	14718
1	Thakurgaon	BMDA	0	47	47	1357	673	0	0	0	47	1357	673
2	Dinajpur	BMDA	11	37	48	1247	1514	0	0	0	48	1247	1514
3	Panchgarh	BMDA	1	9	10	230	430	0	0	0	10	230	430
4	Rangpur	BMDA	0	8	8	117	192	0	0	0	8	117	192
5	Nilfamari	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kurigram	BMDA	0	3	3	49	82	0	0	0	3	49	82
7	Lalmonirhat	BMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gaibandha	BMDA	0	44	44	1021	1264	0	0	0	44	1021	1264
Rangpur Division Total:			12	148	160	4021	4155	0	0	0	160	4021	4155
Rajshahi+Rangpur Division Grand Total:			28	389	417	10855	18873	0	0	0	417	10855	18873

LLP- Low Lift Pump

District Wise Irrigation Equipment used and Total Area Irrigated (FY-2017-18)

Area in hectare.

Sl · No.	District	Nos of Irrigation Equipment used & Area Irrigated													Total Area Irrigated by DTW, STW & LLP (7+11+15)	Area Irrigated by Manual, Artisian well	Area Irrigated by Traditional Method	Area Irrigated by Gravity Flow	Total Area Irrigated all methods (16+17+18+19)
		Name of Organization	Deep Tubewell				Shallow Tubewell				Low Lift Pump								
			Nos.			Area	Nos.			Area	Nos.			Area					
			Elect	Diesel	Total		Elect	Diesel	Total		Elect	Diesel	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rajshahi	BMDA	2854	0	2854	100588	0	0	0	0	112	0	112	3188	103776	0	0	0	103776
2	Natore	BMDA	292	0	292	6937	0	0	0	0	0	0	0	0	6937	0	0	0	6937
3	Chapai Nawabgonj	BMDA	1574	0	1574	58583	0	0	0	0	24	0	24	358	58941	0	0	0	58941
4	Naogaon	BMDA	4099	0	4099	125301	0	0	0	0	121	0	121	3288	128589	0	0	0	128589
5	Pabna	BMDA	307	0	307	10426	0	0	0	0	0	0	0	0	10426	0	0	0	10426
6	Sirajgonj	BMDA	154	0	154	3885	0	0	0	0	0	0	0	0	3885	0	0	0	3885
7	Bogra	BMDA	283	0	283	9351	0	0	0	0	0	0	0	0	9351	0	0	0	9351

Sl No.	District	Nos of Irrigation Equipment used & Area Irrigated													Total Area Irrigated by DTW, STW & LLP (7+11+15)	Area Irrigated by Manual, Artesian well	Area Irrigated by Traditional Method	Area Irrigated by Gravity Flow	Total Area Irrigated all methods (16+17+18+19)	
		Name of Organization	Deep Tubewell				Shallow Tubewell				Low Lift Pump									
			Nos.			Area	Nos.			Area	Nos.			Area						
			Elect	Diesel	Total		Elect	Diesel	Total		Elect	Diesel	Total							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8	Joypurhat	BMDA	357	0	357	11522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11522	0	0	0	11522
Rajshahi Division:			9920	0	9920	326593	0	0	0	0	257	0	257	6834	333427	0	0	0	333427	
9	Thakurgaon	BMDA	1423	0	1423	48041	0	0	0	0	47	0	47	1357	49398	0	0	0	49398	
10	Dinajpur	BMDA	1601	0	1601	52081	0	0	0	0	48	0	48	1247	53328	0	0	0	53328	
11	Panchagarh	BMDA	436	0	436	10394	0	0	0	0	10	0	10	230	10624	0	0	0	10624	
12	Rangpur	BMDA	680	0	680	19179	0	0	0	0	8	0	8	117	19296	0	0	0	19296	
13	Nilphamari	BMDA	275	0	275	8418	0	0	0	0	0	0	0	0	8418	0	0	0	8418	

Sl N o.	District	Nos of Irrigation Equipment used & Area Irrigated													Total Area Irrigated by DTW, STW & LLP (7+11+15)	Area Irrigated by Manual, Artesian well	Area Irrigated by Traditional Method	Area Irrigated by Gravity Flow	Total Area Irrigated all methods (16+17+18+19)
		Name of Organization	Deep Tubewell				Shallow Tubewell				Low Lift Pump								
			Nos.			Area	Nos.			Area	Nos.			Area					
			Elect	Diesel	Total		Elect	Diesel	Total		Elect	Diesel	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Kurigram	BMDA	508	0	508	13942	0	0	0	0	3	0	3	49	13991	0	0	0	13991
15	Lalamonirhat	BMDA	228	0	228	5725	0	0	0	0	0	0	0	0	5725	0	0	0	5725
16	Gaibandha	BMDA	446	0	446	11207	0	0	0	0	44	0	44	1021	12228	0	0	0	12228
Rangpur Division:			5597	0	5597	168987	0	0	0	0	160	0	160	4021	173008	0	0	0	173008
Rajshahi+Rangpur Division:			15517	0	15517	495580	0	0	0	0	417	0	417	10855	506435	0	0	0	506435